যাদু ও তার প্রতিকার বিষয়ক বাংলা ভাষায় একমাত্র বই

যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায়

ধারালো তরবারি

ওয়াহিদ বিন আবদুস সালাম বালী

যাদু ও তার প্রতিকার বিষয়ক বাংলা ভাষার একমাত্র বই

যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারী

মূলঃ

শাইখ ওয়াহিদ বিন আবদুস সালাম বালী

অনুবাদঃ

মুহাম্মদ আবদুর রব আফফান

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনায়ঃ

বায়তুস সালাম

রিয়াদ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরয

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ (سورة آل عمران:١٠٢)

অর্থঃ "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১০২)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (سورة النساء: ١)

অর্থঃ "হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা কর এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।" (সূরা নিসাঃ ১)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

(سورة الأحزاب: ٧٠-٧١)

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আহযাবঃ ৭০-৭১)

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله، الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

যাদু, জ্যোতিষী ও গণকগিরি শয়তানী কর্মের অন্তর্ভুক্ত। ঈমান-আকীদা নষ্টকারী বিষয়। কেননা এগুলি শিরক ও কুফুরীর মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। শিরক ও পাপাত্মা ব্যতীত যাদু করা সম্ভব নয়। এজন্য শরীয়ত শিরকের সাথে সাথে যাদু থেকেও সতর্ক করে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

وعَنْ أَبي هريرة رضي اللهُ عنهُ عنِ النَّبِي ﷺ قال: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَات))، قالوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قالَ: ((**الشِّرْكُ بالله، وَالسِّحْرُ** وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذَفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.))

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে বেঁচে থাক। সাহাবাগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ **(১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) যাদু করা** (৩) হক পন্থা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল খাওয়া, (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা ও (৭) স্বতী-স্বাধবী, সরলা মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারীঃ ৫/৩৯৩ ফাতহ সহ ও মুসলিমঃ ২/৮৩)

যাদু দু'কারণে শিরকের অন্তর্ভুক্তঃ

প্রথমতঃ এতে রয়েছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, তার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং সে যেন যাদুকরের কথামত কাজ করে

এজন্য সে যা চায় তাই বাস্তবায়ন করা। সুতরাং যাদু হলো শয়তানেরই শিক্ষা ও আমল। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো।" (সূরা বাকারাঃ ১০২)

দ্বিতীয়তঃ যাদুতে সাধারণত ইলমে গায়েব দাবী করা হয় ও তাতে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব বুঝায়; তাই এটি শিরক ও গোমরাহী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾ (سورة البقرة:١٠٢)

অর্থঃ অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই অংশ নেই, যদি তারা তা জানতো! (সূরা বাকারাঃ ১০২)

অতএব এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, যাদু নিশ্চয় শিরক ও কুফুরী এবং ঈমান ও আকীদা বিনষ্টকারী ও পরিপন্থী। অনেকে মনে করে যাদুকর, জ্যোতিষী ও গণকের নিকট গেলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, উপকার লাভ করা যায়। উপকার পাওয়া গেলেও লক্ষ্য করতে হবে যে, সে পদ্ধতি ও মাধ্যম জায়েয কি না? এরূপ অনেক জিনিসেই উপকার পাওয়া সম্ভব কিন্তু তা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তা দ্বারা উপকার নেয়াও হারাম যেমনঃ আল্লাহ নিজেই মদ ও জুয়ার মধ্যে উপকারের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ (سورة البقرة: ٢١٩)

অর্থঃ "মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বলঃ এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে; কিন্তু ও দু'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর।" (সূরা বাকারাঃ ২১৯)

অতএব মদ ও জুয়ায় উপকার থাকা সত্ত্বেও হারাম হওয়ার কারণে তা বর্জন করা অপরিহার্য। সুতরাং যাদু, জ্যোতিষী ও গণকের নিকট গেলে উপকার পাওয়া সত্ত্বেও তা শিরক ও কুফুরী হওয়ার কারণে তা হতে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

অতএব যারা অজ্ঞতা ও ঈমানের দূর্বলতাবশতঃ যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে, যা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের হুকুম পরিপন্থী। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য চেয়ে তাদের প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ হলো, হালাল চিকিৎসা গ্রহণ করুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর; কিন্তু হারাম চিকিৎসা নিও না।" তিনি আরো বলেনঃ "আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি যার তিনি চিকিৎসা দেননি। যার জানার সে জেনেছে আর যার না জানা সে জানে না।" তাই আপনি ডাক্তারের নিকট যান সেখানে পরীক্ষা করান, বৈধ উপযুক্ত চিকিৎসা নিন এটি বৈধ পন্থা। অনুরূপ আপনি কুরআনের আয়াত ও সূরার মাধ্যমে চিকিৎসা করুন কেননা কুরআন আপনার আত্মিক ও দৈহিক চিকিৎসার গ্যারান্টি অনুরূপ হাদীস হতে আপনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিকিৎসা গ্রহণ করুন। যেমনঃ দু'আ যিকির, মধু, কাল জিরা, যম যম পানি, যায়তুন ইত্যাদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে যা প্রমাণিত সেগুলি ব্যবহার করুন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শায়খ ওয়াহীদ আব্দুস সালাম বালী অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর আরবী ভাষার এইঃ "الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار" নামক অমূল্য বইটিতে। যার বাংলায় নাম দেয়া হয়েছে– **"যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি"** বইটির ইতিপূর্বে অনেক ভাষাতে অনুবাদ হয়ে গেছে। প্রায় এক বছর পূর্বে বিশ্বখ্যাত ভারত উপমহাদেশের গৌরব পাকিস্তানের দুই মহামনীষী আল্লামা ইহসান ইলাহী জহীর ও আল্লামা ড. ফজলে ইলাহী জহীরের কনিষ্ট ভাই জনাব আবেদ ইলাহী জহীর আমার অফিসে আগমন করে বইটির গুরুত্ব বর্ণনা করতঃ অনুবাদের জন্য জোর তাগিদ করেন; কিন্তু নিজের অসুস্থতা ও ব্যস্ততার কারণে বইটির অনুবাদে অনেক দেরী হয়। তার পরেও বইটি শেষ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তারপর শুকরিয়া আদায় করি যিনি বহু উৎসাহ ও তাগিদ দিয়ে অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করিয়ে স্বীয় প্রকাশনা **"বায়তুস সালাম"** হতে প্রকাশ করেন। আল্লাহ তায়ালা বইটির লেখক, অনুবাদক ডিজাইনার ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহসহ প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীদেরকে এর উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। বইটি বহুবার প্রকাশ লাভ করে তাতে বিষয়ের ক্ষেত্রে কিছু সংজোযন ও বিয়োজন হয়। অধিক উপকারার্থে একাধিক এডিশনের সমন্বয়ে বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে, যার ফলে কোন নির্ধারিত এডিশনের সাথে সামঞ্জস্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বইটিতে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই পাঠক মহলের নিকট অনুরোধ যদি বইটিতে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তবে জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান
রিয়াদ, সৌদি আরব
৩রা জুলহিজ্জা ১৪২৮ হিঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد.

যাদু কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অনেকের মতে যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যাদুর শুরু হতে শেষ সম্পূর্ণই অপবিত্র ও শিরক বিজড়িত। আর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "শিরক নিশ্চয়ই বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান)

যাদুতে রয়েছে যাদুকরের জন্য বহু ধরণের ক্ষতিঃ

১। ঈমান চলে যায়।

২। নিরাপরাধ মানুষকে কষ্ট দেয়ার গুনাহ। হাদীসে এসেছেঃ "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার হাত, পা ও মুখের অনিষ্ট হতে অন্য মু'মিন নিরাপদ না হয়।" (বুখারী)

৩। কুরআনের আয়াত উল্টা লিখা ও নাপাক বস্তু দ্বারা লিখার গুনাহ।

৪। দু'মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়ে দেয়ার গুনাহ।

৫। হারাম রুজী কামানোর গুনাহ। হাদীসে বর্ণিত যে ব্যক্তি এক লোকমা হারাম খায় তার ৪০ দিন ইবাদত কবুল হয় না। আর এমতাবস্থায় তাওবা না করে মারা গেলে সে সরাসরি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৬। মহা শিরকের গুনাহ।

বর্তমান যুগে যেখানে অগণিত রোগ-ব্যধি ও পাপ ব্যাপকতা লাভ করেছে অনুরূপ যাদুও অনেক ব্যাপকতা লাভ করছে। আপনি কোথাও সফর করলে সফরকালে বিভিন্ন স্থানে যাদুর বহু দোকান ও সাইন বোর্ড দৃষ্টিগোচর হবে। যাদুর পর্দার আড়ালে সংঘটিত হয় বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও নগ্নতা।

যাদুকররা বিভিন্ন ভাবে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। কেউ ঝাড়-ফুঁক করে, কেউ ভবিষ্যতের অবস্থার খবর দেয়, কেউ হস্তরেখা দেখে ভাগ্যের অবস্থা জানায়। কেউবা কবুতর উড়িয়ে সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ নির্ণয় করে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষির নিকট গেল এবং তার নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল তবে ৪০ রাত পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না।" (সহীহ মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে ব্যক্তি কুলক্ষণ নির্ণয় করে বা যার জন্য তা নির্ণয় করা হয়, অথবা গায়েবের খবর দেয় বা যার জন্য তা দেয়া হয় অথবা যে যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়। আর যে ব্যক্তি গণকের নিকট গেল ও সে যা বলল তা মেনে নিল, তবে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।" (বাযযার সঠিক সূত্র)

কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়, সে যাদুকরের নির্দেশমত চিকিৎসার অনুসরণ করবে। কেননা এসব গণকের কারসাজী ও প্রতারণা। যে ব্যক্তি তাদের সে বস্তুগুলির উপর সন্তুষ্ট হবে সে অবশ্যই কুফর ও গোমরাহীর সহায়ক সাব্যস্ত হবে।

সম্মানিত শাইখ ওয়াহীদ আব্দুস সালাম বালী (হাফেজাহুল্লাহ)-এর "الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار" বইটিতে তিনি যাদুর পরিচয় হতে শুরু করে যাদুর চিকিৎসা বিস্তারিতভাবে অনুরূপ যাদু নষ্টের উপায়গুলি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাঁকে এই পরিশ্রমের ইহকাল ও পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

বইটির সুন্দর সাবলিল ও সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেন মুহাম্মাদ আব্দুর আফফান আল্লাহ তাঁকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। এছাড়াও যারা বিভিন্নভাবে বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। এই অসাধারণ বইটির প্রকাশনার গৌরব বায়তুস সালাম অর্জন করে। যার ফলে আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আল্লাহ আমাদের উত্তম কাজগুলি কবূল করুন। আমীন!

আপনাদের দ্বীনি ভাই
হাফেজ আবেদ ইলাহী
ডাইরেক্টর
বায়তুস সালাম
রিয়াদ, সৌদি আরব

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের দশম প্রকাশের ভূমিকা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর যুগে যুগে হক্কানী উলামায়ে কিরাম, গবেষক, ইমাম, হুকুম-আহকামের সুসংরক্ষক ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, সুন্নাতের পতাকাধারী মুহাদ্দিসগণ, হিদায়েতের পথ নির্দেশক দায়ী'গণ তাঁরা প্রত্যেকেই এই দ্বীনের পতাকা বহনকারী ও নবীদের মহা উত্তরসূরী।

আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই। তাঁর সমস্ত কর্তৃত্ব ও তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

হে আল্লাহ! তোমার নবীর প্রতি যেমন ঈমান এনেছি; কিন্তু তাঁকে দেখিনি। তবে তুমি জান্নাতে তাঁর দর্শন থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ! যেমনভাবে তাকে অনুসরণ করেছি তার বিনিময়ে তাঁর হাউসে কাউসারের পানি তুমি পান করার তাওফীক দান কর যা পান করলে তারপর আর পিপাসিত হবো না।

হে আল্লাহ! আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু তোমার জন্য খালেস করে দাও। এর মধ্যে কারো কোন অংশ (তোমার সাথে অংশীদার হিসেবে) রেখ না। এর দ্বারা আমাকে তুমি ঐদিনে উপকৃত কর, যে দিন আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তর ওয়ালা ব্যতীত কারো জন্য তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না।

যখন আমার কিতাব وقاية من الجن والشيطان (জ্বিন ও শয়তানের থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা) নামক কিতাবটি প্রকাশিত হল যার পরিসমাপ্তিতে এই কিতাবটির প্রকাশনার জন্যে অঙ্গীকার করেছি, তখন থেকে মুসলিম বিশ্ব থেকে যাদু সম্পর্কীয় এই কিতাবটি বের করার জন্যে অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিল আমি তখন ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যাপনায় রত ছিলাম।

অতঃপর লোকজনের এই কিতাবের প্রতি বেশি আকর্ষণ থাকায় আমি খুব সংক্ষেপে গ্রন্থটি রচনা করলাম। কিতাবটি প্রকাশনার পর ত্রিশ হাজার কপি শেষ হয়ে যায় প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই। তাতে ভাবলাম আমি আমার কিছু দায়িত্ব পালন করেছি। এরপর সৌদি আরবসহ মিসর, সুদান, উপসাগরীয় দেশসমূহ সিরিয়া, লিবিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া, মরক্কো এবং অন্যান্য দেশ থেকে বহু পত্র আসতে থাকে। যাতে তারা আমাকে সুসংবাদও দিয়েছেন যে, তারা কিতাবে উল্লেখিত শরীয়তসম্মত পন্থায় চিকিৎসা করে আল্লাহর মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ

অনেক পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কিতাবের বিষয়াবলী দ্বারা যাদুর প্রকৃতরূপ বুঝা যায়। এমনকি সেই সব লোক যারা যাদু টোনা দিয়ে চিকিৎসা করে দাবী করে যে, তারা কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা করে তাদের গোপন তথ্য বের হয়ে আসে। যখন লোকজন এই কিতাবে উল্লেখিত বিষয় "যাদুকরকে চিনার মাধ্যমসমূহ" পড়ে তখন তারা প্রথম মুহূর্তেই তাকে চিনতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণঃ

১। মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার উপদেশ, যারা চিকিৎসা করেন, তাঁরা যেন শরীয়তসম্মত চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। এর পরিধীর বাইরে গিয়ে যেন হারামে পতিত না হন।

২। আমি শুনেছি যে, এ বিষয়ের অনেক কবিরাজ ও চিকিৎসক মহিলাদের চিকিৎসার ব্যাপারে শিথিলতা করে থাকেন, যেমনঃ মহিলাকে তার নিকট বেপর্দায় আসার অনুমতি দেয়া, মহিলার বিনা মাহরাম বা নিজস্ব পুরুষের অবর্তমানে চিকিৎসা করা। অতএব চিকিৎসকদের উচিত তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে, নিজেকে রক্ষা করে তার স্রষ্টাকে স্মরণ রাখে।

৩। শুনেছি কোন কোন চিকিৎসক এ চিকিৎসায় নির্ধারিত বিনিময়ের শর্তারোপ করে থাকে ও দলীল হিসেবে আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস পেশ করে থাকে, যে হাদীসটি বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনায় আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আশ্রয়স্থলের লোকেরা যে ব্যবহার করেছে তার প্রতিশোধ স্বরূপ তাদের প্রতি চিকিৎসার বিনিময় নির্ধারণ করেন, তবুও তা আরোগ্য লাভের শর্তে। আর তারা তা প্রদান করে একেবারে পুরোপুরি আরোগ্য লাভের পর। (দেখুনঃ বুখারী- ২২৭৬)

৪। রুগীরা যেন বড় বেশধারী হুজুর, পীর বা চিকিৎসকের আকার আকৃতি দেখে ধোকায় না পড়ে; বরং সে আল্লাহভীরু কুরআনের চিকিৎসক তালাশ করে।

৫। মহিলা রুগীর নিজস্ব পুরুষদের উচিত তারা যেন চিকিৎসকের নিকট মহিলাকে একাকি না ছেড়ে দেয় যদিও তাদের নিকট চিকিৎসাকে সবচেয়ে বড় আল্লাহ ভক্ত মনে হয়। কেননা তা হারাম নাজায়েয। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর নারীর সাথে নির্জনতা ও একাকিত্বকে নিষেধ করেছেন।

পরিশেষে নিবেদন করি যে, আমাদের লক্ষ্য হলো হক প্রকাশ করা ও তা বর্ণনা করা, আকাঙ্ক্ষা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, আমাদের তরীকা বা পন্থা হলো, সাহাবা ও তাবেয়ীদের বুঝার আলোকে কুরআন ও হাদীসের তরীকা। সুতরাং যে ব্যক্তি এ গ্রন্থে যা বর্ণনা ও দাবী করলাম তার বিপরীত পাবে তার জন্য জরুরী হলো আমাদেরকে উপদেশ দেয়া। আল্লাহ সে বান্দার সাহায্যে আছে যে বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে আছে। হে আল্লাহ আমাদের পথ ভ্রষ্টতা, ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা কর, সৎ আমলের তাওফীক দাও, শান্তির পথ প্রদর্শন কর, মুহাম্মাদ এবং তার বংশধর, সাহাবা ও তাবেয়ীদের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ কর।

লেখক

ওয়াহীদ

প্রথম অধ্যায়

যাদুর পরিচয়

যাদুর আভিধানিক অর্থঃ

লাইছ বলেনঃ যাদু হল এমন কর্ম যার মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে তার সাহায্য নেয়া হয়।

আজহারী বলেনঃ মূলতঃ যাদু হল বস্তুর বাস্তবতাকে অবাস্তবে পরিণত করা-------- ।

ইবনে ফারেস বলেনঃ অসত্যকে সত্য বলে দেখানোকেই যাদু বলা হয়------------- ।

শরীয়তের পরিভাষায় যাদুর সংজ্ঞাঃ

ফখরুদ্দীন আর-রাযী বলেনঃ শরীয়তের পরিভাষায় যাদু প্রত্যেক এমন নির্ধারিত বিষয়কে বলা হয় যার কারণ গোপন রাখা হয় এবং এর বাস্তবতার বিপরীত কিছু প্রদর্শন করা হয়। আর তা ধোকা ও মিথ্যার আশ্রয়ভুক্ত। (আল মিসবাহুল মুনীরঃ ২৬৮)

ইবনে কুদামা বলেনঃ যাদু হল এক গিরা-বন্ধন, মন্ত্র ও এমন কথা যা যাদুকর পড়ে অথবা লিখে অথবা এমন কোন কাজ করে যার মাধ্যমে যাদুকৃত ব্যক্তির শরীর, মন ও মস্তিষ্কের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। আর তার বাস্তবক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা মানুষকে হত্যা করা হয়, অসুস্থ করা হয়, স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটানো হয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি বা পরস্পরের মধ্যে প্রেম লাগিয়ে দেয়া হয়। (আল-মুগনীঃ ১০/১০৪)

অতএব যাদুর প্রকৃতি হলোঃ

শয়তান ও যাদুকরের মাঝে এমন এক চুক্তি হয় যে, যাদুকর কতিপয় হারাম বা শিরকী কর্মে লিপ্ত হবে বিনিময়ে শয়তান তাকে সহযোগিতা করবে ও তার অনুসরণ করবে।

শয়তানের নিকটতম হওয়ার জন্য যাদুকরদের কতিপয় উপায়ঃ

যাদুকরদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআন মজীদ পায়ের নিচে দলিত করে পায়খানায় নিয়ে যায়, কেউ ময়লা বা জঘন্য জিনিস দ্বারা কুরআনের আয়াত লিখে থাকে, কেউ আয়াতকে উভয় পায়ের নিচে লিখে, কেউ সূরা ফাতেহাকে উল্টাভাবে লিখে, কেউ নিজের বসার স্থানের নিচে রাখে, তাদের কেউ বিনা ওযূতে নামায আদায় করে, কেউ সর্বদা নাপাক থাকে, তাদের কেউ আল্লাহর নাম না নিয়ে শয়তানের উদ্দেশ্যে যবাই করে যবাইকৃত পশুটি শয়তান নির্ধারিত স্থানে অর্পণ করে, কেউ তারকাকে সম্বোধন করে ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উদ্দেশ্যে সিজদা করে। কেউ কেউ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য মা বা মেয়ের সাথে যিনা করে এবং কেউ কেউ আরবী নয় এরূপ অস্পষ্ট কুফরী কালামের চিত্র বা নক্সা লিখে দেয়।

এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে জিন, শয়তান যাদুকরকে চুক্তি বা বিনিময় ব্যতীত কোন সাহায্য করে না বা তার কোন সেবা করে না। যাদুকর যত বড় কুফরীতে লিপ্ত হতে পারবে শয়তান তার ততবেশি অনুগত হবে ও তার ততদ্রুত কাজ সম্পাদন করে দিবে।

পক্ষান্তরে যাদুকর যদি শয়তানের পছন্দমত কুফরী কাজে ত্রুটি বা উদাসীনতা করে তবে সে তার খেদমত হতে বিরত হয় ও তার অবাধ্য হয়ে যায়, সে আর তার অনুগত থাকে না। মূলতঃ শয়তান ও যাদুকর পস্পরের সহযোগী উভয়ে আল্লাহর অবাধ্যতায় মিলিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাদু

জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণঃ জ্বিন ও যাদুর মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে; বরং জ্বিন ও শয়তানই হল মূলতঃ যাদুর প্রধান চালিকা শক্তি। কতিপয় লোক জ্বিনের অস্তিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং যাদুও অস্বীকার করেছে। তাই আমি এখানে এসবের অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করবঃ

প্রথমঃ কুরআন দ্বারা প্রমাণঃ

১। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾

(سورة الأحقاف: ٢٩)

অর্থ "স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। (সূরা আহকাফঃ ২৯)

২। আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ (سورة الأنعام: ١٣٠)

অর্থঃ "হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নবী রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতো এবং আজকের দিনের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করতো?" (সূরা আনআমঃ ১৩০)

৩। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (سورة الرحمن: ٣٣)

অর্থঃ "হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতিরেকে।" (সূরা রহমানঃ ৩৩)

৪। আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾

(سورة الجن: ١)

অর্থঃ "বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছেঃ আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" (সূরা জিনঃ ১)

৫। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

(سورة الجن: ٦)

অর্থঃ "আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তারা জ্বিনদের আত্ম গৌরব বাড়িয়ে দিতো।" (সূরা জিনঃ ৬)

৬। আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

(سورة المائدة: ٩١)

অর্থঃ "শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও নামায হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" (সূরা আল মায়েদাঃ ৯১)

৭। আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ (سورة النور: ٢١)

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।" (সূরা নূরঃ ২১)

কুরআনে এ সম্পর্কে অনেক প্রমাণাদি রয়েছে। আর একথা সকলেই জানে যে, কুরআনে কারীমে একটি সূরাই সূরায়ে জ্বিন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, জ্বিন একবচন শব্দটি কুরআনে কারীমে ২২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর الجان। "আল-জান" বহুবচন শব্দটি সাতবার এবং الشيطان শব্দটি ৬৮ বার আর (الشياطين) বহুবচন শব্দটি সতের বার বর্ণিত হয়েছে। মূলকথা জ্বিন ও শয়তান সম্পর্কে কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হাদীস দ্বারা প্রমাণঃ

১। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ এক রাতে আমরা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হারিয়ে ফেললাম। এ ব্যাপারে আমরা উপত্যকায় এবং বিভিন্ন গোত্রে খোঁজতে লাগলাম; কিন্তু না পেয়ে আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উধাও বা অপহরণ করা হয়েছে। এরপর সেই রাত খুব খারাপ রাত হিসেবে কাটালাম। যখন সকাল হল হঠাৎ দেখি হেরা গুহার দিক থেকে আসছেন। আমরা বললামঃ হে আল্লাহ রাসূল! আপনাকে আমরা না পেয়ে অনেক খোজা-খুজি করেছি তবুও আপনাকে পাইনি? এরপর রাতটি খুব খারাপ কাটিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ "জ্বিনের এক আহ্বায়ক আমার কাছে আসে এরপর আমি তার সাথে চলে গেলাম এবং তাদেরকে আমি কুরআনে কারীম পড়ে শুনিয়েছি।"

বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে চললেন সেই স্থানে এবং সেখানে আমাদেরকে তিনি জ্বিন সম্প্রদায়ের

নিদর্শনসমূহ ও তাদের আগুন জ্বালানোর চিহ্নসমূহ দেখালেন। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেন তাদের খাদ্য সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বলেনঃ তোমাদের জন্য প্রত্যেক সেই হাড় যার উপর (যবাই করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, তোমাদের হাতের কাছে থাকে যাতে গোশত না হয় এবং তোমাদের পশুর গোবর তা তোমাদের জন্যে খাদ্য।

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ "সুতরাং তোমরা তা দিয়ে এস্তেঞ্জা করো না। নিশ্চয় তা হলো তোমাদের ভাই জ্বিনদের খাদ্য।" (মুসলিমঃ ৪/১৭০)

২। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ "আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি ছাগল এবং মরুভূমিকে পছন্দ কর। সুতরাং তুমি যখন ছাগলের সাথে মরুভূমিতে ঃথাকবে তখন তুমি নামাযের জন্য আযান দিবে তখন আযানের ধ্বনি খুব উঁচু করবে। কেননা নিশ্চয়ই মুয়াজ্জিনের ধ্বনি জ্বিন, মানুষ এবং অন্য যারাই শুনবে কিয়ামতের দিন তার জন্যে সাক্ষ্য দিবে।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ ১৬৮, বুখারীঃ ২/৩৪৩ ফাতহ, নাসায়ীঃ ২/১২ ও ইবনে মাজাহঃ ১২৩৯)

৩। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজ বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের এক দলের সাথে উকাজ বাজারের দিকে রওয়ানা হন। ইতিমধ্যে শয়তানদের ও আকাশের খবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাদের উপর তারকা অগ্নিশিখা বর্ষিত হয়। যার ফলে তারা স্বীয় জাতির নিকট ফিরে আসে। উপস্থিত শয়তানরা জিজ্ঞেস করেঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা উত্তর দেয়ঃ আমাদের ও আকাশের সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের প্রতি তারকা অগ্নিশিখা বর্ষণ করা হয়েছে। তারা শুনে বলেঃ তোমাদের ও আকাশ সংবাদের মাঝে স্বাভাবিক কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি; বরং বড় ধরণের কিছু ঘটে গেছে। সুতরাং তোমরা বিশ্বের পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ কি সে প্রতিবন্ধকতা যা তোমাদের ও আকাশ সংবাদের মাঝে ঘটে গেছে। অতএব তারা প্রস্থান করে তেহামা অভিমুখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে। এমতাবস্থায় তিনি উকাজ বাজার অভিমুখে যাত্রাকালে নাখলা উপত্যকায় সাহাবাদেরকে নিয়ে ফজর নামায

আদায় করছেন। যখন শয়তানরা (ফজরের) কুরআন তেলাওয়াত শুনল, তখন তাঁরা তা আরো মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করা শুরু করল। অতঃপর তারা বললঃ আল্লাহর শপথ এটিই আমাদের ও আকাশ সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং তারা তখন সেখান হতে স্বীয় জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলেঃ হে আমাদের জাতি আমরা নিশ্চয়ই এমন এক আশ্চর্য কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সরল পথের দিশারী। সুতরাং তার প্রতি আমরা ঈমান এনে ফেলেছি। আর আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করব না। এরপর আল্লাহ তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অবতীর্ণ করেনঃ

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾

(سورة الجن: ١)

অর্থঃ "বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছেঃ আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" (সূরা জিনঃ ১)

নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয় জ্বিনের কথা। (বুখারীঃ ২/২৫৩ ফাতহ সহ ও মুসলিমঃ ৪/১৬৮ নববীসহ শব্দগুলি বুখারীর)

৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "ফেরেশতা জাতি সৃষ্টি হয় নূর হতে, আর জিনকে সৃষ্টি করা হয় অগ্নিশিখা হতে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয় তাই দিয়ে যা তোমাদেরকে বর্ণনা দেয়অ হয়েছে।" (মুসনাদে আহমদঃ ৬/১৫৩, ১৬৮ ও মুসলিমঃ ১৮/১২৩ নববীসহ)

৫। সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মত চলাচল করে।" (বুখারীঃ ৪/২৮২ ফাতহ সহ, মুসলিমঃ ১৪/১৫৫ নববীসহ)

৬। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে সে যেন ডান হাতে খায় এবং যখন পান করে তখন যেন ডান হাতেই

পান করে। কেননা নিশ্চয়ই শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতেই পান করে।" (মুসলিমঃ ১৩/১৯১ নববীসহ)

৭। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ এমন কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে না যাকে শয়তান আঘাত করে না। সুতরাং শয়তানের আঘাতের ফলে সে সন্তান জন্মের সময় চীৎকার করে। তবে ঈসা ও তাঁর মাতা ব্যতীত।" (বুখারীঃ ৮/২১২ ফাতহসহ ও মুসলিমঃ ১৫/১২০ নববীসহ)

৮। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা দেয়া হল যে পূর্ণ রাত্রি সকাল পর্যন্ত ঘুমায়। তিনি বলেনঃ সে এমন ব্যক্তি যার উভয় কানে বা তার কানে শয়তান পেশাব করে ফেলে। (বুখারীঃ ৩/২৮ ফাতহসহ ও মুসলিমঃ ৬/৬৪ নববীসহ)

৯। আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ সৎ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে, আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কিছু দেখে যা তার অপছন্দ হয়, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোনির রাজীম বলে ফুঁক দেয়, তবে তাকে অবশ্যই তা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারীঃ ১২/২৮৩ ফাতহসহ ও মুসলিমঃ ১৫/১৬ নববীসহ)

১০। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ হাই তোলে, তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে। কেননা শয়তান তাতে প্রবেশ করে। (মুসলিমঃ ১৮/১২২ নববীসহ ও দারমীঃ ১/৩২১)

এই বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। সুতরাং এখান থেকে প্রমাণিত হল যে, জ্বিন এবং শয়তানের অস্তিত্ব বাস্তব সত্য। এর মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ

কুরআন দ্বারা প্রমাণঃ

১। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ﴾

(سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ “এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান কুফুরী করেননি কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিতো, এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না, যে পর্যন্ত তারা না বলতো যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করো না; অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই অংশ নেই এবং যার বিনিময়ে তারা যে আত্ম-বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যদি তারা তা জানতো!” (সূরা বাকারাঃ ১০২)

২। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ (سورة يونس: ٧٧)

অর্থঃ “মূসা বললেনঃ তোমরা কি এ হক সম্পর্কে এমন কথা বলছো, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌঁছলো? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো সফলকাম হয় না!” (সূরা ইউনুসঃ ৭৭)

৩। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

(سورة يونس: ٨١-٨٢)

অর্থঃ “অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেনঃ যাদু এটাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ সম্পন্ন হতে দেন না। আর আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী হক প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।” (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২)

৪। তিনি আরো বলেনঃ

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (سورة طه: ٦٧-٦٩)

অর্থঃ “মূসা (আলাইহিস সালাম) তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলো। আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমিই প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না।” (সূরা ত্বো-হাঃ ৬৭-৬৯)

৫। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

(سورة الأعراف: ١١٧-١٢٢)

অর্থঃ "তখন আমি মূসা-এর নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালামঃ তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আলাইহিস সালাম) তা নিক্ষেপ করলে ওটা একটা বিরাট সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলল। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল। 'যাদুকরগণ তখন সিজদায় পড়ে গেল। তারা পরিস্কার ভাষায় বললোঃ আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি অকপটে ঈমান আনলাম। (জিজ্ঞেস করা হলো– কোন বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? তারা উত্তরে বললো) মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।" (সূরা 'আরাফঃ ১১৭-১২২)

৬। মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (سورة الفلق: ١-٥)

অর্থঃ "বলঃ আমি আশ্রয় নিচ্ছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, অনিষ্ট হতে অন্ধকার রাত্রির যখন তা' আচ্ছন্ন হয় এবং গিরায় ফুঁকদান কারিণীর এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতেও যখন সে হিংসা করে।" (সূরা ফালাকঃ ১-৫)

ইমাম কুরতুবী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ "وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ" অর্থাৎ ঐ সমস্ত যাদুকারিনীর যারা সুতার গ্রন্থীতে ফুঁৎকার দেয় যখন তারা মন্ত্র পড়ে তাতে। (তাফসীর কুরতুবীঃ ২০/২৫৭)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ "وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ"এর তাফসীরে মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ ও জাহহাক বলেনঃ যাদুকারিনীদের। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ৪/৫৭৩)

ইবনে জারীর আততাবারী বলেনঃ অর্থাৎ ঐ সমস্ত যাদুকারিনীর অনিষ্ট হতে যারা সুতার গ্রন্থীতে ফুঁৎকার দেয় তখন তারা তার উপর মন্ত্র পড়ে। (তাফসীর আল-কাসেমীঃ ১০/৩০২)

কুরআনের অনেক আয়াতসমূহ যাদুর বর্ণনা এসেছে যা যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ

হাদীস দ্বারা প্রমাণঃ

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যুরাইক বংশের লাবীদ ইবনে আ'সাম নামে এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যাদু করে যার পরিণামে আল্লাহ রাসূলের কাছে মনে হয় যে, কোন কাজ করেছেন অথচ তিনি সেটি করেননি। অতঃপর একদিন অথবা এক রাতে তিনি আমার কাছে ছিলেন তিনি প্রার্থনার পর প্রার্থনা করলেন অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আয়েশা! তুমি কি জান যে, আল্লাহ তায়ালা আমার সেই বিষয় সমস্যার সমাধান করেছেন যে বিষয়ে আমি সমাধান চেয়েছিলাম? আমার কাছে দুই ব্যক্তি আসলেন তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে বসলেন। অতঃপর তাদের একজন অপর জনকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

লোকটির কিসের ব্যাথা?

দ্বিতীয়জন উত্তরে বললেনঃ লোকটিকে যাদু করা হয়েছে।

প্রথম ব্যক্তি বললেনঃ কে যাদু করেছে?

দ্বিতীয়জন বললেনঃ লাবীদ বিন আসাম।

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি দিয়ে যাদু করেছে?

দ্বিতীয়জন বললেনঃ চিরুনী, মাথা বা দাড়ির চুল ও পুরুষ খেজুর গাছের মোচার খোসা দ্বারা।

প্রথমজন বলেনঃ তা কোথায়?

দ্বিতীয়জন বলেনঃ জারওয়ান কূপে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত কূপে সাহাবাদের কতিপয়কে নিয়ে হাজির হন। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! কূপের পানি যেন মেহদী মিশ্রিত এবং কূপের পার্শ্বের খেজুর গাছের মাথাগুলি যেন শয়তানদের মাথা। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন আপনি তা বের করে ফেললেন না? তিনি বলেনঃ আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন, তাই আমি অপছন্দ করি যে

খারাপ বিষয়টি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিব। পরিশেষে উক্ত যাদুকে ঢেকে ফেলার আদেশ হয়। (বুখারীঃ ১০/২২২ ফাতহসহ ও মুসলিমঃ ১৪/১৭৪ নববীসহ)

হাদীসের ব্যাখ্যাঃ ইয়াহূদী জাতি (আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করুন) তাদের সর্বশেষ যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সামের সাথে একমত হয় যে, সে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি যাদু করবে আর তারা তাকে তিন দিনার প্রদান করবে। যার ফলে এই বদবখত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কতিপয় চুলের উপর যাদু করে। বলা হয়ে থাকে একজন ছোট বালিকা যার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে যাতায়াত ছিল তার মাধ্যমে সে উক্ত চুল অর্জন করে এবং সে চুলগুলিতে তাঁর জন্য যাদু করতঃ গিরা দেয় আর এ যাদু রেখে দেয় জারওয়ান নামক কূপে।

হাদীসের সকল বর্ণনা অনুপাতে বুঝা যায় যে, এ যাদু স্বামী-স্ত্রী কেন্দ্রিক যাদু ছিল, যার ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন ধারণা হতে যে, তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হবেন; কিন্তু যখন তার নিকটবর্তী হতেন তখন তা আর সম্ভব হতো না। এ যাদু তাঁর জ্ঞান, আচার-আচরণ বা তাঁর কার্যক্রমে কোন প্রভাব বিস্তার করেনি; বরং যা উল্লেখ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল ছিল।

এ যাদু কতদিন ক্রিয়াশীল ছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ৪০ দিন কেউ অন্যমত পোষণ করেন। (আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত)। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় রবের নিকট কাকুতি মিনতি করে দু'আ করতে থাকেন। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দু'আ কবুল করে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। একজন তাঁর শিয়রে বসেন, অন্যজন বসেন তাঁর পায়ের পার্শ্বে। অতঃপর একজন অপরজনকে বলেনঃ তাঁর কি হয়েছে? অপরজন উত্তর দেন তিনি যাদুগ্রস্ত। প্রথমজন বলেনঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বলেনঃ লাবীদ ইবনে আ'সাম ইয়াহূদী। অতঃপর তিনি (ফেরেশতা) বর্ণনা দিলেন যে, সে চিরনী ও নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতিপয় চুলে যাদু করে, তা পুরুষ খেজুর গাছের মোচার খোলে রাখে, যেন তা কঠিনভাবে ক্রিয়াশীল হয়। অতঃপর সে তা জারওয়ান নামক কূপে পাথরের নিচে পুঁতে দেয়। এরপর যখন উভয় ফেরেশতা দ্বারা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবস্থার রহস্যের

উদঘাটন হয়ে গেল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তা বের করে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।

হাদীসের সমস্ত বর্ণনার ভিত্তিতে ফুটে ওঠে যে, উক্ত ইয়াহূদী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক আকারের যাদুর আশ্রয় নিয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যা করা। আর সর্বজন বিদিত যে, হত্যা করারও যাদু হয়ে থাকে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাদের চক্রান্ত হতে রক্ষা করেন। যার ফলে তাকে সর্ব নিম্নস্তরের যাদুতে পরিণত করে দেন। আর এটিই হলো আল্লাহর হেফাযত।

একটি সংশয় ও তার নিরসন

মাযারী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ (বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত উল্লেখিত যাদুর) এই হাদীসটি বিদআতীরা এই বলে অস্বীকার করে থাকে যে, ঘটনাটি নবুয়ত ও রিসালাতের মর্যাদার অপলাপ ও পরিপন্থি। নবুয়তে সন্দেহ সৃষ্টিকারী। এ ধরণের ঘটনা সাব্যস্ত হওয়া শরীয়তের বিশ্বাস যোগ্যতার পরিপন্থী ইত্যাদি। মাযারী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ তারা যা বলে তা তাদের নিছক ভ্রান্তির বহিঃপ্রকাশ। কেননা রিসালাতের দলীল প্রমাণ হলো মু'জিযা। যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ হতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার ও তাঁর নিষ্কলুষতার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। আর দলীল প্রমাণবিহীন কোন কিছু দাবী বা সাব্যস্ত করা ভ্রান্ততা ছাড়া কিছু নয়। (যাদুল মুসলিমঃ ৪/২২১)

আবু জাকনী ইউসুফী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাদুর কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়া নবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। কেননা নবীদের অসুস্থ হওয়া পৃথিবীতে তাদের কোন অসম্পূর্ণতা নয়; বরং পরকালে তাদের মর্যাদাই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এমতাবস্থায় যাদুর রোগের কারণে তাঁর এমন ধারণা জন্ম হওয়া যে, তিনি ইহকালীন বিষয়ে কিছু করেছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তা করেননি; এরপর তো আল্লাহ তায়ালা যাদুর বিষয় ও স্থান সম্পর্কে তাঁকে জানানোর এবং তা নিজে বের করে ফেলার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভুত হয়ে যায়। সুতরাং এতে নবুওয়াতের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা আসতে পারে না, কেননা তা অন্যান্য রোগের মতই এক রোগ ছিল।

উক্ত যাদু ক্রিয়ায় তাঁর জ্ঞানে কোন প্রভাব পড়েনি; বরং তাঁর শরীরের বাহ্যিকভাবেই ছিল যেমনঃ দৃষ্টিতে কখনও ধারণা হতো, কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করার অথচ তা তিনি করেননি। আর এটা অসুস্থ অবস্থায় কোন দোষনীয় নয়।

তিনি আরো বলেনঃ আশ্চার্যজনক বিষয়, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাদুর কারণে রোগ হওয়াকে রিসালাতের অসম্পূর্ণতার দৃষ্টিতে দেখে, অথচ কুরআনে মূসা (আলাইহিস সালাম)ও ঘটনা ফিরআউনের যাদুকরদের ঘটনা স্পষ্ট বর্ণনায় আছে; তাতে রয়েছে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাদের যাদু ও লাঠির দৌড়া-দৌড়ি দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন ও নিজেকে তাদের সামনে তুচ্ছ মনে করেছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাঁকে দৃঢ় করেন। যেমন আল্লাহ তার প্রতিই ইঙ্গিত করে বলেনঃ

﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (سورة طه: ٦٨-٧٠)

অর্থঃ "আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমিই প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না। অতঃপর যাদুকররা সিজদাবনত হলো ও বললোঃ আমরা হারূন (আঃ) ও মূসার (আঃ) প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।" (সূরা ত্বো-হাঃ ৬৮-৭০)

এর ফলে কোন বিজ্ঞ ও পন্ডিত বলেননি যে, যাদুর লাঠির দৌড়া-দৌড়ির ফলে মূসার (আলাইহিস সালাম) ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া তার নবুওয়াত ও রিসালাতের পরিপন্থী। বরং এসব বিষয় নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ঈমান মজবূত ও বৃদ্ধি পায়। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে থাকেন এবং শত্রুদের কর্মকান্ডকে অকাট্য মু'জিযা দ্বারা নষ্ট করে দেন। যাদুকর কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং শেষ শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য সাব্যস্ত করেন। যেমনভাবে তা স্পষ্ট রয়েছে, তার স্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহে। (যাদুল মুসলিমঃ ৪/২২)

দ্বিতীয় হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে বেঁচে থাক। সাহাবাগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) যাদু করা (৩) হক পন্থা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল খাওয়া, (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা ও (৭) স্বতী-স্বাধবী, সরলা মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারীঃ ৫/৩৯৩ ফাতহ সহ ও মুসলিমঃ ২/৮৩)

সাব্যস্ত বিষয়ঃ হাদীসটি দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে যাদু হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেন এবং বর্ণনা করেন যে, এটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাদুর বাস্তবতা রয়েছে। এটি একটি উদ্ভট কিছু নয়।

তৃতীয় হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ জ্যোতিষী বিদ্যা শিক্ষা করল সে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা গ্রহণ করল, যে যত বেশি জ্যোতিষী বিদ্যায় অগ্রসর হলো সে যাদু বিদ্যায় যেন ততই অগ্রসর হলো। (আবু দাউদঃ ৩৯০৫, ইবনে মাজাহঃ ৩৭২৬)

সাব্যস্ত বিষয়ঃ হাদীসটি থেকে সাব্যস্ত হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা দেন যে জ্যোতিষী বিদ্যা একটি এমন বিদ্যা যা যাদু শিক্ষার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয়। যার কারণে তিনি তা হতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন। তাই এটি প্রমাণ বহন করে যে, নিশ্চয় যাদু একটি বাস্তব বিদ্যা যা শিক্ষা করা হয়ে থাকে। যা কুরআনের আয়াতেও প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো।" (সূরা বাকারাঃ ১০২)

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিশ্চয় যাদু একটি বিদ্যা, অন্যান্য বিদ্যার মতই। যার মূলনীতি রয়েছে যার ভিত্তিতে তা বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। আর আয়াত ও হাদীস এ যাদু শিক্ষারই বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ হাদীসঃ ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কুলক্ষণ নির্ণয় করল আর যার জন্য তা নির্ণয় করা হলো, যে গণকগিরি করল আর যার জন্য করা হলো এবং যে যাদু করল আর যার জন্য যাদু করা হলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে গণকের নিকট এলো অতঃপর সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে যা কিছু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি কুফরী করল।"

সাব্যস্ত বিষয়ঃ হাদীসটি থেকে সাব্যস্ত হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাদু থেকে ও যাদুকরের নিকট যাওয়া থেকে নিষেধ করেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কোন জিনিস থেকে নিষেধ করেননি যার কোন অস্তিত্ব নেই বা ভিত্তি নেই।

পঞ্চম হাদীসঃ আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "সর্বদা মদ পানকারী, যাদুতে বিশ্বাসী (অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, যাদুই সরাসরি প্রভাব ফেলে, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর বা ভাগ্য ও তার ইচ্ছার কারণে নয়।) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" এই হাদীসটিকে সহীহ ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, শায়খ আলবানী হাসান বলেছেন।

সাব্যস্ত বিষয়ঃ যাদু নিজেই প্রভাব ফেলে থাকে এমন বিশ্বাস করা হতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেন। মুমিনদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যাদু বা অন্য কিছুতে কোন ক্ষতি করতে পারেনা; বরং তা আল্লাহর ইচ্ছায় ও তা তাঁর লিখে রাখার কারণে হয়ে থাকে। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (١٠٢) سورة البقرة

অর্থাৎ "আর তারা তার দ্বারা কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত।" (তবে যাদু বা অন্য কিছু আল্লাহর লিখনীর ফলে কারণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে।) (সূরা বাকারাঃ ১০২)

ষষ্ঠ হাদীসঃ "যে ব্যক্তি জ্যোতিষী, যাদুকর বা গণকের নিকট আসল তারপর সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, তবে অবশ্যই সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কুফুরী করল।" (তারগীবঃ ৪/৫৩)

তৃতীয়তঃ যাদুর অস্তিত্ব সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি ও মতামতঃ

১। খাত্তাবী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ প্রকৃতিবাদীদের একদল যাদুকে অস্বীকার করে ও তার বাস্তবতাকে খন্ডন করে।

এর উত্তরঃ নিশ্চয় যাদু প্রমাণিত ও তার বাস্তবতা রয়েছে। আরব অনারব তথা পারস, ভারত উপমহাদেশীয় দেশসমূহ, রোমানও এরূপ অধিকাংশ জাতিই একমত যে, যাদু প্রমাণিত। অথচ এরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতির অন্তর্ভুক্ত।

আর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

অর্থঃ "তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয়।"

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা যাদু হতে আশ্রয় প্রার্থনার হুকুম দিয়ে বলেনঃ

﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾

অর্থঃ "গ্রন্থিতে ফুঁৎকার কারিনীদের অনিষ্ট হতে (আশ্রয় চাই)।

তিনি আরোও বলেনঃ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে আরো এমন অনেক খবর এসেছে, যা কেউ অস্বীকার করে না একমাত্র যারা বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তারা ব্যতীত। আর ইসলামী ফেকাহবিদগণও যাদুকরের কি শাস্তি সে ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন। আর যার ভিত্তি নেই তার এত চর্চা ও প্রসিদ্ধি হওয়ার কথা নয়। সুতরাং যাদুকে (অস্তিত্বকে) অস্বীকার করা একটি অজ্ঞতা ও যাদু অস্বীকার কারীদের প্রতিবাদ একটি অনার্থক বিষয়।" (শারহুস সুন্নাহঃ ১২/১৮৮)

২। ইমাম নববী বলেনঃ বিশুদ্ধ মত হলো, নিশ্চয় যাদুর বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। এটিই জমহুর উলামা ও সাধারণ উলামার মত। এ মত প্রমাণিত

হয় কুরআন ও প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা। (ফতহুল বারী হতে সংকলিতঃ ১০/২২২)

৩। আবুল ইযয হানাফী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুর বাস্তবতা ও প্রকারের ক্ষেত্রে অনেকেই মতভেদ করেন; কিন্তু অধিকাংশই বলেনঃ নিশ্চয়ই যাদুগ্রস্তের মৃত্যু ও তার অসুস্থতায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোন কিছুর প্রকাশ্য ক্রিয়া ব্যতীতই------। (শরহুল আকীদা আত্‌তাহাবিয়াঃ ৫০৫)

৪। ইবনে কুদামা (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুর প্রভাবে মানুষ শারিরীক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা ঘটে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিক্ষা নিত যার দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করত।" (ফতহুল মজিদ হতে সংকলিতঃ ৩১৪)

অতএব যাদু সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এর অস্তিত্ব অবশ্যই আছে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাদুকরের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কোন বস্তু থেকে নিষেধ করতে পারেন না যার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে যাদুর অস্তিত্ব আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

যাদুর প্রকারভেদ

ইমাম রাযীর (রাহেমাহুল্লাহ) নিকট যাদুর প্রকারভেদঃ

ইমাম রাযী (রাহেমাহুল্লাহ) যাদুকে সাত ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১। **তারকা পূজারীদের যাদুঃ** এরা সাতটি ঘূর্ণায়মান তারকার পূজা করত এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই তারকাসমূহ বিশ্বকে পরিচালনাকারী এবং এগুলোর নির্দেশেই মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল হয়ে থাকে। আর এগুলোর কাছে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে প্রেরণ করেছেন।

২। **ধারণাপ্রবণ ও কঠিন হৃদয় ওয়ালাদের যাদুঃ** কল্পনা ও ধারণা দ্বারা মানুষ খুবই প্রভাবিত; কেননা মানুষের স্থলে রশি অথবা বাঁশের উপর যত সহজে চলা সম্ভব তা গভীর সমুদ্রে অথবা বিপদজনক কিছুর উপরে বা ঝুলন্ত বাঁশের উপর চলা সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেনঃ যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একমত যে, নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়া রুগীর কোন লাল জিনিস দেখা উচিত নয়। এটি শুধু এজন্য যে মানুষের প্রকৃতিই হলো সীমাহীন ধারণাপ্রবন।

৩। **জ্বিনের সহায়তায় যাদুঃ** জিন দু'প্রকারঃ (১) মুমিন ও (২) কাফির। কাফের জিনদেরকেই শয়তান বলা হয়। ইমাম রাযী বলেনঃ যাদুকররা শয়তানদের মাধ্যমে যাদুক্রিয়াপৌঁছিয়ে থাকে।

৪। **ভেল্কিবাজী ও নজর বন্দীঃ** এটি এমন কলাকৌশল যার ফলে মানুষের দৃষ্টি ও মনযোগ সবদিক হতে আকর্ষণ করে কোন নির্ধারিত ক্ষেত্রে গন্ডিভূত করে তাকে আহমক বানিয়ে দেয়।

৫। **চমৎপ্রদ কর্ম প্রদর্শনমূলকঃ** এটি কোন যন্ত্র সেট করে দেখানো হয়। যেমনঃ কোন অশ্বারোহীর নিকট একটি শিঙ্গা রয়েছে যা মাঝে মাঝে এমনি এমনি বেজে ওঠে বা যেমন এ্যালারম ঘড়ি নির্দিষ্ট সময়ে বেজে ওঠে। এমনটি কেউ অন্যভাবে সাজিয়ে যাদু প্রকাশ করে। তিনি বলেনঃ এটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বিষয়, যাদু নয়, যে এর বিদ্যা অর্জন করবে সে তা করতে সক্ষম।

৬। **কোন বিশেষ দ্রব্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করেঃ** যেমন খাদ্যতে বা তৈলে মিশিয়ে। তিনি বলেনঃ জেনে রাখুন বিশেষ দ্রব্যের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমনঃ ম্যাগনেট।

৭। **যাদুকর মানুষের অন্তরের বিশ্বাসকে জয় করে যাদু করে থাকেঃ** যেমন সে দাবী করল যে, সে ইসমে আজম জানে এবং জ্বিন তার অনুগত তার এই সব কথার দ্বারা যখন কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা হয় এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে না পারে। তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তখন সে তার বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলে সে মুহূর্তে যাদুকরের দ্বারা সম্ভব যা চায় তাই করতে পারে।

* একজনের কথা অন্যজনের নিকটে গোপন, সূক্ষ ও আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে লাগান যা মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচারিত। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ১/১৪৮)

ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ ইমাম রাযী উল্লেখিত অনেক প্রকারই যাদু বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা সবগুলির মধ্যেই সূক্ষতা পাওয়া যায়। আর যাদুর আভিধানিক অর্থ হলো যার কারণ অতি সূক্ষ ও গোপনীয়।" (ইবনে কাসীরঃ ১/১৪৭)

ইমাম রাগেব (রাহেমাহুল্লাহ)-এর নিকট যাদুর প্রকারঃ

ইমাম রাগেব (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুর ব্যবহার বিভিন্ন অর্থে হয়ে থাকেঃ

১। প্রত্যেক ঐ জিনিস যা অতি সূক্ষ ও গোপনীয় হয়ে থাকে। তাইতো বলা হয় "سحرت الصبي" অর্থাৎ আমি বাচ্চাটিকে প্রতারিত করেছি ও আকৃষ্ট করেছি। অতএব যেই কোন কিছুকে আকৃষ্ট করতে পারে সেই তাকে যেন যাদু করল। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো কবিদের কবিতা, অন্তর কেড়ে নেয়ার জন্য। অনুরূপ আল্লাহর বাণীঃ

﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ (سورة الحجر: ١٥)

অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি (সূরা হিজরঃ ১৫)

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো হাদীসে বর্ণিতঃ "إن من البيان لسحرًا" নিশ্চয় কিছু বক্তব্য রয়েছে যাদুময়ী।

২। যা প্রতারণার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যার কোন বাস্তবতা নেই, যেমনঃ ভেল্কিবাজদের কর্ম-কান্ড, হাতের প্যাঁচের সূক্ষতার মাধ্যমে মানুষকে নজর বন্দী করে ফেলে।

৩। শয়তানের সাহায্যে তার নৈকট্য গ্রহণ করতঃ যা কিছু অর্জন হয় এর প্রতিই আল্লাহর বাণীর ইঙ্গিতঃ

﴿وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিতো।" (সূরা বাকারাঃ ১০২)

৪। তারকা পূজার মাধ্যমে জ্যোতিষীদের যাদু। (ফাতহুল বারী হতে গৃহীতঃ ১০/২২২ ও রাগেব ইস্পাহানীর আল-মুফরাদাত এ-ر-ح-س দ্রষ্টব্য)

যাদুর প্রকারভেদ কেন্দ্রিক একটি প্রতিপাদন

ইমাম রাযী, রাগেব ও অন্যান্য মনীষীদের যাদুবিদ্যার প্রকারভেদ সম্পর্কে গবেষণা ও প্রতিপাদনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা যাদুর মধ্যে এমন কিছুও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কারণ হলো তাঁরা তা যাদুর শাব্দিক/আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে করেছেন। অর্থাৎ যার কারণ সূক্ষ ও গোপনীয়। এ থেকে তারা আশ্চর্যজনক সৃষ্টি বা কিছু হাতের মার-প্যাচে করা হয়ে থাকে বা মানুষের মাঝে একে অপরের গোপনে যা লাগিয়ে থাকে এ ধরণের অনেক কিছুকে যাদুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে যার কারণ সূক্ষ, অস্পষ্ট ও গোপনীয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়; বরং আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য কেন্দ্রিকভূত হবে প্রকৃত যাদুর মধ্যে, যে যাদুর ক্ষেত্রে যাদুকর সাধারণত ভরসা ও নির্ভর করে থাকে জ্বিন, শয়তানের উপর।

আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হলো, যা ইমাম রাযী ও রাগেব বর্ণনা করেছেন যার নাম দেয়া হয় তারকার আধ্যাত্মিকতা বা কীর্তি; কিন্তু এক্ষেত্রেও বাস্তব কথা হলো, তারকা আল্লাহর এক সৃষ্টি, তাঁর হুকুমের অধীন অতএব তারকার কোন সৃষ্টির উপর আধ্যাত্মিকতা বা নিজস্ব কোন প্রভাব নেই।

কেউ যদি বলেঃ আমরা তো প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, কতিপয় যাদুকর যারা তাদের ধারণা মতে তারকার জন্য কিছু নাম উচ্চারণ করে তন্ত্রমন্ত্র পড়ে বা তার দিকে ইশারা-ইঙ্গিত করে ও সম্বোধন করে। যার ফলে দর্শকের সামনে যাদুক্রিয়াও বাস্তবরূপ নেয়?

তার উত্তরঃ যদি ব্যাপারটি এমনই হয় তবে এটি প্রকৃতপক্ষে তারকার প্রভাবে নয়; বরং তা শয়তানের প্রভাবে যাদুকরকে পথভ্রষ্ট করা ও ফিতনায় পতিত করার জন্যই হয়ে থাকে। যেমন বর্ণিত আছে যে, যখন তারা পাথরের মূর্তিকে সম্বোধন করত, তখন শয়তান সে মূর্তির ভেতর থেকে স্বশব্দে উত্তর দিত। আর তারা মনে করে যে, তা তাদের মা'বূদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করার বহুপন্থা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মানুষ ও জ্বিন শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন। আমীন।

চতুর্থ অধ্যায়

যাদুকরের জ্বিন হাজির করার পদ্ধতি

যাদুকর ও শয়তানের মধ্যে চুক্তিঃ

সাধারণত যাদুকর এবং শয়তান এই কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হয় যে, যাদুকর কতক শিরকভুক্ত কাজ করবে অথবা প্রকাশ্য কুফুরি কাজ করবে। এর পরিবর্তে শয়তান যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত হবে বা অন্য কাউকে তার অধীন করে দিবে যে তার সেবা করবে। আর চুক্তিটি হয়ে থাকে সাধারণত যাদুকর এবং জ্বিন শয়তানের গোত্র প্রধানের সাথে। সুতরাং শয়তানদের নেতা সবচেয়ে বোকা জ্বিনকে যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত করে থাকে। আর সেই জ্বিন অথবা শয়তান গোপনীয় তথ্য যাদুকরকে প্রদান করে, দুজনের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি বা উভয়ের মাঝে মুহাব্বাত সৃষ্টি করিয়ে দিয়ে থাকে বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। অনুরূপ আরো অনেক কিছু সম্পাদন করিয়ে থাকে যা বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এভাবে যাদুকর জ্বিন ও শয়তানকে তার অধীনে নিয়ে খারাপ কাজ করে থাকে। অতঃপর যদি জ্বিন কখনও আনুগত্য না করে তবে যাদুকর তাবিজের মাধ্যমে সে নেতা জিনের নৈকট্য লাভ করে এবং তার গুণ কীর্তন ও তার নিকট ফরিয়াদ করে তার (গোত্রের প্রধান জ্বিনের) কাছে অভিযোগ করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করে তার কাছেই সাহায্য চায়। অতঃপর সেই জ্বিন সরদার সেই সাধারণ জ্বিনকে শাস্তি প্রদান করে এবং যাদুকরের আনুগত্যে বাধ্য করে।

এভাবে যাদুকর আর তার অনুগত জ্বিনের মাঝে বৈরী সম্পর্ক এবং শত্রুতা ও সৃষ্টি হয়, আর এই জ্বিন যাদুকরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না এমনকি তার সন্তান ও ধন-সম্পদে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং যাদুকরকেও অনেক কষ্ট দিয়ে থাকে। যেমনঃ স্থায়ীভাবে মাথা ব্যথা, ঘুম না আসা, রাতে ভয় পাওয়া ইত্যাদি। আর যাদুকরের সাধারণত সন্তানও জন্ম লাভ করে না। কেননা জ্বিন মাতৃগর্ভে শিশুকে মেরে ফেলে। আর এই বিষয় যাদুকরদের নিকট প্রসিদ্ধ। এমনকি যাদুকর সন্তানের আশায় যাদু করা থেকে বিরত থাকে। এক্ষেত্রে আমার একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করছিঃ

আমি এক যাদুতে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করছিলাম। যখন আমি তার উপর কুরআন পড়ছিলাম তখন যাদুর হুকুমপ্রাপ্ত জ্বিন সেই মহিলা রোগীর মুখের দ্বারা বলতে লাগল আমি এই মহিলার ভিতর থেকে বের হব না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন? তখন সে বলল যাদুকর আমাকে মেরে ফেলবে। আমি বললাম তুই এমন স্থানে চলে যা যেখানে যাদুকর পৌঁছতে পারবে না। উত্তরে জ্বিনটি বললঃ যাদুকর আমাকে খোজার জন্যে অন্য জ্বিন প্রেরণ করবে। তখন আমি বললাম তুই সত্য ও নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে ইসলাম কবূল করলে ইনশাআল্লাহ আমি তোমাকে কুরআনের কিছু আয়াত শিখিয়ে দিব যা তোমাকে কাফের জ্বিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। তখন সে বললঃ "আমি মুসলমান কখনও হব না; বরং আমি সব সময় খ্রিস্টান থাকব। আমি বললামঃ ধর্মগ্রহণে কোন বাধ্য করা নেই; কিন্তু তুই এখন এই মহিলা থেকে বের হয়ে যা। সে বলল কখনও না। আমি বললাম এখন আমি তোর উপর কুরআন পড়ব যে পর্যন্ত তুই জ্বলে না যাবি। এরপর আমি ওকে অনেক মারলাম। যার ফলে সে কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, যাচ্ছি এখুনি যাচ্ছি।

অবশেষে আল-হামদুলিল্লাহ সেই জ্বিন মহিলা থেকে বের হয়ে চলে গেল। আল্লাহ সব কিছু থেকে পবিত্র ও মহান এটা সত্য যে, যাদুকর যত বেশি কুফরী করবে জ্বিন তার আনুগত্য ততবেশি করবে। আর তা না হলে আনুগত্য করে না।

যাদুকর কিভাবে জিন হাজির করে?

জিন হাজির করার অনেক প্রকার রয়েছে। আর প্রত্যেক প্রকারেই স্পষ্ট শিরক বা কুফরী জড়িত রয়েছে। সেগুলির কতিপয় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে আটটি পন্থা ও প্রত্যেক পন্থায় শিরকের কি ধরণ কিছু সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হবে। পরিপূর্ণ বর্ণনা দেয়া হবে না। যাতে কেউ তা শিখে ব্যবহার না করতে পারে। যার কারণে তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিলুপ্ত করে উল্লেখ করা হবে। আর এগুলি এজন্যেই বর্ণনা হলো, কেননা কোন কোন মুসলমান কুরআনী চিকিৎসা ও যাদুর সাহায্যে চিকিৎসার পার্থক্য করতে পারে না। অথচ প্রথমটি হলো ঈমানী চিকিৎসা আর দ্বিতীয়টি হলো শয়তানী চিকিৎসা।

আর বিষয়টি আরো জটিল হয়ে যায় যখন চতুর যাদুকর স্বীয় কুফরী যাদু মন্ত্রকে চুপে চুপে পড়ে; আর যখন এর মাঝে কোন আয়াত হয় তখন তা রুগীকে স্বজোরে পড়ে শুনায় যাতে সে মনে করে তাকে কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করা হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। এজন্যে রুগী যাদুকরের প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করে মানা শুরু করে। সুতরাং এখানে এই পন্থাগুলো বর্ণনার এটিই উদ্দেশ্য যাতে মুসলমানগণ ভ্রষ্টতা হতে রক্ষা পায় এবং উক্ত ভন্ড অপরাধীদেরকে চিনতে পারে।

যাদুকরের জিন হাজির করার পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতিঃ শপথ করাঃ

যাদুকর একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে আগুন জ্বালায়। আগুনে তার উদ্দেশ্য মত এক ধরণের ধূপ দেয়। সে যদি পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি বা শত্রুতা-হিংসা বা এমন কিছু ইচ্ছা পোষণ করে তবে আগুনে সে দূর্গন্ধযুক্ত ধূপ নিক্ষেপ করে। আর যদি পরস্পর মুহাব্বত সৃষ্টি বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে আকৃষ্ট করা বা অন্য যাদু নষ্ট করার ইচ্ছা হয় তবে সে আগুনে সুগন্ধযুক্ত ধূপ মিশ্রণ করে। তারপর যাদুকর নির্ধারিত শিরকী মন্ত্র পড়তে থাকে। যাতে সে জ্বিনদের সরদারের দোহায় বা শপথ দেয়, তার মহত্ত্বের দোহায় দিয়ে চায়; এমন কি তার মন্ত্রে আরো বিভিন্ন ধরণের শিরক অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমনঃ বড় জিনের সম্মান ও বড়ত্বের বর্ণনা, তার নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি।

শর্ত হলো এমতাবস্থায় যাদুকরকে নাপাক থাকতে হবে বা নাপাক কাপড় পরে থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার কুফরী মন্ত্র পাঠ শেষ হওয়া মাত্রই কুকুর বা অজগর বা অন্য কোন আকৃতিতে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর যাদুকর যা তার ইচ্ছা তাকে নির্দেশ করে। আবার কখনও তার সামনে কোন কিছুই প্রকাশ পায় না। তবে সে তার একটি শব্দ শুনে। আবার কখনও কোন কিছুই শুনে না, তবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন চিহ্নতে যাদুর গিরা লাগায়। যেমনঃ তার চুলে বা তার কাপড়ের টুকরাই যাতে তার গায়ের গন্ধ থাকে ইত্যাদি। এরপর সে যা ইচ্ছা সে অনুযায়ী জিনকে হুকুম করে।

উক্ত পদ্ধতি হতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ফুটে ওঠেঃ

১। জিন অন্ধকার কক্ষ পছন্দ করে।

২। জিন ধূপের গন্ধ গ্রহণ করে, যাতে আল্লাহর নাম না নেয়া হয়।

৩। এ পদ্ধতিতে স্পষ্ট শিরক হলো, জিনের দোহায় বা শপথ ও তাদের নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা করা।

৪। জিন নাপাকী পছন্দ করে এবং শয়তান নাপাকের নিকটতম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ যবাই করা

যাদুকর একটি পাখি বা জন্তু বা মুরগি বা কবুতর বা অন্য কিছু জিনের আবদার অনুযায়ী হাজির করে। সাধারণত যা কাল রঙের হয়ে থাকে। কেননা জিন কাল রং পছন্দ করে। তারপর আল্লাহর নাম না নিয়ে তা যবাই করে। অতঃপর কখনও সে রক্ত রুগীকে মাখায়। কখনও এরূপ না করে পরিত্যাক্ত গৃহে বা কূপে বা মরুভূমিতে নিক্ষেপ করে। যেগুলিতে সাধারণত জিন বসবাস করে থাকে। নিক্ষেপের সময় আল্লাহর নাম নেয় না। এরপর স্বীয় ঘরে ফিরে এসে শিরকী মন্ত্র পড়ে। তারপর জিনকে যা ইচ্ছা হুকুম করে।

উক্ত পদ্ধতির বিশ্লেষণঃ এ পদ্ধতিতে দু'ভাবে শিরক হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ জিনের উদ্দেশ্যে যবাই করা। যা পূর্ব ও পরবর্তী সকল ইমামের ঐক্যমতে হারাম; বরং তা হলো শিরক। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে যবাই করা কোন মুসলমানের জন্য খাওয়া জায়েয নয়। আর যবাই করা তো বহুদূরের ব্যাপার তা সত্ত্বেও কোন কোন অজ্ঞরা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে এ ধরণের জঘন্য কাজ করে থাকে।

এক্ষেত্রে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বলেনঃ ওয়াহাব আমাকে বলেনঃ কোন এক খলিফা একটি ঝর্ণা কাটায়। যখন সে তা প্রবাহিত করাতে চায়। সে জিনের জন্য সেখানে যবাই করে, যাতে তারা তার পানি ভূ-গর্ভে না নামিয়ে দেয়। অতঃপর তা লোকদেরকে খাওয়ায়। এ খবর ইবনে শিহাব আয যুহরীকে পৌছিলে তিনি বলেনঃ সে তা যবাই করেছে তার উদ্দেশ্যে, যার উদ্দেশ্য যবাই করা হালাল নয়; আবার তা লোকদেরকে আহার করিয়েছে যা তাদের জন্য হালাল নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন ঐ জিনিস খেতে যা জিনের উদ্দেশ্যে যবাই করা হয় ইত্যাদি। (আহকামুল মারজানঃ ৭৮)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবাই করল আল্লাহ তার প্রতি লা'নত করুন।"

দ্বিতীয়তঃ শিরকী মন্ত্রঃ আর তা হলো, ঐ সমস্ত শিরকী কালাম যা জিন হাজির করার সময় সে উপস্থাপন করে থাকে, যা স্পষ্ট শিরক। যেমনঃ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রাহেমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাবের অনেক স্থানে উল্লেখ করেন। (আল ইবানা ফী উমুমির রিসালা)

তৃতীয় পদ্ধতিঃ নিকৃষ্টতম পদ্ধতি

এটি অতি নিকৃষ্টতম পদ্ধতি। এতে শয়তানের এক বড় দল অংশ নেয় ও যাদুকরের খেদমত করে এবং তার হুকুম বাস্তবায়ন করে। কেননা যাদুকর এতে সর্ববৃহৎ কুফরী ও কঠিনভাবে নাস্তিকের পরিচয় দেয়।

এ পদ্ধতির বিশ্লেষণঃ যাদুকর (আল্লাহর লা'নত হোক) জুতা পায়ে কুরআন মাজীদ পদদলিত করে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করে। অতঃপর পায়খানায় কুফরী কালাম পড়ে একটি কক্ষে ফিরে আসে এবং জিনকে যা ইচ্ছা হুকুম করে। জিন দ্রুত তখন তার অনুসরণ করে ও হুকুম পালন করে থাকে। আর জিন তা করে থাকে শুধুমাত্র যাদুকরের মহান আল্লাহর সাথে কুফরী করার জন্য। এভাবে সে শয়তানের ভাইয়ে পরিণত হয় এবং স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। যার ফলে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়।

এ পদ্ধতির যাদুকরের সাথে বেশ কিছু কবীরা গুনায় পতিত হওয়ার শর্তারোপ করা হয়। যেমনঃ যা কিছু উল্লেখ হয়েছে তা ছাড়াও হারাম কাজ সমূহে পতিত হওয়া, সমকামিতা, ব্যাভিচার, ধর্মকে গালি দেয়া ইত্যাদি। এসবগুলি করে থাকে শয়তানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে।

চতুর্থ পদ্ধতিঃ অপবিত্রতার পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে মালাউন যাদুকর কুরআনের সূরা ঋতুস্রাবের (হায়েজের) রক্ত দ্বারা বা অন্য কোন অপবিত্র কিছু দ্বারা লিখে; তারপর শিরকী মন্ত্র পড়ে, যার ফলে জিন হাজির হয়। এরপর তার যা ইচ্ছা তাকে হুকুম করে।

এ পদ্ধতি যে স্পষ্ট কুফরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কোন সূরা এবং কোন আয়াতকে উপহাস করা আল্লাহর সাথে কুফরী। আর যেখানে তা অপবিত্র জিনিস দ্বারা লিখা হয়, আল্লাহর নিকট আমরা এ অবমাননা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করেন ও ইসলামের উপর মৃত্যুদান করেন ও নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে হাশর করেন। (আমিন)

পঞ্চম পদ্ধতিঃ উল্টাকরণ পদ্ধতি

মালাউন যাদুকর এ পদ্ধতিতে কুরআনের সূরাকে উল্টা অক্ষরে লিখে থাকে। অর্থাৎ শেষ হতে প্রথম, অতঃপর শিরকী কালাম বা মন্ত্র পড়ে, যার ফলে জিন হাজির হয় ও তাকে তার হুকুম প্রদান করে।

এ পদ্ধতিও তাতে শিরক ও কুফর থাকার কারণে হারাম।

ষষ্ঠ পদ্ধতিঃ জ্যোতিষ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিকে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও বলা হয়। কেননা যাদুকর নির্ধারিত এক তারকা উদয়ের উপেক্ষায় থাকে। অতঃপর সে তাকে সম্বোধন করে যাদু মন্ত্র পড়তে থাকে। তারপর অন্যান্য শিরকী ও কুফরী কালাম পড়তে থাকে। যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর সে এমনভাবে নড়া-চড়া করে যাতে সে ধারণা পোষণ করায় যে, সে উক্ত তারকার আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে তা করছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ ব্যতীত তারকার ইবাদত করছে। যদিও এ জ্যোতিষী বুঝতে পারেনা যে, তার এ কর্ম আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত ও অন্যের মহত্ব প্রকাশ হয়। এরপর শয়তানরা তার নির্দেশে সাড়া দেয়; আর সে মনে করে যে, এ তারকায় তাকে এসবে সাহায্য করে। অথচ উক্ত তারকার এ সম্পর্কে কিছুই অবগতি নেই।

যাদুকররা মনে করে থাকে যে, এ যাদু আর খুলবে না যে পর্যন্ত দ্বিতীয়বার প্রকাশ না পাবে। (এ বিশ্বাস একান্তই যাদুকরদের; কিন্তু কুরআনের চিকিৎসা দ্বারা এ যাদু আল্লাহর ফজলে নষ্ট করা যায়।) আর সত্যই কোন কোন তারকা বছরে মাত্র একবারই প্রকাশ পায়। সুতরাং যাদুকররা তার প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে ও পরে সে তারকার নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য কামনা করে মন্ত্র পড়তে থাকে যাতে তাদের যাদু খুলে দেয়।

নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতিও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও তার বড়ত্বের প্রকাশের জন্য শিরক ও কুফুরী।

সপ্তম পদ্ধতিঃ পাঞ্জা পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে যাদুকর ছোট এমন একটি বালককে হাজির করে যে, এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেনি। আর সে যেন বিনা ওযূ হয় তারপর সে বালকের বাম পাঞ্জা ধরে তার হাতে এরূপ চতুর্ভূজ অংকন করে।
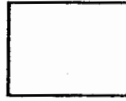
অতঃপর এই চতুর্ভূজের পার্শ্বে শিরকী যাদুমন্ত্র লিখে। আর এ যাদুমন্ত্র সে তার চার কর্ণারে লিখে থাকে। অতঃপর বালকের হাতের তালুতে চতুর্ভূজের মধ্যখানে কিছু তৈল, একটি নীল ফুল বা কিছু তৈল ও নীল কালি রাখে। এরপর আবার অন্য এক মন্ত্র লিখে একক অক্ষর দ্বারা এক লম্বা কাগজে, তারপর সে কাগজ বালকটির চেহারার উপর ছাতার আকৃতিতে রাখে। তাঁর উপর পরিয়ে দেয় একটি টুপী যাতে তা ঠিক থাকে। তারপর বালকটিকে মোটা কাপড় দ্বারা পুরোপুরি আবৃত করে ফেলে। এমতাবস্থায় বালকটি তার তালুর দিকে তাকাতে থাকে; কিন্তু ভিতরে অন্ধকার হওয়ার কারণে কিছু দেখতে পায় না। এরপর মালাউন যাদুকর কঠিন প্রকৃতির কুফরী পাঠ করতে থাকে। তারপর বালকটি হঠাৎ করে আলো দেখতে পায় ও দেখে যে তার হাতের তালুতে একটি ছবি নড়া-চড়া করছে। অতঃপর যাদুকর বালককে জিজ্ঞাসা করে কি দেখছ? বালক জবাব দেয় আমি আমার সামনে এক ব্যক্তির ছবি দেখছি।

যাদুকর বলেঃ তাকে বলঃ তোমাকে যাদুকর বা পীর সাহেব এই এই বিষয়ে বলছে। এরপর ছবিটি হুকুম অনুযায়ী নড়া-চড়া করতে থাকে। এ পদ্ধতি তারা সাধারণত হারানো বস্তু খোঁজার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতিও শিরক, কুফর ও অবোধগম্য তন্ত্র-মন্ত্রে ভরা।

অষ্টম পদ্ধতিঃ চিহ্ন গ্রহণ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে যাদুকর রুগীর নিকট হতে তাঁর কোন চিহ্ন তলব করে। যেমনঃ রুমাল, পাগড়ী, জামা বা এমন কোন ব্যবহৃত জিনিস যাতে রুগীর গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। তারপর সে রুমালের এক পার্শ্বে গিরা দেয়। এরপর চার আঙ্গুল পরিমাণ পর খুব শক্ত করে রুমালটি ধারণ করে সূরা কাউসার বা অন্য যে কোন ছোট একটি সূরা স্বজোরে পড়ে চুপি চুপি শিরকী মন্ত্র পড়ে। তারপর জিনকে ডাকতে থাকে ও বলতে থাকেঃ যদি তার রোগ জিনের কারণে হয়ে থাকে তবে সে রুমাল (বা কাপড়) টি ছোট করে দাও। যদি তার রোগ বদনজরের কারণে হয় তবে তা লম্বা করে দাও। আর যদি সাধারণ ডাক্তারী কোন রোগ হয় তবে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। এরপর সেটি পুনরায় পরিমাপ করে যদি তা চার আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা পায় বলেঃ তুমি হিংসুকের বদনজরে আক্রান্ত হয়েছো। যদি তা ছোট পায় তবে বলে যে, তুমি জিনের আসরে পতিত হয়েছ। আর যদি অনুরূপ পায় আঙ্গুলই থাকে তবে বলেঃ তোমার নিকট কিছু নেই। তুমি ডাক্তারের নিকট যাও।

এই পদ্ধতির বিশ্লেষণঃ

১। রুগীর মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া, জোরে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে, সে কুরআনের দ্বারা তার চিকিৎসা করছে অথচ সে তখনই চুপে চুপে মন্ত্র পড়ে থাকে।

২। জিনের নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য কামনা এবং তাদেরকে আহ্বান করা ও তাদের নিকট প্রার্থনা করা। অথচ এগুলি শিরক।

৩। জিনদের মাঝে অনেক মিথ্যা পাওয়া যায়। অতএব আপনি কিভাবে বুঝবেন যে, এ ব্যাপারে এই জিনের কথা সত্য না মিথ্যা। আমরা কোন কোন যাদুকরের কথা ও কাজকে কখনও কখনও পরীক্ষা করেছি, তাতে দেখা গেছে, সে কখনও সত্য বলেছে; কিন্তু অধিকাংশই মিথ্যা। এমনও হয়েছে যে, আমাদের নিকট কোন রুগী এসে বলেছে, তাকে যাদুকর বলেছেঃ তোমাকে বদ নজর লেগেছে। অথচ যখন তার উপর কুরআন তেলাওয়াত করা হয়েছে তখন জিন কথা বলে উঠেছে। তা আসলে বদনজর নয়। এমন অনেক অনেক ধরণের পদ্ধতি আরো রয়েছে যা আমরা জানি না।

যাদুকর চেনার উপায় ও আলামত

কোন চিকিৎসক বা কবিরাজের মধ্যে এ সমস্ত লক্ষণ বা আলামতের কোন একটিও পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাবে যে সে যাদুকর। আলামতগুলি নিম্নরূপঃ

১। রুগীর নাম ও মায়ের নাম জিজ্ঞেস করা।

২। রোগীর কোন চিহ্ন গ্রহণ করা। যেমনঃ কাপড়, টুপী, রুমাল ইত্যাদি।

৩। যবাই করার জন্য কোন নির্দিষ্ট জীব-জন্তু চাওয়া, এবং তা আল্লাহর নামে যবাই না করা। কখনও তার রক্ত ব্যথার স্থানে মাখান বা বিরান ঘর বা জায়গায় তা নিক্ষেপ করা।

৪। রহস্যময় মায়াজাল বা মন্ত্র লিখা।

৫। অস্পষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র ও মায়াজাল পাঠ করা।

৬। রোগীকে চতুর্ভূজ নক্সা বানিয়ে দেয়া, যাতে থাকে অক্ষর বা নম্বর।

৭। রোগীকে এক নির্ধারিত সময় এক কক্ষে (যাতে আলো প্রবেশ করে না।) লোকদের অন্তরালে থাকার নির্দেশ দেয়া।

৮। রোগীকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যা সাধারণত ৪০ দিন হয়ে থাকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করা। এ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে যে, যাদুকর যে জিন ব্যবহার করে সে খ্রিস্টান।

৯। রোগীকে কোন জিনিস পুঁতে রাখতে দেয়া।

১০। রোগীকে কিছু পাতা দিয়ে তা জ্বালিয়ে তা থেকে ধোয়া গ্রহণ করতে বলা।

১১। অস্পষ্ট কালাম বা কথা দ্বারা তাবীয বানিয়ে দেয়া।

১২। রোগীর নিজেই নাম, ঠিকানা ও সেই সমস্যা বলে দেয়া।

১৩। ছিন্ন-ছিন্ন অক্ষর লিখে রোগীকে নক্সা বা তাবিয বানিয়ে দেয়া। বা কোন সাদা পাথরে লিখে দেয়া ও তা ধুয়ে পানি পান করতে বলা।

আপনি যদি এসব লক্ষণ জেনে বুঝতে পারেন যে, সে যাদুকর তবে আপনি অবশ্যই তার নিকট যাওয়া থেকে সতর্ক হয়ে যাবেন নচেৎ আপনার প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী প্রযোজ্য হয়ে যাবেঃ

((من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد))

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।" (হাসান সনদে বাজ্জার বর্ণনা করেন এবং আহমদ ও হাকেম বর্ণনা করেন, আলবানী সহীহ বলেছেন।)

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে যাদুর হুকুম

ইসলামী শরীয়তে যাদুকরের হুকুম

১। ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, ব্যক্তি যাদু করে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার এই বাণী প্রযোজ্যঃ

﴿وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾

(سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "নিশ্চয় তারা জানে যে, যা তারা ক্রয় করেছে আখেরাতে এর জন্য কোন অংশ নেই।" (সূরা বাকারাঃ ১০২) অতঃপর বলেনঃ আমার অভিমত হল, যাদুকরকে হত্যা করা, যদি সে যাদু কর্ম করে থাকে।

২। ইবনে কুদামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ যাদুকরের শাস্তি হত্যা। আর এই অভিমত পোষণ করেছেন, উমর, উসমান বিন আফফান, ইবনে উমর, হাফসা, জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ, জুনদুব বিন কাব, কায়েস বিন সাদ, আমর বিন আব্দুল আযীয, আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ)

৩। ইমাম কুরতুবী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, মুসলিম মনিষীদের মাঝে মুসলিম যাদুকর ও (অমুসলিম) যিম্মী যাদুকরের শাস্তির ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, যখন মুসলমান যাদুকর কুফুরি কালামের মাধ্যমে যাদু করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। আর তার তাওবা ও গ্রহণীয় হবে না। আর না তাকে তাওবা করতে বলা হবে। কেননা এটা এমন বিষয় যার দ্বারা আল্লাহর নির্দেশকে লজ্ঘন করা হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা যাদুকে কুফুরি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾

(سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "তারা যাকেই যাদু বিদ্যা শিখাতো তাকে বলে দিত যে তোমরা যাদু শিখে) কুফুরি করো না, নিশ্চয়, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা।" (সূরা বাকারাঃ ১০২)

আর এই অভিমত পোষণ করেছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবু সাওর, ইসহাক এবং আবূ হানীফা (রাহেমাহুল্লাহ)।

৪। ইমাম ইবনে মুনযির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যখন কোন ব্যক্তি স্বীকার করে যে, সে কুফুরি কালামা দিয়ে যাদু করেছে, তখন তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। যদি সে তাওবা না করে থাকে। এমনিভাবে কারো কুফুরীর যদি প্রমাণ ও বর্ণনা সাব্যস্ত হয়ে যায়, তবুও তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। আর যদি তার কথা কুফুরি না হয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। আর যদি যাদুকর তার যাদু দ্বারা কাউকে হত্যা করে তবে তাকেও হত্যা করা হবে আর যদি ভুলক্রমে হত্যা করে তবে তাতে দিয়াত দিতে হবে।

৫। হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ মনীষীগণ আল্লাহ তায়ালার নিম্নোল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যাতে যাদুকর সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْاْ﴾ (سورة البقرة: ١٠٣)

অর্থাৎ "যদি তারা ঈমান আনয়ন করত এবং আল্লাহকে ভয় করত।" সুতরাং এই আয়াত দ্বারা অনেকেই যাদুকরকে কাফের বলে মত পোষণ করেছেন। আবার অনেকেই অভিমত পোষণ করেছেন যে, সে কাফের তো নয় তবে তার শাস্তি শিরচ্ছেদ কেননা ইমাম শাফেয়ী (রাহেমাহুল্লাহ), আহমদ বিন হাম্বল (রাহেমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেনঃ আমাদেরকে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না আমর ইবনে দীনারের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, তিনি বাজলা বিন আব্দকে বলতে শুনেছেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন যে, প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ ও মহিলার শিরচ্ছেদ করে দাও। তিনি বলেন যে, তিনি তিনটি যাদুকর মহিলাকে হত্যা করেছেন। ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) এভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। (বুখারীঃ ২/২৫৭)

ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ সহীহ বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে যা হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তাকে তার এক বান্ধবী যাদু করেছেন। অতঃপর তার নির্দেশে যাদুকরকে হত্যা করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিন সাহাবা থেকে যাদুকরকে হত্যার ফতোয়া রয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ১/১৪৪)

মূলকথাঃ পূর্বের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী (রাহেমাহুল্লাহ) ছাড়া জমহুর উলামা যাদুকরকে হত্যার মত পোষণ করেন, তিনি বলেনঃ যাদুকরের যাদু দ্বারা যদি কেউ মারা যায়, তবে তার (কিসাসের) পরিবর্তে তাকে হত্যা করা হবে।

আহলে কিতাব অমুসলিম যাদুকরের বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যেহেতু হাদীসে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী উল্লেখ নেই সেজন্যে অমুসলিম যাদুকরকেও হত্যা করা হবে। এই জন্য যে, যাদু এক এমন অপরাধ যা মুসলিমকে হত্যা করে। অনুরূপ এক অপরাধও অমুসলিমকে হত্যা করা জরুরী করে দেয়। (আলমুগনীঃ ১০/১১৫)

ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, আহলে কিতাবের যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না। তবে যদি তার যাদু দ্বারা কেউ হত্যা হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে। আরও বলেনঃ তার যাদু দ্বারা যদি কোন মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ব্যাপারে ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ নেই তাকেও হত্যা করা বৈধ।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাবীদ বিন আসেমকে হত্যা এজন্য করেননি যে, তিনি নিজের জন্যে কারো প্রতিশোধ নিতেন না। লাবীদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যাদু করেছিল। দ্বিতীয়তঃ এজন্যে হত্যা করেননি যে, কোথাও আবার ইয়াহুদী ও মুসলিমদের মাঝে রক্তাক্তরূপ ধারণ না করে। (ফতহুল বারীঃ ১০/২৩৬)

ইমাম ইবনে কুদামা (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুকর সে ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান যেই হোক না কেন কেবলমাত্র যাদুর জন্যে তাকে হত্যা করা হবে

না। যতক্ষণ না সে তার যাদুর মাধ্যমে অন্যকে হত্যা করে। এর প্রমাণ হল যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাবীদকে হত্যা করেন নি অথচ শিরক যাদু থেকেও বড় পাপ।

তিনি আরো বলেনঃ যত দলীল এসব ব্যাপারে এসেছে সব মুসলিম যাদুকরের ব্যাপারে। কেননা সে তার যাদুর কারণে কাফের হয়ে যায়----। (ফতহুল বারীঃ ১০/২৩৬)

যাদু দিয়ে যাদু দমন করা কি বৈধ?

১। কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি সাঈদ বিন মুসাইয়্যাবকে জিজ্ঞাসা করলাম কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে অথবা পুরুষত্ব হীনতার জন্যে কি ঝাড়-ফুঁক করা যাবে? তিনি বললেন, তাতে কোন নিষেধ নেই। কেননা তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ। (ফতহুল বারীঃ ১০/২৩২)

২। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ মুসলিম পন্ডিতদের এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যাদু দ্বারা যাদুর দমন করে মানুষের চিকিৎসা করাকে সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম মুযনীও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শা'বী বলেনঃ আরবী ভাষায় ঝাড়-ফুঁক হলে কোন দোষ নেই; কিন্তু হাসান বাসরী (রাহেমাহুল্লাহ) তা মাকরূহ বলেছেন। (কুরতুবীঃ ২/৪৯)

৩। ইবনে কুদামা (রাঃ) বলেনঃ যাদুর চিকিৎসক যদি কুরআনের আয়াত অথবা কোন যিকিরের মাধ্যমে অথবা এমন বাক্য দ্বারা চিকিৎসা করে যে, যাতে কোন কুফুরির বিষয় নেই তবে কোন বাধা নেই; কিন্তু তা যদি যাদু দ্বারাই হয়ে থাকে তবে তা হতে ইমাম আহমদ বিমূখ হয়েছেন। (আল-মুগনীঃ ১০/১১৪)

৪। হাফেয ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ

النشرة من عمل الشيطان

অর্থাৎ "ঝাড়-ফুঁক শয়তানী কর্মের অন্তর্ভুক্ত।" (মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ)

এর উদ্দেশ্য হলো মৌলিকভাবে এটিই, তবে যার উদ্দেশ্য ভাল তাতে কোন দোষ নেই। ইবনে হাজার আরো বলেনঃ ঝাড়-ফুঁক দু'ধরণেরঃ

প্রথমঃ জায়েয ঝাড়-ফুঁকঃ এ পদ্ধতি হলো, যা কুরআন ও শরীয়তসম্মত দু'আর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা করা।

দ্বিতীয়ঃ হারাম ঝাড়-ফুঁকঃ এ প্রকার হলো, যার মাধ্যমে যাদুকে যাদু দ্বারা নষ্ট করা হয়। অর্থাৎ যাদু নষ্ট করার জন্য শয়তানকে খুশী করা হয় এবং তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করে তার সাহায্য কামনা করা হয়। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসঃ

النشرة من عمل الشيطان

অর্থাৎ "ঝাড়-ফুঁক শয়তানের কর্মের অন্তর্ভুক্ত।" সাধারণত এদিকেই ইঙ্গিত করে। এজন্যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েক হাদীসে গণক ও যাদুকরের নিকট যেতে নিষেধ করেন এবং তা কুফরী সাব্যস্ত করেন।

যাদু শিক্ষা করা কি বৈধ?

১। হাফেয ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, আল্লাহর বাণীঃ

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "আমরা তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফুরি করো না।" (সূরা বাকারাঃ ১০২) এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাদু শিক্ষা করা কুফর। (ফতহুল বারীঃ ১০/২২৫)

২। ইবনে কুদামা (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া নিষিদ্ধ এবং সকল আহলে ইলমও একথায় একমত যে, তা হারাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহেমাহুল্লাহ)-এর অনুসারীগণ বলেন যাদু শিখলে ও শিখালে কাফের হয়ে যায়। সে যদিও যাদুকে অবৈধ বলে বিশ্বাস করে। (আল-মুগনীঃ ১০/১০৬)

৩। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ রাযি (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুর বিষয়ে শিক্ষা নেয়া ঘৃণিতও নয় নিষিদ্ধও নয়। কেননা সকল বিজ্ঞ পন্ডিতদের এই বিষেয় ঐক্যমত রয়েছে যে, জ্ঞানার্জন সাধারণভাবে বৈধ। যেমনঃ আল্লাহর বাণী

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الزمر:٩)

বলোঃ "জ্ঞানী ও মূর্খ কি এক সমান?" আরেকটি বিষয় হল যে, যদি যাদু সম্পর্কে ধারণা না থাকে তবে আমরা যাদু ও মু'জেযার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে করতে পারব। এই পার্থক্য নির্ণয় করার জন্যে এ বিষয়ে জানা প্রয়োজন। তাই যাদুর ইলম হাসিল করা নিষিদ্ধ হতে পারে না।

৪। ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) উপরোক্ত ইমাম রাযীর অভিমত সম্পর্কে বলেনঃ কতগুলো কারণে তা গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ যদি এই অভিমতকে বুদ্ধিভিত্তিক ও যৌক্তিক হিসেবে গ্রহণ করা হয় যে, যাদু শিক্ষা কোন খারাপ বিষয় নয় তবে কথা হল যে, মু'তাযিলা যারা যুক্তিকে প্রাধান্য দেয় তাদের কাছে যাদু শিক্ষা নিষিদ্ধ। আর যদি মনে করা হয় যে, শরীয়তে কোন নিষেধ নেই তবে এর উত্তর হল যে, আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾

(سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "তারা এমন বিষয়ের আনুগত্য করল যা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে শয়তান পড়ত।" (সূরা বাকারাঃ ১০২) এই আয়াতে যাদু শিক্ষাকে শয়তানের বিষয় বলা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে অথবা যাদুকরের কাছে যাবে সে যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।

আল্লামা রাযীর এই কথা বলা যে যাদু নিষিদ্ধ নয় এর পক্ষে কোন সঠিক প্রমাণ নেই। আর যাদুকে মর্যাদাপূর্ণ ইলমের সাথে তুলনা করা এবং আল্লাহ তায়ালার এই বাণীঃ

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الزمر:٩)

অর্থঃ "জ্ঞানী ও মূর্খ কি এক সমান।" (সূরা যুমারঃ ৯)

প্রমাণ হিসেবে পেশ করা সঠিক নয়। কেননা এই আয়াতে শরীয়তসম্মত ইলমের বাহকদের প্রশংসা করা হয়েছে। (যাদুকরের নয়।)

আর এই কথা বলা যে, মুজেযাকে জানতে হলে যাদুকেও জানতে হবে সঠিক নয়, কেননা সর্বাপেক্ষা বড় মু'জেযা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ এই কুরআন। আর যাদু ও মু'জেযার মাঝে কোন সমঞ্জস্যতা নেই। আরও বিষয় হল যে, সাহাবা, তাবেঈন এমন সকল মুসলিমগণ মু'জেযা সম্পর্কে অবগত ছিলেন তারা যাদু সম্পর্কে ধারণা রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ১/১৪৫)

৫। আল্লামা আবু হাইয়ান স্বীয় কিতাব বাহরুল মুহীত-এ উল্লেখ করেছেন যে, যাদু যদি এমন হয় যে, তাদ্বারা শিরক করা হয় অর্থাৎ শয়তানের ও তারকার বড়ত্ব বর্ণনা ও পূঁজা করা হয়, তবে তা শিক্ষা করা সকলের ঐক্যমতে হারাম। তা শিক্ষা করা ও তার উপর আমল করা হারাম। অনুরূপ যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় রক্তপাত, স্বামী-স্ত্রী বা বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি। তা শিক্ষা করা ও তা আমল করা জায়েয নয়।

আর যা কিছু ভন্ডামী ও ভেল্কিবাজী ও এ ধরণের কিছু তা শিক্ষা করাও উচিত নয়, কেননা তা ভ্রান্ত ও বাতিল যদিও তা দ্বারা খেল-তামাশা উদ্দেশ্য নেয়া হয়। (রাওয়ে বয়ানঃ ১/৮৫)

উপরোক্ত সমস্ত বক্তব্যের মূল কথা হলোঃ যাদু যে প্রকারেরই হোক তার সম্পর্ক খেল-তামাশাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় নাজায়েয।

কেরামত, মু'জেযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য

আল্লামা মাযরী বলেনঃ যাদু, মুজেযা এবং কেরামতের মধ্যে পার্থক্য হল, যাদুর মধ্যে যাদুকর কিছু মন্ত্র ও কর্মের বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ অর্জন করে থাকে। অন্যদিকে কেরামত হঠাৎ অলৌকিক ভাবে ঘটে থাকে। আর মুজেযা কেরামত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের এজন্য যে, তা দ্বারা প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ) ইমামুল হারামাইনের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, সকলের একমত যাদু কেবলমাত্র ফাসেকের (অতি পাপী) হাত দ্বারাই প্রকাশ পায়। অন্যদিকে কেরামতের প্রকাশ কোন ফাসেকের হাতে হয় না।

ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ) আরও বলেন, সকলকেই সচেতন থাকতে হবে যে, অস্বাভাবিক ও অসাধারণ বিষয় যদি কোন শরীয়তের অনুগত কবিরা গুনাহ মুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রকাশ পায় তা হবে কেরামত, অন্যথায় তা হবে যাদু। কেননা যাদু শয়তানের সাহায্যে হয়ে থাকে।

নোটঃ কখনও কখনও এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যাদুকর নয় এমন কি যাদু সম্পর্কে কিছুই জানে না, শরীয়তের যথাযথ অনুসারীও নয় বরং বড় বড় পাপ কর্ম করে থাকে, অথবা কবর পূজারী ও বেদআতী এরপরও দেখা যায় যে, তার থেকে অলৌকিক কিছু ঘটছে।

এর রহস্য হল যে, তাকে শয়তান সহযোগিতা করে থাকে যাতে সাধারণ মানুষ তার বিদআতী তরীকায় আকৃষ্ট হয়। আর লোকজন এই সুন্নাতকে ত্যাগ করে শয়তানী পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। এ ধরণের ঘটনা অনেক, বিশেষ করে সূফী তরীকার নেতাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাদুর প্রতিকার

যাদুকে দমন করার পদ্ধতিঃ

এই অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ যাদুর দ্বারা আক্রান্ত রোগের প্রকারভেদ ও এর প্রতিকার কুরআন ও হাদীসের আলোকে কি পদ্ধতিতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করব। প্রকাশ থাকে যে, এ অধ্যায় ও অন্যান্য অধ্যায়ে চিকিৎসা বিষয়ে আরো অনেক এমন বিষয়ও পাওয়া যাবে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বিশেষ কোন চিকিৎসার ব্যাপারে সরাসরি সাব্যস্ত নয় তবে সেই মৌলিক সূত্রের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যাবে যা কুরআন ও হাদীসে সাব্যস্ত। যেমনঃ কোন এক চিকিৎসা একটি আয়াত বা বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতে থাকতে পারে। সুতরাং তা সবগুলিই নিম্নের আয়াতের নির্দেশনার আওতায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ﴾ (سورة الإسراء: ٨٢)

অর্থঃ "আর আমার অবতরণ করা কুরআনের আয়াতে মু'মিনদের জন্যে আরোগ্য এবং রহমত রয়েছে।" (সূরা ইসরাঃ ৮২)

কোন কোন ইমাম বলেনঃ আয়াতে শিফা বা আরোগ্য বলতে আভ্যন্তরীণ আরোগ্যকে বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ সংশয়, শিরক, কুফর ইত্যাদি রোগের আরোগ্য। কেউ বলেনঃ দৈহিক ও আত্মিক উভয় রোগের আরোগ্য।

অন্য এক হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কাছে আগমন করলেন; সে সময় তাঁর কাছে এক রমণী বসা ছিলেন, যে তাঁর ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ "তাকে আল্লাহর কিতাব দ্বারা চিকিৎসা কর। (নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেনঃ ১৯৩১)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআনের কোন বিশেষ অংশের মাধ্যমে চিকিৎসার নির্দেশ না দিয়ে সাধারণ ভাবে কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদ্বারা বুঝা গেল যে, সমস্ত কুরআন আরোগ্য অর্জনের উপায়। বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত যে, কুরআন শুধুমাত্র, যাদু, বদনজর ও হিংসারই চিকিৎসা নয়; বরং দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও চিকিৎসা রয়েছে এতে।

কেউ যদি বলেঃ আগ্রহী যুবকবৃন্দ যেই সব আয়াত দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিকিৎসা করেছেন সেই সব আয়াতের মাধ্যমেই চিকিৎসা করতে চায়, তাই নব প্রজন্মের অবগতির জন্যে সহীহ বুখারীর নিম্নের হাদীসটি পেশ করছি।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি সাহাবাদের সাথে ছিলেন। তারা একত্রে এক উপত্যকা ভ্রমণ করছিলেন। সেই উপত্যকার বাসিন্দার কাছে আতিথিয়তার আবেদন জানালেন; কিন্তু তারা তা গ্রহণ করল না। অতঃপর গোত্র প্রধানকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করল। তখন সেখানের লোকজন দৌড়ে সাহাবাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে ঝাড়-ফুঁক জানে?

উত্তরে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ যে আমি জানি তবে আমি ঝাঁড়-ফুঁক করব না যতক্ষণ না তোমরা এর প্রতিদান নির্ধারণ করবে। প্রতিদান নির্ধারণ হওয়ার পর তিনি ঝাড়লেন এবং অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠল। এরপর তারা সাহাবাদেরকে ছাগল দিলেন। তারা ছাগল নিয়ে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ সাঈদ খুদরী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কিভাবে ঝাড়-ফুঁক করেছিলে? উত্তরে বললেন সূরা ফাতেহা পড়ে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে চিকিৎসা করলে আরোগ্য লাভ হয়? আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার এই বিষয়ে কোন আপত্তি করেননি; বরং এর প্রশংসাই করেছেন।

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকার পরেও ঝাড়-ফুঁক করেছেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা সমর্থন করে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঝাড়-ফুঁকের সাধারণত কিছু মৌলিক পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, কিছু লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করল যে আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে ঝাড়-ফুঁক করতাম। তিনি বললেন সেই সব মন্ত্র আমার কাছে পেশ কর। ঝাড়-ফুঁক করাতে নিষেধ নেই যদি তাতে কোন শিরকযুক্ত বাক্য না থাকে। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঝাড়-ফুঁক বৈধ তা কুরআন ও হাদীস দিয়ে হোক অথবা অন্য দুআর মাধ্যমে হোক এমনি জাহেলিয়্যাত যুগের ঝাড়-ফুঁক দিয়ে ও যদি তাতে শিরক না থাকে।

যাদুর প্রকার ও তার প্রতিকার

১। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর যাদু

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ.﴾

(سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "তারা সেই সব বিষয়ের অনুগত হয়ে গেল যেই সব বিষয় শয়তান সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর শাসনামলে পাঠ করত। অথচ সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কখনও কুফুরি করেননি; বরং শয়তান কুফুরী করত এবং শয়তান লোকদের যাদু শিক্ষা দিত এবং বাবেলে হারুত-মারুতের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিখত। আর সেই দুই ফেরেশতা কাউকে কোন কিছু শিখাতো না যতক্ষণ না তারা সতর্ক করে দিত যে, আমরা তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফুরি করো না। তবুও তারা তাদের কাছ থেকে এমন বিষয় শিক্ষা নিত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর

মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। আর তারা আল্লাহ হুকুম ব্যতীত কাউকে কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর তারা অলাভজনক ক্ষতিকর বিষয়গুলোর শিক্ষা নিত। অথচ তারা জানত যে নিশ্চয় যে ব্যক্তি এই সব ক্রয় করে নিবে তাদের জন্যে আখেরাতে কোন অংশ নেই। আর কত নিকৃষ্ট বিষয় তারা ক্রয় করেছে যদি তা তারা উপলব্ধি করত। (সূরা বাকারাঃ ১০২)

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, ইবলীস তার আসন পানিতে (সমুদ্রে) রাখে এবং সে তার বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করে আর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই শয়তান হয়, যে সবার থেকে বেশি ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। অভিযান শেষে সকলেই অভিযানের সফলতা সরদার শয়তানের কাছে পেশ করতে থাকে। অতঃপর সরদার বলে, তোমরা কেউ কোন বড় ধরনের কাজ করে আসতে পারনি। অতঃপর সরদারের কাছে এক ছোট শয়তান এসে বলে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগ করিনি যতক্ষণ না আমি তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, শয়তানের সরদার সেই ছোট শয়তানকে তার নিকটতম করে নেয় ও বলে, তুমি কতইনা উত্তম। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, বড় শয়তান ছোট শয়তানের সাথে আলিঙ্গন করে। (মুসলিম)

এ প্রকারের পরিচয়ঃ

এটি যাদুর এমন এক কর্ম যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ বা দু'বন্ধুর মাঝে বা দু'অংশীদারের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

যাদুর মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রকারভেদঃ

১। মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো।

২। পিতা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো৷

৩। দু'ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো।

৪। বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো।

৫। ব্যবসায় শরীকদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো।

৬। স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো। আর এই প্রকারটি সর্বাপেক্ষা ভয়ানক এবং তা বেশি প্রচলিত।

বিচ্ছেদের যাদুর আলামত

১। হঠাৎ ভালবাসা থেকে শত্রুতায় পরিণত হওয়া।

২। উভয়ের মাঝে অধিক সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া।

৩। পরস্পর ক্ষমা না চাওয়া ও ক্ষমা না করা।

৪। অতিমাত্রায় মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া যদিও তা সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে।

৫। স্ত্রীর সৌন্দর্য অসুন্দরে পরিণত হওয়া। যদিও সে খুবই সুন্দরী হোক স্বামীর কাছে নিকৃষ্ট মনে হওয়া। আর স্ত্রীর কাছে স্বামী নিকৃষ্ট উপলব্ধি হওয়া।

৬। যাদুগ্রস্তের নিকট অপর জনের প্রত্যেক কর্মই অপছন্দ হওয়া।

৭। যাদুগ্রস্ত অপর পক্ষের বসার স্থানকে অপছন্দ করা। যেমনঃ স্বামী গৃহের বাইরে খুব ভাল থাকে ঘরে প্রবেশ করলেই অন্তরে অতিসংকীর্ণতা-বোধ করে। ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছন্নতার যাদুর ফলে যাদুগ্রস্ত অপরজনকে কুদৃষ্টিতে দেখবে বা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে বা এ ধরনের অন্যান্য বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী বিষয়ে পতিত হবে। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ১/১৪৪)

দুই ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদের জন্য যাদু যেভাবে করা হয়ঃ

যখন কোন ব্যক্তি যাদুকরের কাছে গিয়ে বলে যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। তখন যাদুকর তাকে সেই ব্যক্তির নাম ও তার মায়ের নাম জানাতে বলে। এছাড়া সেই ব্যক্তির কাপড়, টুপি, চুল ইত্যাদি নিয়ে আসতে বলে। আর যদি এসবগুলো পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে সেই ব্যক্তির রাস্তায় যাদু করা পানি ঢেলে দেয়া হয় যে রাস্তায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি চলা-ফেরা করে। আর সেই পানি অতিক্রম করা মাত্রই যাদুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায়। অথবা এমনও করা হয় যে, খাদ্যদ্রব্য যাদু করে খেতে দেয়া হয়।

চিকিৎসা

এর চিকিৎসা তিনটি স্তরে করতে হবেঃ

প্রথম স্তরঃ চিকিৎসার পূর্বের স্তরঃ

১। সেই ঘরে ঈমানী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যেমনঃ সর্বপ্রথম সেই ঘরকে সকল প্রকার ছবি থেকে পবিত্র করতে হবে যেন ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারে।

২। সেই ঘরকে সকল প্রকার গান-বাজনা থেকে পবিত্র করতে হবে।

৩। সেই ঘরের কেউ শরীয়তের বিধান অমান্য করবে না। যেমনঃ পুরুষ সোনা পরবে না আর মহিলা বেপর্দা থাকবে না এবং কোন ব্যক্তি ধুমপান করবে না।

৪। অসুস্থ ব্যক্তির সাথে তাবীজ-কবচ, কড়ি বা এধরণের কিছু থাকলে তা খুলে জ্বালিয়ে দিবে।

৫। পরিবারের সকলকেই বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী হিসেবে তৈরি করা। যেন সবাই এর জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক না রাখে।

৬। অসুস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার অবস্থা নির্ণয় ও তার লক্ষণ বুঝার জন্য যেমনঃ তোমার স্ত্রীকে কি কখনও তোমার নিকট ঘৃণা লাগে? তোমাদের মাঝে কি সাধারণ ও সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়? তুমি কি ঘরের বাহিরে আনন্দ উপলব্ধি করো? আর যখনই ঘরে প্রবেশ করো তখনই কি সমস্যা অনুভব হয়? সহবাসের সময় কি কারো বিরক্ত বোধ হয়? ঘুমের মাঝে কি তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ অস্থিরতা অনুভব বা ভীতিজনক স্বপ্ন দেখতে পায়?

চিকিৎসক উপরোক্ত প্রশ্নাবলী থেকে দু'টি বা ততোধিক যদি সঠিক হয় তবে চিকিৎসা শুরু করবে।

৭। চিকিৎসা আরম্ভ করার পূর্বে নিজে এবং সহযোগী উভয়েই ওযূ করে নিবে।

৮। অসুস্থ রোগী যদি মহিলা হয়ে থাকে, তবে পর্দা অবস্থায় না হলে চিকিৎসা করবে না।

৯। কোন এমন মহিলার চিকিৎসা করবে না, যে শরীয়ত পরিপন্থী পোশাকে রয়েছে যেমনঃ মুখ খোলা, সুগন্ধি ব্যবহৃত অবস্থায় বা নখ বড় করে কাফের মহিলা সদৃশ রয়েছে।

১০। মহিলার চিকিৎসা তার মাহরামের (একান্ত আপনজন) উপস্থিতিতে হতে হবে।

১১। মাহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষ তার সাথে থাকতে পারবে না।

১২। সফলতার জন্যে নিজকে সকল কলুষতা ও অন্যের প্রতি সকল আস্থা থেকে মুক্ত রাখবে। আর একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে ও তার উপরেই আস্থা রাখবে।

চিকিৎসার দ্বিতীয় স্তরঃ

চিকিৎসক তার হাত রোগীর মাথায় রাখবে এবং তার কানের কাছে এই সব দু'আ ও আয়াত সতর্কতার সাথে এবং বিশুদ্ধ ও স্বজোরে পড়বে।

১।

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ،صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ.﴾ (سورة الفاتحة: ١-٧)

অর্থঃ "অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এর অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর কাছে। অতি দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক। যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারি ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই প্রার্থনা করি। হে প্রভু আমাদের সরল পথ দেখাও, সেই সব ব্যক্তিদের পথ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। সেই সব ব্যক্তির পথ নয় যাদের উপর তোমার অভিশাপ রয়েছে, আর পথভ্রষ্টদের পথ। (সূরা ফাতেহা)

২।

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ،والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(سورة البقرة: ١-٥)

অর্থঃ "দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। (ذلك الكتاب) এই কিতাবে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পরহেযগারদের জন্যে হেদায়াত (পথ-প্রদর্শক)। যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও আমার দেয়া সম্পদ হতে (মানব কল্যাণে) ব্যায় করে। আর যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের (কুরআনের) উপর এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই এমন লোক যারা নিজ প্রভুর পক্ষ থেকে (পথ প্রদর্শিত) হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলতার অধিকারী। (সূরা বাকরাঃ ১-৫)

৩।

﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ.﴾

(سورة البقرة: ١٠٢)

অর্থঃ "এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান কুফুরী করেননি কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল

শহরে হারূত-মারূত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিতো, এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না, যে পর্যন্ত তারা না বলতো যে, আমরা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করো না; অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই অংশ নেই এবং তদ্বিনিময়ে তারা যে আত্ম-বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যদি তারা তা জানতো!" (সূরা বাকারাঃ ১০২) এ আয়াতটি বেশি বেশি পড়বে।

৪।

﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (سورة البقرة: ١٦٣-١٦٤)

অর্থঃ এবং তোমাদের মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্বদাতা ও করুণাময় ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, জাহাজসমূহের চলাচলে– যা মানুষের লাভজনক এবং সম্ভার নিয়ে সমুদ্রে চলাচল করে, আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে, প্রত্যেক জীবজন্তুর বিস্তার করেন তাতে, বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় সত্য জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ১৬৩-১৬৪)

৫।

﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

(سورة البقرة: ٢٥٥)

অর্থঃ “আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবন্ত ও সবার রক্ষণা-বেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই; এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন; তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না; তাঁর কুরসী নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত, মহীয়ান!” (সূরা বাকরাঃ ২৫৫)

৬।

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.﴾

(سورة البقرة: ٢٨٥-٢٨٦)

অর্থঃ “রাসূল তাঁর প্রতিপালক হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করেন এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করেন); তাঁরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর গ্রন্থসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না, তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও স্বীকার করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।

৫

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না; কারণ সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্যে এবং সে যা (অন্যায়) করেছে তা তারই উপর বর্তায়। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা না জেনে ভুল করি তজ্জন্যে আমাদেরকে দোষারোপ করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ ভার অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেন না; হে আমাদের প্রভু, যা আমাদের শক্তির অতীত ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেন না এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের দয়া করুন; আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।" (সূরা বাকারাঃ ২৮৫-২৮৬)

৭।

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (سورة آل عمران: ١٨-١٩)

অর্থঃ "আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত সত্য কেউ মা'বূদ নেই এবং ফেরেশতাগণ, ন্যায় নিষ্ঠ বিদ্যানগণ ও (সাক্ষ্য প্রদান করেন) তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল এবং যে আল্লাহর নিদর্শন- সমূহ অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৮-১৯)

৮।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ،ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. (سورة الأعراف: ٥٤-٥٦)

অর্থঃ "আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের অনিষ্ট থেকে।" নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। ছয় দিনে অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দিন-রাতের প্রত্যাবর্তন করেন। আর সূর্য চন্দ্র ও তারকারাজি তারই নির্দেশের অনুগত। খবরদার! সৃষ্টি জগত তারই। সমস্ত জগতের প্রভু আল্লাহ তিনি মহান। তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনয়ের সাথে এবং গোপনে আহ্বান কর। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না এবং তাকে আহ্বান কর ভয়ে ও আশায়। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎলোকদের জন্যে অবধারিত। (সূরা আ'রাফঃ ৫৪-৫৬)

৯।

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. (سورة الأعراف: ١١٧-١٢٢)

অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার আশায় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে। আর মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি আপনার লাঠি মাটিতে ফেলে দিন। দেখামাত্র সাপে পরিণত হয়ে) যাদুকরদের যাদুর সাপ গিলে ফেলছে। সত্যের বিজয় ও প্রতিষ্ঠিত হল, ধ্বংসপ্রাপ্ত হল তাদের কর্ম। সেখানে তারা পরাজিত হয়েছে এবং অপদস্ত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। সকল যাদুকর সেজদারত হল। তারা বললঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম সমস্ত জগতের প্রভুর উপর যিনি মূসা ও হারুণের প্রভু।" (সূরাঃ আরাফঃ ১১৭-১২২) আয়াতগুলি বেশি বেশি পড়বে, বিশেষ করে "وألقى السحرة ساجدين" অংশটি।

১০।

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورة يونس: ٨١-٨٢)

অর্থঃ "মূসা (আঃ) বললেন তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।" (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২ এটিও বেশি বেশি পড়বে, বিশেষ করেঃ "إن الله سيبطله" অংশটি বেশি বেশি পড়বে।)

১১।

﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (سورة طه:٦٩)

অর্থঃ "তারা কেবলমাত্র যাদুকরের ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করেছে। আর যাদুকর সফলকাম হবে না তারা যাই করুক।" (সূরা ত্বাহাঃ ৬৯)

১২।

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.﴾ (سورة المؤمنون: ١١٥-١١٨)

অর্থঃ "তোমরা কি এই ধারণা করছ যে, তোমাদেরকে আমি অযথা সৃষ্টি করেছি। আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না। অতএব আল্লাহ মহান যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই আর তিনি মোবারক আরশের প্রভু। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করবে এর তার উপর কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তাঁর পালনকর্তার নিকট আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।" (সূরা মু'মিনুনঃ ১১৫-১১৮)

১৩।

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ.﴾ (سورة الصافات: ١-١٠)

অর্থঃ "শপথ তাদের যারা (ফেরেশ্‌তাগণ) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান। ও যারা কঠোর পরিচালক (মেঘমালার)। এবং যারা কুরআন আবৃত্তিতে রত। নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বূদ এক। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রতিপালক এবং প্রতিপালক সকল উদয় স্থলের। আমি পৃথিবীর আকাশকে নক্ষত্ররাজির শোভা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে। ফলে, তারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি (জ্বলন্ত তারকা) নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে-বিতাড়নের জন্যে এবং তাদের জন্যে আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।" (সূরা সাফফাত ১-১০)

১৪।

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ، يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.﴾ (سورة الأحقاف: ٢٩-٣٢)

অর্থঃ "স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনতেছিল, যখন তারা তাঁর (নবীর) নিকট

উপস্থিত হলো, তারা একে অপরকে বলতে লাগলোঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে— তারা বলেছিলঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসা (عليه السلام)-এর পরে, এটা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি তে রয়েছে। (সূরা আহকাফঃ ২৯-৩২)

১৫।

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ،فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

(سورة الرحمن: ٣٣-٣٦)

অর্থঃ "হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতিরেকে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (সূরা রহমানঃ ৩৩-৩৬)

১৬।

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ،هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ،هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.﴾ (سورة الحشر: ٢١-٢٤)

অর্থঃ "যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্যে যাতে তারা চিন্তা করে। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, যারা তার শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা হাশরঃ ২১-২৪)

১৭।

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا،يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا،وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا،وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا،وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا.﴾ (سورة الجن: ١-٩)

অর্থঃ “বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছেঃ আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতি পালকের কোন শরীক স্থাপন করবো না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করতো। অথচ আমরা মনে করতাম যে, মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না। আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতো। (আর জ্বিনেরা বলেছিলঃ) তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে; কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্যে বসতাম; কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।” (সূরা জ্বিনঃ ১-৯)

১৮। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস।

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (سورة الإخلاص)

অর্থঃ “বলঃ তিনিই আল্লাহ্ একক (ও অদ্বিতীয়), আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী); তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।” (সূরা ইখলাস)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (سورة الفلق)

অর্থঃ “বলঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, অনিষ্ট হতে রাত্রির যখন তা' অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; এবং ঐ সব নারীর অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়, (অর্থাৎ যাদু করার উদ্দেশ্যে) এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।” (সূরা ফালাক)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَٰهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

(سورة الناس)

অর্থঃ "বলঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, যিনি মানবমন্ডলীর মালিক (বা অধিপতি;) যিনি মানবমন্ডলীর উপাস্য; আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।" (সূরা নাস)

উপরোক্ত সমস্ত আয়াত ও সূরা রোগীর কর্ণপার্শ্বে উঁচু আওয়াজে এবং বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করবে। এরপর রোগীর তিনটি অবস্থার যে কোন একটি হতে পারে। প্রথমতঃ হয়ত রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে এবং সে যেই জ্বিন দ্বারা আক্রান্ত যে যাদুর দায়িত্বে সেই জ্বিন কথা বলতে থাকবে। এমতবাস্থায় চিকিৎসক জ্বিনের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নেয়া উচিত সে ব্যবস্থা নিবে, যা আমি আমার অন্য বইয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এরপর সে জ্বিনকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি করবেঃ

১। তোমার নাম কি? আর তোমার ধর্ম কি? ধর্মের উপর ভিত্তি করে কথা বলতে হবে। যদি সে অমুসলিম হয়ে থাকে তবে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান করবে আর যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে তবে তাকে বুঝাবে যে, তোমার জন্য এটা বৈধ নয় যে, তুমি যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত থাক। আর না ইসলাম এর অনুমতি দেয়।

২। তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, যাদু কোথায় রয়েছে? তাকে সত্য কথা বলতে বাধ্য করতে হবে। কেননা জ্বিন সব সময় মিথ্যা বলে। সে যদি কোন জায়গার খবর দেয় তবে লোক পাঠিয়ে তা বের করতে হবে।

৩। ওকে জিজ্ঞাসা করবে যে, সে কি একাই যাদুর সাথে জড়িত না কি আরও কেউ তার সাথে রয়েছে? যদি অন্য আরও জ্বিন থাকে তবে তার মধ্যে সেই জ্বিনকেও উপস্থিত হতে বাধ্য করবে। অতঃপর তার কথাও শোনবে।

৪। কখনও জ্বিন বলবে যে, অমুক ব্যক্তি যাদুকরের কাছে গিয়ে যাদু করতে বলেছে। এমন সব কথাও বিশ্বাস করা যাবে না। কেননা জ্বিনের উদ্দেশ্য হল দুই ব্যক্তি মাঝে শত্রুতা বৃদ্ধি করা আর শরীয়তে এসব

জ্বিনের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। কেননা যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত ফাসেক সে।

আর আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (سورة الحجرات: ٦)

অর্থঃ “হে মু'মিন ব্যক্তিবর্গ তোমাদের কাছে কোন ফাসেক কোন সংবাদ নিয়ে আসলে তা সূক্ষ্মভাবে তদন্ত কর যাতে করে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার না কর অজ্ঞাতাবশত। অতঃপর তোমরা কৃতকর্মে লজ্জিত হও।” (সূরা হুজুরাতঃ ৬)

জ্বিনের তথ্যানুযায়ী যদি সেই যাদুর স্থান পাওয়া যায় আর তা বের করা হয়। তবে পানিতে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়বেঃ

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. (سورة الأعراف: ١١٧-١٢٢)

অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে। আর মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি আপনার লাঠি মাটিতে ফেলে দিন। দেখামাত্র সাপে পরিণত হয়ে) যাদুকরদের যাদুর সাপ গিলে ফেলছে। সত্যের বিজয় ও প্রতিষ্ঠিত হল, ধ্বংসপ্রাপ্ত হল তাদের কর্ম। সেখানে তারা পরাজিত হয়েছে এবং অপদস্ত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। সকল যাদুকর সেজদারত হল। তারা বললঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম সমস্ত জগতের প্রভুর উপর যিনি মূসা ও হারুণের প্রভু।” (সূরাঃ আরাফঃ ১১৭-১২২)

﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (سورة طه:٦٩)

অর্থঃ “তারা কেবলমাত্র যাদুকরের ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করেছে। আর যাদুকর সফলকাম হবেন তারা যাই করুক।” (সূরা ত্বাহাঃ ৬৯)

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

(سورة يونس: ٨١-٨٢)

অর্থঃ "মূসা (আঃ) বললেন তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।" (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২)

এসব আয়াতসমূহ এক পাত্র পানিতে পড়ে ফুঁক দিবে যাতে কুরআন পড়া ভাপ পানিতে যায়। এরপর যাদুকে সেই পানিতে ডুবিয়ে দিবে তা যে কোন ধরণের যাদুর বস্তুই হোক কাগজ বা সুগন্ধি ইত্যাদি। এরপর সেই পানিকে সাধারণ রাস্তা থেকে অনেক দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে। যদি জ্বিন বলে যে, যাদু আক্রান্ত রোগীকে যাদু পান করিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তার পেটে ব্যাথা আছে কি না? যদি ব্যাথা থাকে তবে বুঝতে হবে যে, জ্বিন সত্য বলেছে আর ব্যাথ্য না থাকলে বুঝতে হবে যে, জ্বিন মিথ্যা বলেছে।

যদি জ্বিন থেকে সত্য তথ্য সংগ্রহ করা শেষ হয় তখন জ্বিনকে বলবে রোগী থেকে বের হয়ে যেতে এবং আর কখনও যেন ফিরে না আসে। এমনিভাবেই ইনশাআল্লাহ যাদু ধ্বংস করা যাবে। অতঃপর পানিতে ইতিপূর্বেই যে তিনটি আয়াত উল্লেখ হয়েছে তা পড়বে এবং সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁ দিবে। রোগীকে তা দ্বারা কিছুদিন গোসল ও পান করতে বলবে।

আর যদি জ্বিন বলে যে, রোগী যাদুর বস্তুর উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে অথবা তার কোন কিছু যেমন চুল, কাপড় দিয়ে যাদু করেছে তাহলে এমতাবাস্থায় ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলি দ্বারা পানি পড়া থেকে কিছুদিন রোগী পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করে নিবে। গোসল বাথরুমে না করে বরং বাথরুমের বাইরে যে কোন জায়গায় করবে এভাবে ব্যাথা দূর না হওয়া পর্যন্ত করতে থাকবে।

এরপর জ্বিনকে বলবে যে, সে যেন এই ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে যায় আর ফিরে না আসার অঙ্গীকার করে। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ পর রুগী দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে আসলে জ্বিন হাজির করার জন্যে পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ দ্বিতীয়বার

পড়বে। যদি অসুস্থ ব্যক্তি কোন কিছু অনুভব না করে। তবে বুঝতে হবে যে, যাদু ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি রোগী আবারও বেহুশ হয়ে পড়ে তবে বুঝতে হবে যে, জ্বিন মিথ্যাবাদী এবং এখনও সে রোগী থেকে বের হয়ে যায়নি। ওকে বের না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করবে নম্রতার সাথে। আর যদি এরপরও কথা অমান্য করে তবে মারবে এবং কুরআনের আয়াতসমূহ পড়বে। যদি রোগী বেহুশ না হয় এবং তার শরীরে কাঁপন শুরু হয় এবং তার নিঃশ্বাস ফুলতে থাকে তবে আয়াতুল কুরসীর ক্যাসেট রোগী প্রতিদিন তিনবার প্রতিবার এক ঘন্টাব্যাপী শোনবে। এভাবে একমাস শুনবে তারপর পুনরায় সাক্ষাতে আসলে তাকে ঝাড়-ফুঁক দিবে। এবার ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।

আর যদি আরোগ্য লাভ না হয় তবে সূরা সাফফাত, ইয়াসীন, দুখান, সূরা জ্বিন এসব সূরার রেকর্ডকৃত ক্যাসেট দিবে যাতে করে দিনে তিনবার তিন সপ্তাহ পর্যন্ত শুনবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থ করে দিবেন। আর না হয় সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ

ঝাড়-ফুঁকের সময় রোগী যদি কষ্ট অনুভব করে অথবা কাঁপতে থাকে, ঝাকুনি আসে অথবা মাথায় খুব বেশি ব্যাথা অনুভব করে বেহুশ না হয়, তবে এ অবস্থায় তিনবার করে শরয়ী ঝাড়-ফুঁক করবে। যদি রোগী বেহুশ হয়ে যায় তবে পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করবে। আর যদি বেহুশ না হয় মাথা ব্যাথা ও কাঁপনি কমতে থাকে তবে কিছুদিন তাকে ঝাড়-ফুঁক করবে। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই সে আরোগ্য লাভ করবে। যদি সুস্থ না হয়, তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করবেঃ

১। সূরা সাফফাত সম্পূর্ণ একবার এবং আয়াতুল কুরসী একাধিকবার রেকর্ড করবে। এরপর রোগীকে দিনে তিনবার শোনাবে।

২। নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে।

৩। রোগী ফজর নামাযের পর নিম্নের এই দু'আ

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

একশত বার করে এক মাস পর্যন্ত পড়বে; কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, রোগীর কষ্ট ১০ অথবা ১৫ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং মাসের শেষে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে।

এবার যখন পুনরায় ঝাড়-ফুঁক করবে তাতে রোগী কোন কষ্ট অনুভব করবে না। ইনশাআল্লাহ যাদু ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে, অসুস্থ রোগীর কষ্ট এক মাসেও লাঘব হয়নি। সাথে সাথে রোগীর উদ্বেগও থাকে। এ অবস্থায় যখন রোগী চিকিৎসকের কাছে আসবে তাকে তখন পূর্বের উল্লেখিত আয়াত ও সূরা সমূহ পড়ে ফুঁক দিবে। এরপর শীঘ্রই বেহুশ হয়ে যাবে। অতঃপর প্রথম অবস্থার পূর্বের পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

তৃতীয় অবস্থাঃ

যদি ঝাড়-ফুঁক করার সময় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয়; তবে তাকে পুনরায় তার লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে এরপর যদি অধিকাংশ লক্ষণই অবর্তমান হয়, তবে বুঝতে হবে সে যাদুগ্রস্ত বা অন্য কোন রোগী নয়। অবস্থা নিশ্চিত হবে, অতঃপর তিনবার করে ঝাড়-ফুক করবে এরপরও যদি লক্ষণ ফুটে না ওঠে আর বার বার ঝাড়-ফুক করা হয়; কিন্তু কিছুই অনুভব না করে, তবে এ অবস্থা খুবই কম। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করবেঃ

১। সূরা ইয়াসীন, দুখান এবং সূরা জ্বিন ক্যাসেটে রেকর্ড করাবে এবং তা প্রত্যেক দিন তিনবার রোগীকে শোনানো হবে।

২। বেশি বেশি তাওবা এ ইস্তেগফার করবে কমপক্ষে দিনে ১০০ বার অথবা বেশি।

৩। প্রত্যেক দিন ১০০ বার অথবা এর থেকে বেশি (লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) পড়বে। এই পদ্ধতি একমাস পর্যন্ত করতে থাকবে। তারপর তার উপর ঝাড়-ফুক করবে এবং পূর্বের দুই অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে।

তৃতীয় স্তরঃ

চিকিৎসার তৃতীয় স্তর হলো চিকিৎসা শেষের পরের স্তরঃ

যদি আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রচেষ্টায় রোগীকে সুস্থ করে দেন আর রোগী প্রশান্তি লাভ করে তাহলে আপনি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করুন যিনি আপনাকে এই সুযোগ দান করেছেন। আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করতে হবে যেন আল্লাহ আপনাকে অন্যের জন্যও আরো তাওফীক প্রদান

করেন। আর আপনার চিকিৎসায় এ সফলতা যেন আপনার সীমালঙ্ঘনও অহংকারের কারণ না হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (سورة إبراهيم: ٧)

অর্থঃ "আর যখন আল্লাহ তায়ালা (আপনার প্রভু) প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তবে আমি তোমাদেরকে আরও বেশি দিব। আর যদি তোমরা অকৃজ্ঞ হও তবে জেনে রাখ যে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।" (সূরা ইবরাহীমঃ ৭)

আর রোগী সুস্থ হওয়ার পরও আশঙ্কা মুক্ত নয়, কোথাও আবার কেউ দ্বিতীয়বার তার যাদু পুনরাবৃত্তি না করে। কেননা যারা যাদু করিয়েছে তারা যদি তার চিকিৎসকের নিকট গিয়ে সুস্থ হওয়ার বিষয় জানতে পারে তবে তারা দ্বিতীয়বার যাদুকরের নিকট গিয়ে যাদু করতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং রোগী তার চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার বিষয় গোপন রাখবে। আর রোগীর সুরক্ষার জন্যে নিম্নের নির্দেশাবলী তাকে প্রদান করুনঃ

১। জামাতের সাথে নামায আদায় করা।

২। গান-বাজনা শ্রবণ না করা।

৩। ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করে নেয়া এবং আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করা।

৪। সব কাজ বিসমিল্লাহ বলে করা।

৫। ফজরের নামাযের পর দৈনিক নিম্নের দু'আ ১০০ বার পড়া।

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

৬। প্রত্যহ সামান্য হলেও কুরআনের তিলাওয়াত অবশ্যই করা। যদি কুরআন পড়তে না জানে তবে অন্য কারো থেকে অথবা ক্যাসেটে শুনবে। (কুরআন কারীমের শিক্ষা গ্রহণ করবে। কেননা মুসলমানদের জন্য তা অবশ্যই জরুরী।)

৭। সৎলোকদের সংস্পর্শে ওঠা-বসা করবে।

৮। সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন দু'আসমূহ পড়বে।

যাদু দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটানোর শিক্ষামূলক কতিপয় বাস্তব উদাহরণ

প্রথম উদাহরণঃ

শাকওয়ান জিনের ঘটনা

এক মহিলা তার স্বামীকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। যার উপর যাদুর প্রভাব ও আলামত অনেক স্পষ্ট ছিল। এমনকি সে তার স্বামী এবং তার বাড়ির সংসারকে চরম ঘৃণা করত। আর তার স্বামীকে খুব ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখত। পরিশেষে তার স্বামী তাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেল; যে কুরআনে কারীমের মাধ্যমে চিকিৎসা করে। সেখানে জিন কথা বলা শুরু করল ও বললঃ সে যাদুকরের মাধ্যমে এসেছে, তার দায়িত্ব হলো এ লোকটি ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান। এরপর চিকিৎসক তাকে অনেক পিটাই করল; কিন্তু তারপরও কোন ফল হল না; এমন কি মহিলার স্বামী আমাকে বলল, সে সেই চিকিৎসকের কাছে দীর্ঘ একমাস ব্যাপী যেতে থাকে। পরিশেষে একদিন সেই জ্বিন আবদার করল যে, এই ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, যদিও এক তালাক তবে আমি তাকে ছেড়ে যাব। দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দেয়। এরপর আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিল। ফলে মাঝখানে এক সপ্তাহ সম্পূর্ণরূপে মহিলাটি সুস্থ থাকল। এরপর মহিলার উপর পূর্বের অবস্থা ফিরে আসল। এরপর সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আমার কাছে নিয়ে আসল। আমি যখন কুরআন পড়তে লাগলাম তখন সে বেহুশ হয়ে গেল। আর নিম্নের কথোপকথন জ্বিন ও আমার মাঝে চলতে লাগল যা আমি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করছিঃ

আমি জ্বিনকে বললাম যে, তোমার নাম কি?

সে উত্তরে বললঃ শাকওয়ান।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তোর ধর্ম কি?

সে উত্তরে বললঃ খ্রিস্টান ধর্ম।

আমি জানতে চাইলাম এই মহিলাকে কেন আক্রমণ করেছিস?

উত্তরে বললঃ স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের জন্যে।

আমি বললাম আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আলহামদু লিল্লাহ। নতুবা তোমার ইচ্ছা।

জ্বিন বললঃ তুমি নিজেকে কষ্টে ফেল না।

আমি এই মহিলা থেকে বের হব না। এর পূর্বেও ওর স্বামী অনেকের কাছে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছে, কোন কাজ হয়নি। আমি জ্বিনকে বললাম আমি তোমাকে মহিলা থেকে বের হতে বলছি না।

জ্বিন বললঃ তবে তুমি কি চাও আমার কাছে? আমি বললাম যে, আমি চাই তোমার নিকট ইসলাম পেশ করতে। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আলহামদুলিল্লাহ না হয় ইসলাম গ্রহণে কোন জোর জবরদস্তি নেই। অনেকক্ষণ কথা বলাবলির পর সে ইসলাম গ্রহণ করল।

আলহামদুলিল্লাহ সেই জ্বিন মুসলমান হয়ে গেল। আমি জ্বিনকে বললাম যে, তুমি কি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছ না কি তুমি আমাকে ধোকা দিচ্ছ?

জ্বিন উত্তর করলঃ তুমি আমাকে জবরদস্তি করতে পার না। আমি প্রকৃতপক্ষেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে মহিলা থেকে বের হয়ে যেতে তোমার আর কি বাঁধা? সে বলল যে, এই সময় খ্রিস্টান জ্বিনের এক দল আমার সামনে রয়েছে আর আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হয়ত মেরে ফেলবে। তারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি বললাম তোমাকে তাদের থেকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যদি তুমি আমাকে কথা দাও যে তুমি সত্যিই মুসলমান হয়েছ। তবে আমি তোমাকে এক এমন শক্তিশালী অস্ত্র দিব যে, তাদের কেউ তোমার কাছেই আসতে পারবে না।

জ্বিন বললঃ তবে এখনই দিন।

আমি বললামঃ হ্যাঁ দিব তবে আরও কথা আছে যে, তুমি যদি সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে থাক তবে তোমার তাওবা কেবল তখনই গ্রহণীয় হবে যখন তুমি এই মহিলাকে ছেড়ে যাবে এবং অন্যায় পাপ থেকে বিরত থাকবে।

জ্বিন বললঃ হ্যাঁ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি; কিন্তু যাদুকরদের থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পাব। অতঃপর আমি বললাম এটা সহজ বিষয়; কিন্তু তোমাকে আমার কথা মানতে হবে।

জ্বিন বললঃ ঠিক আছে আমি বললাম তুমি আমাকে বল, যাদু করে কোথায় রাখা হয়েছে।

জ্বিন উত্তর দিলঃ যে ঘরে মহিলাটি বাস করে সেই ঘরের আঙ্গীনায় কিন্তু আমি নির্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করতে পারব না, কেননা সেখানে এক জ্বিনকে যাদুর হেফাযতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যখনই সেই স্থান কেউ জানতে পারে তখন সেই জ্বিন যাদুকে স্থানান্তরিত করে। আমি বললাম তোমার এই যাদুকরের সাথে কত কাল থেকে সম্পর্ক?

আমার সঠিক স্মরণ নেই জ্বিন কি উত্তর দিয়েছিল তবে এতটুকু স্মরণ আছে যে, সে দশ অথবা বিশ বছর বলেছিল। আরও সে বলেছিল যে, সে এর পূর্বেও তিনটি মহিলাকে আক্রমণ করেছে। আর সে তিন মহিলা সম্পর্কে ঘটনা খুলে বলেছে। যখন তার কথায় আমি বিশ্বস্ত হলাম তখন আমি বললাম। এবার আমি তোমাকে যেই অস্ত্র দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম তা তুমি নিয়ে নাও।

জ্বিন বলল সেটা কি? তখন আমি উত্তর দিলাম যে, তা হল আয়াতুল কুরসি। যখনই তোমার নিকট কোন জ্বিন আসতে চাইবে তোমাকে আঘাত করার জন্যে তুমি সেই আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করবে; তাহলে সেই জ্বিন পালিয়ে যাবে। আমি জ্বিনকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার কি আয়াতুল কুরসি মুখস্ত আছে?

উত্তরে বললঃ হ্যাঁ কেননা এই মহিলা আয়াতুল কুরসি বেশি বেশি পড়ত তাই শুনতে শুনতে মুখস্ত হয়ে গেছে। সে বললঃ আমি যাদুকর থেকে কিভাবে মুক্তি পাব? আমি বললাম তুমি এই মহিলা থেকে বের হয়ে মক্কায় চলে যাও এবং সেখানে মুসলমান জ্বিনদের মাঝে বসবাস কর।

জ্বিন বললঃ আমাকে কি আল্লাহ সত্যি সত্যিই ক্ষমা করে দিবেন? কেননা আমি এই মহিলার প্রতি অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছি এবং আরও তিন মহিলাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।

আমি বললামঃ তোমাকে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমা করবেন। সূরা যুমারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (سورة الزمر: ٥٣)

অর্থঃ "বল হে আমার বান্দাগণ! যারা (পাপ করে) নিজের উপর অন্যায় করেছে, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইও না, কেননা আল্লাহ তায়ালা সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা যুমারঃ ৫৩)

অতঃপর সে কেঁদে ফেলল এবং বলল যখন আমি এই মহিলাকে ছেড়ে চলে যাব তখন আমার পক্ষ থেকে এই মহিলার কাছে আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার আবদার করবেন। কেননা আমি তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। সে ওয়াদা করল এবং মহিলার ভিতর থেকে বের হয়ে গেল।

এরপর আমি কিছু কুরআনের আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে বললাম যে, এই পানি আঙ্গীনায় ছিটিয়ে দিবেন। এরপর কিছু দিন পর সেই ব্যক্তি আমাকে জানাল যে, তার স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। (এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে।)

দ্বিতীয় উদাহরণঃ

জ্বিনের যাদুর পুটলি বালিশের নিচে রাখা

এক মহিলার স্বামী আমার কাছে এসে বললঃ যখন আমি এই মহিলাকে বিয়ে করলাম তখন থেকেই আমাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। এমনকি সে আমাকে খুবই ঘৃণা করতো। আমার একটি কথাও শুনতে প্রস্তুত নয় সে। তার একটিই চাওয়া-পাওয়া যে, সে যেন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আশ্চর্য বিষয় হল যে আমি বাড়ির বাইরে থাকলে সে খুবই আনন্দে থাকে। আর যখনই আমি বাড়িতে প্রবেশ করি, আর সে আমার চেহারা দেখে তখনই সে রাগে ফেটে পড়ে। ফলে আমি কুরআনের আয়াত মহিলার সামনে তেলাওয়াত করি এরপর সে নিস্তব্ধ হতে লাগল এবং তার মাথা ব্যথা শুরু হল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সে বেহুশ হয়নি। অতঃপর আমি কুরআনের এক ক্যাসেট রেকর্ড করে তাকে দিলাম এবং বললাম যে, এই সূরা পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত শুনে এরপর আমার কাছে আসবে। সেই ব্যক্তি বলল যে, পঁয়তাল্লিশ দিন পর যখন তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমার কাছে আসতে চাইল তখন তার স্ত্রী বেহুশ হয়ে গেল এবং তার কণ্ঠে জ্বিন বলতে লাগলঃ আমি তোমাকে সব কিছু বলব কিন্তু শর্ত হল যে, তুমি আমাকে সেই আলেমের কাছে নিয়ে যাবে না। সে বলল, আমাকে যাদুর মাধ্যমে এই মহিলার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি তুমি আমার সত্যতা যাচাই করতে চাও তাহলে শয়ন কক্ষে বালিশের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, সেটা আমার কাছে নিয়ে আস। আমি সেই বালিশ উঠিয়ে নিয়ে আসলাম এবং সে বালিশটি খুলতে বলল। যখন আমি বালিশটি খুললাম তখন আমি দেখতে

পাই যে, তাতে কাগজের কতক টুকরা যাতে কিছু লেখা রয়েছে। অতঃপর জ্বিন বলল যে, এই কাগজগুলো জ্বালিয়ে দাও আমি আর কখনও আসব না; কিন্তু একটি শর্ত হল, আমি এই মহিলার সামনে প্রকাশ লাভ করে তার সাথে মুসাফাহা করব। তখন সেই ব্যক্তি বলল অসুবিধা নেই।

এরপর তার স্ত্রী বেহুশী থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত সম্মুখে বাড়িয়ে দিল যেন সে কারো সাথে মোসাফাহা করছে। আমি এই সব ঘটনা শোনার পর বললাম তুমি এক বড় ভুল করেছ। তোমার স্ত্রীকে ওর সাথে মোসাফাহার জন্যে অনুমতি দিয়েছ; যা না জায়েয এবং হারাম। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদেরকে পর পুরুষের সাথে মোসাফাহা করা নিষেধ করেছেন।

অতঃপর এক সপ্তাহ পর সেই মহিলা পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসল। যখনই আমি আউযুবিল্লাহ পড়লাম মহিলাটি বেহুশ হয়ে পড়ে গেল তারপর (তার প্রতি আসর করা) জ্বিনের সাথে কথোপকথন আরম্ভ হল। আমি বললাম হে মিথ্যাবাদী তুমি ওয়াদা করেছিলে আর দ্বিতীয়বার আসবে না; এরপরও কেন আসলে? জ্বিন বলল আমি সব কিছুই বলব আপনি আমাকে মারবেন না। আমি বললাম ঠিক আছে বল। জ্বিন বলতে লাগল, আমি তাকে মিথ্যা বলেছিলাম যে, আমি আর আসব না। সেই বালিশে আমিই কাগজ রেখেছিলাম যাতে তার বিশ্বাস হয়। আমি বললাম তুমি মহিলার সাথে প্রতারণা করেছ। জ্বিন বলল শেষ পর্যন্ত আমি কি করতে পারি। যাদুর দ্বারা আমাকে এই মহিলার ভিতরে বন্দি করে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মুসলমান?

সেই উত্তর দিল যে, "হ্যাঁ"। মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়, যাদুকরের স্বার্থে কাজ করা বরং এটা হারাম, মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ। তুমি কি জান্নাতে যেতে চাও না? জ্বিন বলল হ্যাঁ আমি জান্নাতে যেতে চাই, আমি বললাম তাই যদি চাও তাহলে যাদুকরকে ত্যাগ কর এবং মুসলমানদের সাথে একীভূত হয়ে আল্লাহর ইবাদত কর। কেনানা যাদুর কাজ দুনিয়ার জন্যও অমঙ্গল আর আখেরাতে এর পরিণাম জাহান্নাম। জ্বিন বললঃ আমি কি করে ছাড়তে পারব অথচ যাদুকরের জাল থেকে বের হয়ে আসার সামর্থ আমার নেই।

আমি বললাম এ সবের কারণ তোমার পাপ। আর যদি তুমি নিষ্ঠার সাথে তাওবা কর তবে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (سورة النساء: ١٤١)

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে মু'মিনদের উপর কোন সামর্থ রাখেননি।" (সূরা নিসাঃ ১৪১)

জ্বিন বললঃ আমি তাওবা করছি এবং এই মহিলা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এবং আর কোন সময় ফিরে আসব না। এরপর সে ওয়াদা করে বের হয়ে গেল আর ফিরে আসেনি।

সমস্ত প্রশংসার অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর তাকে ব্যতীত কেউ কারো কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারে না। মহিলার স্বামী অনেক দিন পর আমার কাছে এসে বলল যে, তার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ।

তৃতীয় উদাহরণঃ

সর্বশেষ ঘটনা যা এই কিতাবটি লেখার পূর্বে আমার সাথে ঘটেছে

এক মহিলার স্বামী আমার কাছে এসে বলল যে তার স্ত্রী তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার সাথে থাকতে চায় না অথচ সে তাকে খুব ভালোবাসে। আর বিষয়টি হঠাৎ এমন হয়েছে। আমি সেই মহিলাকে কুরআনের কিছু আয়াত শুনালাম যার ফলে সে বেহুশ হয়ে পড়ল। আর সাথে সাথে তার সাথে কথোপকথন শুরু হল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি মুসলমান?

জ্বিন উত্তর দিলঃ হ্যাঁ আমি মুসলমান।

আমি বললামঃ তাহলে তুমি এই মহিলাকে ধরেছ কেন?

জ্বিন উত্তর দিল যে, আমাকে যাদুর মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়েছে। অমুক মহিলা এই মহিলাকে যাদু করেছে। আর যাদু করে এক আতরের শিশিতে রেখে দিয়েছিল যা এই মহিলার কাছে রয়েছে। আমি এই মহিলার

পিছে লেগেছিলাম অনেক দিন থেকে। এরই মধ্যে তার ঘরে এক চোর আসল আর সে ভীত হয়ে গেল। অতঃপর আমি তাকে আয়ত্বে নিয়ে নিলাম। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করছি, যাদুকর জ্বিন প্রেরণ করে সেই ব্যক্তির কাছে যাকে যাদু করতে চায়। জ্বিন সেই ব্যক্তির পিছু করতে থাকে, আর যখন সে সুযোগ পেয়ে যায় সে ব্যক্তির ভিতরে প্রবেশ করে। চারটি এমন সুযোগ যে সুযোগে জ্বিন মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। (১) খুব বেশি ভীত হলে। (২) অতিমাত্রায় রাগান্বিত হলে। (৩) অতিমাত্রায় উদাসীন অবস্থায়। (৪) মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়।

মানুষ যদি এই চার অবস্থার একটিতে থাকে শয়তান তার ভেতর প্রবেশ করে। হ্যাঁ! তবে যদি সে তখন ওযূ অবস্থায় থাকে বা দু'আ যিকির করে থাকে কোন জ্বিন তার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। (বলা হয় যেমন অনেক জ্বিন আমাকে বলেছে তা সত্যও হতে পারে।) যদি জ্বিন প্রবেশ করার সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির (দু'আ পড়া) সেই ব্যক্তি করে তবে জ্বিন জ্বলে যায়। এজন্য জ্বিনের প্রবেশকালীন সময়টি খুব কঠিন মুহূর্ত এ জিনের সমস্ত জীবনের মধ্যে।

জ্বিন বলল যে, এই মহিলা খুবই ভাল। আমি বললাম যে তুমি এই মহিলাকে ছেড়ে চলে যাও। জ্বিন বলল শর্ত হল যে, তার স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিলে আমি চলে যাব। আমি বললাম তোমার শর্ত গ্রহণীয় নয়। তুমি এখুনি এই মহিলা থেকে বের হয়ে যাও নতুবা আমি তোমাকে শায়েস্তা করব। জ্বিন বললঃ ঠিক আছে আমি এখন বের হয়ে যাব।

আলহামদুলিল্লাহ জ্বিন বের হয়ে চলে গেল। এরপর আমি তার স্বামীকে বললাম যে, তোমার স্ত্রীকে কেউ যাদু করেনি। জ্বিন অনেক বেশী মিথ্যা বলে থাকে যাতে মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় কর আর জ্বিনের কথা বিশ্বাস করো না।

চতুর্থ উদাহরণঃ

আলেমের ভিতরে জ্বিনের প্রবেশের ইচ্ছা

আমার কাছে এক মহিলার স্বামী এসে বলতে লাগল যে, তার স্ত্রী তাকে একেবারেই দেখতে পারে না। আমি তার থেকে দূরে থাকলে খুব খুশি। যখন আমি বাড়ীতে আসি তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং যখন

আমি মহিলাকে কিছু লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তাতে বুঝতে পারলাম যে, তাকে বিচ্ছেদের যাদু করা হয়েছে। অতঃপর যখন তার উপর শরয়ী ঝাড়ফুঁক করলাম তখন জ্বিন কথা বলতে শুরু করলঃ

জ্বিনের সাথে আমার কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইঃ

আমি বললামঃ তোমার নাম কি?

জ্বিনঃ আমি বলব না।

আমি বললামঃ তোমার ধর্ম কি?

জ্বিনঃ ইসলাম।

আমি বললামঃ মুসলামানদের জন্য কি জায়েয মুসলিম মহিলাকে কষ্ট দেয়া?

জ্বিনঃ আমার সাথে তার ভালবাসা হয়ে গেছে, আমি তাকে কষ্ট দেই না; কিন্তু আমি চাই যে, তার নিকট হতে তার স্বামী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক।

আমি বললামঃ তুমি কি স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ চাও?

জ্বিনঃ হ্যাঁ।

আমি বললামঃ তোমার জন্য এটা হারাম, আল্লাহর নির্দেশ মেনে বের হয়ে যাও।

জ্বিনঃ না না আমি ওকে ভালবাসি।

আমি বললামঃ কিন্তু সে তো ঘৃণা করে।

জ্বিনঃ না, এও আমাকে ভালবাসে।

আমি বললামঃ তুমি মিথ্যাবাদী। সত্য হল যে, সে তোমাকে ঘৃণা করে যার কারণে এই মহিলা এখানে এসেছে যাতে তোমাকে তার দেহ হতে বের করতে পারে।

জ্বিনঃ আমি কখনো যাব না।

আমি বললামঃ আমি কুরআন পড়ে আল্লাহর সাহায্য ও শক্তিতে তোমাকে জ্বালিয়ে দিব।

এরপর আমি কুরআনের আয়াত পড়া শুরু করলাম যার ফলে জ্বিন চিল্লাতে লাগল।

আমি বললামঃ এখন বের হবি কিনা?

জ্বিনঃ হ্যাঁ! কিন্তু এক শর্তে-

আমি বললামঃ কি সেই শর্ত?

জ্বিনঃ আমি এই মহিলা থেকে বের হয়ে তোমার ভেতরে প্রবেশ করব।

আমি বললামঃ তাতে কোন সমস্যা নেই যদি তুই আমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারিস কর। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে কাঁদতে লাগল।

আমি বললামঃ কিসে তোকে কাঁদাল?

জিনঃ কোন জিন আজ তোমার ভেতর প্রবেশ করতে পারবে না।

আমি বললামঃ কেন? এর কি কারণ?

জিনঃ এজন্য যে, আজ তুমি সকালে (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) একশ বার পড়েছ।

আমি ভাবলামঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যই বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ১০০ বার পড়বে সে যেন দশটি দাস মুক্ত করল, আর তার আমলনামায় একশ নেকী লেখা হবে, আর তার থেকে একশত গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে। তার অপেক্ষা কেউ এমন ফযীলত পাবে না, তবে যে তার অপেক্ষা বেশি আমল করবে। এরপর আমি তাকে বললামঃ অতএব তুমি এই মুহূর্তে এই মহিলাকে ছেড়ে চলে যাও। সব একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় আলহামদুলিল্লাহ সে এমনটিই করল এবং বের হয়ে গেল।

যাদুর দ্বিতীয় প্রকার

আসক্ত করার যাদু

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "অবৈধ ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবজ ও "তেওয়ালা" (আসক্ত করা যাদু) নিশ্চয়ই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।" (মুসনাদে আহমদঃ ১/৩৮১, আবূ দাউদঃ ৩৮৮৩ ইত্যাদি আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন।)

আল্লামা ইবনে আছীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, "তেওয়ালা" অর্থ হল এমন পন্থা অবলম্বন করা যার ফলে স্ত্রী স্বামীর নিকট যাদু বা অন্য কিছুর

মাধ্যমে প্রিয় হয়ে যায়। যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা তাদের বিশ্বাস হয় যে, এসব কিছু আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর ব্যতীতই এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে এমনটি হয়ে গেল। (আন-নিহায়াঃ ১/২০০)। আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই যে, হাদীসে যে বিষয়ের ঝাড়-ফুঁক নিষেধ এসেছে তা সেই সব ঝাড়-ফুঁক যার দ্বারা জ্বিন শয়তান ও অন্য কিছুর সাহায্য নেয়া হয় ও যার মধ্যে শিরক আছে। তবে যেই ঝাড়-ফুঁক কুরআন আর হাদীস থেকে হবে তা জায়েয তাতে কোন মতবিরোধ নেই। সহীহ মুসলিমে আছে, ঝাড়-ফুঁকে কোন সমস্যা নেই যদি তাতে কোন শিরক না থাকে।

আসক্তকারী যাদুর লক্ষণসমূহঃ

১। অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে যাওয়া ও ভালোবাসা।

২। সর্বদায় সহবাস করতে চাওয়া।

৩। সহবাসের জন্য অধৈর্য হয়ে যাওয়া।

৪। স্ত্রীকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে যাওয়া।

৫। স্ত্রীর বশে ও তাবে' হয়ে যাওয়া।

আসক্তকারী যাদু কিভাবে সংঘটিত হয়?

সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েই থাকে আবার তা স্বাভাবিক হয়ে যায়; কিন্তু কতক মহিলা অধৈর্য হয়ে যাদুকরের কাছে ছুটে যায় যাতে যাদুর মাধ্যমে ভালবাসা অধিক মাত্রায় আদায় করতে পারে। এর কারণ মহিলার দ্বীনদারীর অভাব ও তার অজ্ঞতা যে, এটি নিশ্চয়ই হারাম। যাদুকর মহিলার কাছে তার স্বামীর কোন কাপড় যেমনঃ রুমাল, টুপি, জামা, গেঞ্জি ইত্যাদি চায় যাতে তার ঘামের গন্ধ থাকে যা নতুন অথবা ধোয়া নয়, বরং ব্যবহৃত। যাদুকর তা থেকে সূতা নেয় আর তাতে গিরা লাগিয়ে কিছু পড়ে ফুঁ দেয়। এরপর সেই মহিলাকে বলে, এই সূতাগুলো নির্জন স্থানে পুঁতে রাখার জন্যে অথবা খাদ্য দ্রব্যে অথবা পানিতে যাদুর ফুঁ দিয়ে দেয়। এই যাদুর নিকৃষ্ট পদ্ধতি হল, অপবিত্র জিনিষ দ্বারা যাদু করা। যেমনঃ হায়েযের রক্ত দিয়ে যাদু করা। অতঃপর সেই মহিলাকে বলা হয়, তা তার স্বামীকে খাইয়ে দিবে বা তার আতর সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে দেবে।

আসক্তকারী যাদুর বিপরীত প্রভাব

১। কখনো যাদুর দ্বারা স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, যে তিন বছর এই প্রকার যাদুর প্রভাবে অসুস্থ ছিল।

২। কখনো আবার ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা সৃষ্টি হতে থাকে। আর এটা এজন্য যে, কিছু যাদুকর যাদুর মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান রাখে না।

৩। কখনো স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এমন যাদু করে বসে যে, তার স্বামী যেন সব মহিলাকে ঘৃণা করে কেবল তাকেই ভালবাসে। যার ফলে সেই ব্যক্তি নিজের মা-বোন এবং তার আত্মীয় মহিলাদের ঘৃণা করতে থাকে।

৪। কখনও তার দ্বিমুখী যাদুর ক্রিয়া উল্টে গিয়ে স্বামী সকল মহিলাকে ঘৃণার সাথে স্ত্রীকেও ঘৃণা করা শুরু করে। এমন খবরও পেয়েছি যে, স্বামী স্ত্রীকে ঘৃণা করে তালাক দিয়ে দেয়। আর স্ত্রী দ্বিতীয়বার দৌড়ে যাদুকরের কাছে যায় যাতে যাদুর প্রভাব নষ্ট করে দেয়; কিন্তু ঘটনাক্রমে যাদুকর তার পৌঁছার আগেই মারা গেছে।

আসক্তকারী যাদু করার কারণসমূহ

১। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে মতভেদ।

২। স্বামীর ধনের প্রতি স্ত্রীর লোভ, বিশেষ করে যদি স্বামী ধনি হয়ে থাকে।

৩। স্ত্রীর ধারণা যে, স্বামী হয়ত অন্য বিবাহ করবে, অথচ শরীয়তে তা জায়েয, তাতে কোন দোষ নেই; কিন্তু বর্তমান যুগের মহিলা বিশেষ করে ধ্বংসাত্মক মিডিয়া প্রভাবিত মহিলারা ধারণা করে থাকে যে, তাদের স্বামী অন্য বিবাহ করার অর্থ হলো সে তাকে ভালোবাসে না। এটি একটি মারাত্মক ভুল। কেননা এমন অনেক কারণ রয়েছে যার ফলে পুরুষ এক, দুই, তিন ও চার পর্যন্ত বিবাহ করে। অথচ দেখা যায় সে তার প্রথম স্ত্রীকেই বেশি ভালোবাসে। যেমনঃ কেউ অধিক সন্তান লাভের জন্য বা কেউ স্ত্রীর ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবের সময় সহবাস না করে ধৈর্য ধরতে পারে না বা কেউ কোন বিশেষ পরিবারের সাথে সম্পর্ক গড়তে চায় বা আরো অনেক কারণ থাকতে পারে।

স্বামীকে আসক্ত করার হালাল যাদু

এটা এমন এক বিষয় যা আমি ফরজ মনে করি মুসলিম রমনীদের জানানো। কথা হল যে, প্রত্যেক নারীই তার স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার জন্যে বৈধ যাদু বা পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

যেমন স্ত্রী তার স্বামীর জন্যে নিজেকে সুসজ্জিত ও পরিপাটি করে রাখবে, স্বামীর সাথে মিষ্টি কথা বলবে, অনুরূপ ফুটন্ত মুচকি হাসি উত্তম ব্যবহার করবে। যাতে তার স্বামী এদিক সেদিক দৃষ্টি না দেয়; বরং নিজের স্ত্রীর দ্বারাই প্রভাবিত থাকে। এছাড়া স্বামীর সম্পদের হেফাযত করবে, তার সন্তানদের যত্ন নিবে। আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যতীত স্বামীকে মান্য করে চলবে; কিন্তু আজকের বিশ্বে দৃষ্টি দিলে সম্পূর্ণই এর বিপরীত দেখতে পাওয়া যায়।

কোন মহিলা কোন অনুষ্ঠানে গেলে অথবা নিজের বান্ধবীদের সাক্ষাতে গেলে এমন ভাবে সাজ-গোছ করে ও গয়না পরে, যেন সে বাসর রাতের বধু। অতঃপর যখন সে সেখান হতে ফিরে আসে সম্পূর্ণরূপে তা খুলে স্বীয় স্থানে রেখে পরবর্তী অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় থাকে অথচ তার স্বামী বেচারা যে তার জন্য এসব বস্ত্র ও গয়না ক্রয় করেছে সে বঞ্চিতই থেকে যায় তা উপভোগ করা হতে। সে তাকে গৃহে সেই পুরাতন পোশাকেই পায়, যা হতে পিয়াঁজ ও রসুন ও পাকের দুর্গন্ধই বের হয়। নারী যদি জ্ঞান করে তবে সে অবশ্যই বুঝবে যে, নিশ্চয়ই তার স্বামীই তার সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য উপভোগের অগ্রাধিকারী। সুতরাং তোমার স্বামী যখন কাজের জন্য বেরিয়ে যায়, তখন দ্রুত তুমি ঘরের কাজ-কর্ম সেরে গোসল করে, সৌন্দর্য ও সুসজ্জিত হয়ে তাঁর অপেক্ষায় থাক। স্বামী কর্ম হতে ফিরলে তাকে মুচকি হাসি দিয়ে অভ্যার্থনা জানাও। সে যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তার সুন্দরী স্ত্রীকে সামনে পাবে, পানাহারও প্রস্তুত, ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, তবে অবশ্যই তার ভালোবাসা তোমার প্রতি অনেক গুণে বেড়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! এটিই তোমার জন্য বৈধ যাদু হিসেবে পাবে। বিশেষ করে তুমি যদি তোমার সৌন্দর্য গ্রহণের নিয়ত কর আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ তারপর স্বামীর দৃষ্টিশক্তি অবনমিত করা। কেননা পরিতৃপ্ত কখনও খাদ্যের আগ্রহ রাখে না; বরং যে তা হতে বঞ্চিত সেই আগ্রহ রাখে। এ মূল্যবান কথাটির প্রতি একটু দৃষ্টি দিবে।

আসক্তকারী যাদুর চিকিৎসা

১। রোগীর জন্যে সেই সব আয়াত পড়তে হবে যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তার মধ্যে সূরা বাকারার ১০২ না পড়ে বরং সূরা তাগাবুন-এর ১৪, ১৫ ও ১৬ নং আয়াত পড়বেঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(سورة التغابن: ١٤-١٥-١٦)

অর্থঃ হে মুমিনগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে কতক তোমাদের শত্রু। অতএব এদের থেকে সাবধান থাক। আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও করুণাময়। নিশ্চয় তোমাদের সম্পদসমূহ ও সন্তানাদি পরীক্ষাস্বরূপ আর আল্লাহর কাছে অনেক নেকী রয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং তার কথা শোন এবং মান আর তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় কর। আর যারা নিজেকে কৃপণতা থেকে বাঁচালো তারাই সফলকাম। (সূরা সোয়াদঃ ১০৮, ১১৬) পড়তে হবে।

২। এক্ষেত্রে রোগী সাধারণতঃ বেহুশ হবে না তবে পার্শ্বদেশ অবশ হয়ে আসবে। মাথা ব্যথা ও বুক ধড়ফড় অনুভব করবে অথবা সে বারবার বমি করবে অথবা পেটে চরম ব্যাথা করবে যদি বিশেষ করে যাদু পান করানো হয়। সুতরাং সে যদি পেটে ব্যাথা অনুভব করে অথবা বমি করতে চায় তবে নিম্নের আয়াতসমূহ পড়ে পানিতে ফুঁ দিবে আর সেই পানি নিজের সামনেই রোগীকে পান করাবে। যদি পানি পান করার পর রোগীর কাল অথবা লাল বমি হয় তবে বুঝতে যে, যাদু শেষ হয়ে গেছে। আর না হয় এই পানি তিন সপ্তাহ অথবা এর বেশী পান করতে বলা হবে। যাতে যাদু শেষ হয়ে যায়। সেই আয়াত হল এইঃ

১।

﴿فَلَمَّا أَلْقَوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

(سورة يونس: ٨١-٨٢)

অর্থঃ "অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেনঃ যাদু এটাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ সম্পন্ন হতে দেন না। আর আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী হক প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২)

২।

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ،رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

(سورة الأعراف: ١١٧-١٢٢)

অর্থঃ "তখন আমি মূসা-এর নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালামঃ তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আলাইহিস সালাম) তা নিক্ষেপ করলে ওটা একটা বিরাট সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলল। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল। যাদুকরগণ তখন সিজদায় পড়ে গেল। তারা পরিস্কার ভাষায় বললোঃ আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি অকপটে ঈমান আনলাম। (জিজ্ঞেস করা হলো— কোন বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? তারা উত্তরে বললো) মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।" (সূরা 'আরাফঃ ১১৭-১২২)

৩।

﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (سورة طه: ٦٩)

অর্থঃ "তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না।" (সূরা ত্বো-হাঃ ৬৯)

৪।

﴿ اللَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـومُ لاَ تَأْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ لَّـهُ مَـا فِـي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

(سورة البقرة: ٢٥٥)

অর্থঃ "আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবন্ত ও সবার রক্ষণা-বেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই; এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন; তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না; তাঁর কুরসী নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত, মহীয়ান!" (সূরা বাকরাঃ ২৫৫)

আয়াতগুলি পানির উপর পড়ুন তবে স্ত্রীর অগোচরে পড়তে হবে। কেননা সে জানতে পারলে পুনরায় সে যাদুর আশ্রয় নিবে।

আসক্তকারী যাদুর এক উদাহরণ

এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলতে লাগল, প্রথম অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক জীবন -যাপন করতাম। এখন জানি না কি হয়ে গেল স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে পারি না। কাজের সময়ও তারই ধ্যান চলে আসে। কাজ শেষ হলে দ্রুত স্ত্রীর কাছে পৌঁছার জন্যে তৎপর থাকি। যদি মেহমানদের মাঝে বসে থাকি তবুও বার বার তাদেরকে রেখে স্ত্রীর কাছে চলে যাই। সব সময় আমি তার পিছনেই থাকি। বুঝে আসছে না আমার কি হয়ে গেল। তাকে ছাড়া আমি আর টিকতে পারছি না। সেই যেন আমাকে এখন পরিচালনা করছে। সে যদি রান্না ঘরে যায় আমি তার পিছে, সে যদি

শয়ন কক্ষে যায় আমি তার পিছে পিছে, আমি তার পিছে পিছে সে যখন ঝাড়ু দেয়। জানি না আমার কি হয়ে গেছে। সে যখন কোন কিছুর আবদার করে সঙ্গে সঙ্গেই তা আমি পূরণ করে দেই।

এসব কথা শোনার পর আমি উল্লেখিত আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে দিলাম আর তাকে দিয়ে বললাম, তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পানি পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে। আর তিন সপ্তাহ পর আমার কাছে আসতে বললাম এবং সাবধান করলাম যে, তার স্ত্রী যেন জানতে না পারে। সে এমনটিই করল এবং সে বলল যে সে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে তবে কিছু লক্ষণ এখনো আছে। আমি তার জন্য দ্বিতীয়বার সেই চিকিৎসাই করলাম। আলহামদুলিল্লাহ এসব আল্লাহ তায়ালার করুণা। আমার এর মধ্যে কোন কর্তৃত্ব নেই।

যাদুর তৃতীয় প্রকার

নজরবন্দী বা ভেল্কিবাজির যাদু

সূরা আরাফে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، قَالَ أَلْقُوْاْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. (سورة الأعراف: ١١٧-١٢٢)

যাদুকররা বলল, হে মূসা আপনি (প্রথম) নিক্ষেপ করবেন না হয় আমরা নিক্ষেপ করব। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, নিক্ষেপ কর। এরপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করল এবং তাদেরকে ভীত করে তুলল। আর আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে নির্দেশ দিলাম যে, আপনি আপনার লাঠিটি নিক্ষেপ করুন। অতঃপর মুহূর্তেই সেই লাঠি (সাপে পরিণত হয়ে) তাদের সমস্ত যাদু বস্তুগুলো গিলে ফেলল। অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হল আর তাদের কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে গেল। সেখানেই তারা পরাজিত হল এবং তারা লাঞ্ছিত হল। আর যাদুকর সকলেই

সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থান করেছি মূসা ও হারুণের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি। (সূরা আরাফঃ ১১৭-১২২)

আর সূরা ত্বা-হায় আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى، قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ (سورة طه:٦٥-٦٦)

অর্থঃ " সেই যাদুকরগণ বলল হে মূসা আপনি প্রথম নিক্ষেপ করবেন না কি আমরা প্রথম নিক্ষেপ করব। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন বরং তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর। অতঃপর মুহূর্তেই তাদের রশি ও লাঠিসমূহ তাদের যাদুর দ্বারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট মনে হয় যে ওগুলো দৌড়াচ্ছে। (সূরা ত্বা-হাঃ ৬৫, ৬৬)

ভেল্কিবাজি যাদুর লক্ষণসমূহ

১। মানুষ কোন স্থিতিশীলবস্তুকে চলতে দেখতে পায়, আবার চলমানকে অচল জড় পদার্থের মত দেখতে পায়।

২। বড় ধরণের বস্তুকে ছোট আর ছোটকে বড় দেখতে পায়।

৩। একটি বস্তু অন্য কোন বস্তুতে রূপান্তরিত দেখা। যেমনঃ মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সময়কালের যাদুর দ্বারা রশি আর লাঠিকে অজগর সাপের রূপে দেখতে পেয়েছিল।

এই যাদু কিভাবে করা হয়?

যাদুকর সাধারণ বা সবার কাছে পরিচিত কোন বস্তু সামনে নিয়ে আসে। অতঃপর নিজে শিরকযুক্ত মন্ত্র পড়ে শয়তানের কাছে প্রার্থনা করে। অতঃপর শয়তানের সাহায্যে সেই বস্তুটি অন্য কোন রূপ দিয়ে দেখানো হয়। এমনি এক ঘটনা এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছে, এক যাদুকর লোকজনের সামনে ডিম রেখে খুব দ্রুত ঘুরায়। অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করল যে, যাদুকর দু'পাথরকে পরস্পর সংঘর্ষ করে দেখতে দেখা যায় দুই

ছাগল লড়ে। এসবের উদ্দেশ্য হল মানুষকে অবাক করে তাদের থেকে অর্থ লুটিয়ে নেয়া।

কখনও আবার যাদুকর এই প্রকার যাদুকে অন্য প্রকার যাদুর জন্যে কাজে লাগায়। যেমনঃ স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের যাদু দ্বারা সুন্দরী স্ত্রীকে কুৎসিত রূপে দেখতে পায় তার স্বামী। আর আসক্তকারী যাদুতে কুৎসিত স্ত্রী সুন্দরীরূপে দেখতে পায় তার স্বামী। আর এ প্রকার যাদু অন্য প্রকারগুলি হতে ভিন্ন যাকে ভেল্কিবাজি বলা হয়। আর সাধারণত হাতের ম্যার-প্যাচের উপর নির্ভর করে।

ভেল্কিবাজির যাদুকে নষ্ট করার পদ্ধতি

এই যাদুকে প্রত্যেক এমন নেক কাজ দ্বারা ভঙ্গ করা যায়, যার দ্বারা শয়তানকে তাড়ানো হয়। যেমনঃ (১) আযান, (২) আয়াতুল কুরসী, (৩) শয়তান বিতাড়িতকারী দু'আ-দরূদ ও (৪) বিসমিল্লাহ বলা। তবে এসব কিছু ওযূ অবস্থায় করতে হবে।

ভেল্কিবাজি যাদুর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবস্থা নেয়ার পরও যদি তা নষ্ট না হয়, তবে বুঝতে হবে ভেল্কিবাজ তার হাতের কারসাজিকেই কাজে লাগিয়েছে, সে আসলে যাদুকর নয়।

ভেল্কিবাজি যাদুর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত ও তার প্রতিকার

এক যাদুকরের কুরআনকে ঘুরানোঃ

মিশরের এক যাদুকর কুরআন ঘুরিয়ে তার তেলেসমাতি জাহের করত লোকজনের সামনে। কুরআনে এক সূতা বেঁধে সেটাকে চাবির সাথে বেঁধে দিত এরপর কুরআন উপরে উঠিয়ে লটকিয়ে রেখে কিছু মন্ত্র পড়ে কুরআনকে বলত ডানে ঘুর আর কুরআন ডানে ভন ভন করে ঘুরত, বামে ঘুরতে বললে বামে ঘুরত। এভাবে মানুষ ফিতনায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম কেননা কুরআনের সাথে এ যাদু। আমি যাদুকরকে চ্যালেঞ্জ করে বললাম আমার সামনে যাদু দেখাতে পারবে না। লোকজন আমার কথা শুনে অবাক হল। আমার সাথে এক যুবক ছিল তাকে অন্য প্রান্তে বসতে বললাম। আমি আমার সাথীকে বললাম বার বার আয়াতুল কুরসী পড়তে থাক। এবার সে আয়াতুল কুরসী পড়তে লাগল। আর আমিও অন্য প্রান্তে আয়াতুল কুরসী

পড়তে লাগলাম। অন্যদিকে যাদুকর তার যাদুমন্ত্র শেষ করে কুরআনকে বলল যে, ডান দিকে ঘুর এবার আর ঘুরছে না। দ্বিতীয়বার সে তার যাদুমন্ত্র পড়ে বলল বামে ঘুর; কিন্তু তার যাদু বিফলে গেল। কুরআন নিজ স্থানে অবস্থান করছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা যাদুকরকে লোক সমাগমের সম্মুখে অপদস্ত করেছেন।

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ﴾ (سورة الحج: ٤٠)

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাকেই সাহায্য করে যে, আল্লাহর আনুগত্য করে।" (সূরা হজ্জঃ ৪০)

চতুর্থ প্রকার যাদু

পাগল করা যাদু

খারেজা বিনতে সালত তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তার নিকট হতে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এমন সময় তিনি দেখতে পান যে, এক পাগল জিঞ্জিরে আবদ্ধ রয়েছে। তার সাথের লোকজন বললঃ আমরা খবর পেয়েছি, আপনাদের সেই মহান সাথী নাকি এক মহান কল্যাণসহ আর্বিভূত হয়েছেন। সুতরাং আপনাদের নিকট এমন কিছু কি আছে যা দ্বারা এ পাগলকে চিকিৎসা করতে পারেন?

অতঃপর আমি সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করলে সে সুস্থ হয়ে গেল। তারা আমাকে এর বিনিময়ে ১০০টি ছাগল দিল। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম। বললেন তুমি কি সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুও পড়েছিলে? আমি বললামঃ না। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! কত কত মানুষ ভ্রান্ত ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা কামাই করে খায়; আর তুমি তা সঠিক ঝাড়-ফুঁকে অর্জন করেছ।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, সেই সাহাবী সূরা ফাতেহা পড়ে তিন দিন সকাল সন্ধ্যা ঝাড়-ফুঁক করেন। যখনই সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করতেন মুখের থুতু জমা করে রোগীর উপর নিক্ষেপ করতেন। (আবু দাউদঃ ত্বিবঃ ১৯, ইমাম নববী সহীহ বলেছেন এবং শায়খ আলবানীও।)

পাগল করা যাদুর লক্ষণসমূহ

১। অস্থিরতা, দিশাহারা ও ভুল-ভ্রান্তি বেশি হওয়া।

২। কথা-বার্তায় সামঞ্জস্যহীনতা।

৩। চোখের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া এবং অসুন্দর হওয়া।

৪। কোন এক স্থানে স্থীর না থাকা।

৫। কোন এক কর্মে স্থীর না থাকা।

৬। নিজে পরিপাটি থাকায় উদাসীনতা।

৭। আর যে সময় তা চূড়ান্তরূপ ধারণ করে সেই রোগী অজানা পথে চলতে থাকে। আর কখনও কখনও নির্জন স্থানে শুয়ে যায়।

পাগল করা যাদু কিভাবে করা হয়?

যেই জ্বিনের উপর এই যাদুর কাজ অর্পিত হয় (যাদুকরের নির্দেশ অনুযায়ী) সেই জ্বিন রোগীর মস্তিষ্কে অবস্থান করে তার স্মরণশক্তি ও চালিকা শক্তির উপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করে ও কন্ট্রোল করে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যার ফলে পাগলের অবস্থায় পতিত হয়।

পাগল করা যাদুর চিকিৎসাঃ

১। ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলি পড়তে হবে।

২। যখন রোগী বেহুশ হয়ে যাবে, তখন তার সাথে সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩। আর যদি রোগী বেহুশ না হয় তবে উল্লেখিত পন্থায় তিন বার অথবা এরও অধিকবার ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। এরপরও যদি বেহুশ না হয় তবে সেই সব সূরাকে কোন ক্যাসেটে রেকর্ড করে তাকে প্রতিদিন দুই অথবা তিনবার এক মাস পর্যন্ত শুনাতে হবেঃ ঝাড়-ফুঁকের আয়াতসমূহও সূরাগুলি হলোঃ

সূরা বাকারা, হুদ, হিজর, সাফফাত, ক্বাফ, আর রহমান, মূলক, জ্বিন, আ’লা, যিলযাল, হুমাযা, কাফিরুন, ফালাক, ও সূরা নাস। দেখা যাবে এসব সূরা শুনার ফলে রোগীর অন্তরে ধড়ফড় শুরু করবে এমনকি রোগী আয়াত

শুনতে শুনতে বেহুশ হয়ে যেতে পারে। এরপর জ্বিন কথা বলতে থাকবে আর কখনও কষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে পনের দিনের অধিকও থাকতে পারে। অতঃপর ধীরে ধীরে কমতে কমতে মাসের শেষে একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় রোগীকে আয়াতগুলো তার উপর স্বাভাবিকতা আসার জন্য পড়তে থাকতে হবে।

৪। চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীকে ব্যাথা কমের কোন ঔষধ ব্যহার করতে দেয়া যাবে না। কেননা এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খারাপ হতে পারে।

৫। চিকিৎসাকালীন সময়ে বিদ্যুতের ঝটকা দেয়া যেতে পারে। কেননা তাতে যেমন দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করতে পারে তেমনি জ্বিনের জন্যও বেশি কষ্টের কারণ হয়ে থাকে।

৬। এমনও হতে পারে যে, আপনি এক মাসের সময় থেকে কম নির্ধারণ করতে পারেন। অথবা তিন মাস অথবা এর অধিকও হতে পারে।

৭। চিকিৎসার সময়কালে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, রোগী যেন কোন সাগীরা ও কাবীরা গোনাহ যেন না করে। যেমনঃ গান-শোনা ধুমপান, অথবা নামায না পড়া ইত্যাদি। আর যদি মহিলা হয় তবে বেপর্দা যাতে না থাকে।

৮। যদি রোগীর পেটে ব্যাথা হয় তবে বুঝতে হবে যে, রোগীকে যাদু করা বস্তু পান করানো হয়েছে অথবা খাওয়ানো হয়েছে। আপনি তখন উল্লেখিত আয়াত তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে সুস্থ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পান করাবেন, যাতে যাদুর প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে যায়। অথবা রোগী বমি করে দেয়।

পাগল করা যাদুর কতিপয় উদাহরণ

প্রথম উদাহরণঃ

কিছু লোক এক ব্যক্তিকে জিঞ্জিরে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসল সে আমাকে দেখামাত্র যারা তাকে বন্দি করে নিয়ে আসছিল তাদেরকে এমন জোরে লাথ মারল যে, তারা অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। এরপর তাদের সবাই মিলে তাকে বশে এনে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর আমি কুরআন পড়ে ঝাড়তে লাগলাম এরই মধ্যে সে আমার চেহারায় থুতু দিতে লাগল। এরপর আমি কতক ক্যাসেট ৪৫ দিন পর্যন্ত শুনতে দিলাম আর ৪৫ দিন পর আমার

কাছে আসতে বললাম। আর যখন তারা পুনরায় রোগীকে নিয়ে আসল তখন চেতনা ও অনুভূতি রোগীর মধ্যে ছিল। আর প্রথমবার যেই বেআদবী করেছিল তাতে সে লজ্জিত ছিল, কেননা সে তখন পাগল অবস্থায় ছিল। আর এখন সেই কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করে তাকে কোন দূর্ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। অতঃপর সে পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফেরত চলে গেল। আর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমাকে আল্লাহ সুস্থ করে দেয়ায় কোন দান খয়রাত দিতে হবে কি না? অথবা রোযা রাখা জরুরী কিনা? আমি উত্তরে বললাম তা তোমার জন্যে ওয়াজিব নয় তবে যদি তুমি সাদকা কর তবে তা উত্তম।

দ্বিতীয় উদাহরণঃ

একদিন আমার কাছে এক এমন যুবক আসল সে যে পাগল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যখনই আমি কুরআন পড়তে লাগলাম তখন বুঝা গেল যে, যাদুর দ্বারা তাকে পাগল করা হয়েছে, সে কয়েকদিন পর বিয়ে করতে যাচ্ছিল। অতঃপর আমি আরও আয়াত পড়ে তাকে ঝাড়লাম এবং কুরআনের ক্যাসেট এক মাস পর্যন্ত শুনতে বললাম। আর এরপর আসতে বললাম। প্রায় বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার এক আত্মীয় সুসংবাদ দিল যে, সে পূর্ণ সুস্থ এবং সে বিয়েও করেছে।

আলহামদুলিল্লাহ এই সব আল্লাহ তায়ালার দয়া ও কৃপার ফল।

পঞ্চম প্রকার যাদু

একাকিত্ব ও নির্জনতা পছন্দের যাদুঃ

এই যাদুতে নিম্নের লক্ষণসমূহ পাওয়া যায়।

১। একাকিত্বকে পছন্দ করা।

২। সম্পূর্ণরূপে আলাদা থাকা।

৩। সর্বদায় চুপ থাকা।

৪। মানুষের সাথে সামাজিকতাকে ঘৃণা করা।

৫। অস্বস্থি মেজাজ।

৬। সব সময় মাথা ব্যাথা।

এই প্রকার যাদু যেভাবে করা হয়ে থাকেঃ

যাদুকর জ্বিনকে সেই ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করে যাকে যাদু করতে চায়। আর জ্বিনকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন ব্যক্তিটির মস্তিষ্ককে নিজ আয়ত্বে নিয়ে আসে। আর এ যাদুর প্রভাব এতোই বেশি হয় জ্বিন যত শক্তিশালী হয়।

এই প্রকার যাদুর চিকিৎসাঃ

১। পূর্বের পদ্ধতিতে তাকে ঝাড়বে। আর যখন রোগী বেহুশ হয়ে যাবে তখন তাকে উত্তম কাজের নির্দেশ আর অন্যায়, অবিচার, পাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবে। যেমনঃ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। আর যদি রোগী বেহুশ না হয় তবে কুরআনের ক্যাসেট তাকে শোনার জন্য দিবে যাতে থাকবে (১) সূরা ফাতেহা, (২) সূরা বাকারা (৩) আলে-ইমরান, (৪) সূরা ইয়াসীন, (৫) আসসাফফাত, (৬) আদ্দুখান, (৭) যারিয়াত, (৮) হাশর, (৯) মাআরেজ, (১০) গাশিয়া, (১১) যিলযাল, (১২) আলক্বারিয়া, (১৩) ফলাক ও (১৪) সূরা নাস।

এই সমস্ত সূরাসমূহকে তিনটি ক্যাসেটে রেকর্ড করবে আর রোগীকে বলবে, এক ক্যাসেট সকালে ও দ্বিতীয়টি বিকালে ও অন্যটি ঘুমানোর সময় শুনবে। এভাবে ৪৫ দিন শুনবে বা মেয়াদ ৬০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

উক্ত সময় অতিক্রম করলে আল্লাহর ইচ্ছায় সে আরোগ্য লাভ করবে।

৪। রোগী তার আরামের জন্যে কোন ঔষধ ব্যবহার করবে না।

৫। রোগী যদি পেটে ব্যাথা অনুভব করে তাহলে উল্লেখিত সূরা সমূহ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে উপরোক্ত মেয়াদ পর্যন্ত পান করতে দিবে।

৬। আর যদি রোগীর সর্বদায় পেটে ব্যাথা থাকে তবে সেই পানির দ্বারা প্রতি তিন দিন অন্তর অন্তর গোসল করবে তবে শর্ত হলো সে পানি বৃদ্ধি করে নিবে না বা গরম করবে না এবং পরিস্কার জায়গায় গোসল করবে।

ষষ্ঠ প্রকার যাদু

অজানা আওয়াজ শুনতে পাওয়া

১। ভীতিজনক স্বপ্ন দেখা।

২। স্বপ্নে কাউকে ডাকতে দেখা।

৩। জাগ্রত অবস্থায় আওয়াজ শোনা অথচ কাউকে দেখতে না পাওয়া।

৪। ওয়াসওয়াসা বৃদ্ধি পাওয়া।

৫। নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া।

৬। স্বপ্নে উচুঁ স্থান থেকে নিচে পড়ে যেতে দেখা।

৭। স্বপ্নে ভয়ঙ্কর জন্তুকে দেখতে পাওয়া যা তাকে তাড়া করছে।

এই প্রকার যাদু যেভাবে করা হয়ে থাকেঃ

যাদুকর কোন জ্বিনকে এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে যে, অমুক ব্যক্তিকে নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থায় ভীতিজনক কিছু দেখাও, অতঃপর সেই জ্বিন নিদ্রা অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে ভয়ঙ্কর জন্তুর রূপ ধারণ করে ভীতি প্রদর্শন করে। আর কখনও জাগ্রত অবস্থায় ভীতিজনক আওয়াজে তাকে ডাকে। কখনও সেই কণ্ঠ পরিচিত মনে হয় কখনো অপরিচিত। এই যাদু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কখনও মানুষ পাগল হয়ে যায় আবার কখনও ওয়াসওয়াসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে প্রতিক্রিয়া যাদুর শক্তি অনুযায়ী কম বা বেশি হয়ে থাকে।

এই প্রকার যাদুর চিকিৎসাঃ

১। পুস্তকে প্রাথমিক আলোচনায় যাদুর চিকিৎসার যেই পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তা অবলম্বন করবে।

২। বেহুশ হলে যেই পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে।

৩। যদি রোগী বেহুশ না হয় তবে চিকিৎসায় নিম্নের নির্দেশনা প্রদান করবেঃ

(১) ঘুমানোর পূর্বে ওযু, এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে। (২) রোগী দু'হাত প্রার্থণার মত উঠাবে এবং সূরা নাস, সূরা ফালাক ও সূরা ইখলাস পড়ে দু'হাতে ফুঁ দিবে এবং সমস্ত শরীর দু'হাতে স্পর্শ করবে এমনটি তিনবার করবে। (বুখারী ও মুসলিম) (৩) সকালে সূরা সাফফাত পড়বে আর সূরা দুখান রাতে ঘুমানোর সময় পড়বে অথবা কমপক্ষে এই দু'টি সূরা শুনবে।

৪। তিন দিন অন্তর অন্তর সূরা বাকারা পড়বে অথবা শুনবে।

৫। প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার নিম্নের দু'আ পড়বেঃ

﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (سورة التوبة:١٢٩)

অর্থঃ " অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাওঃ আমার জন্যে তো আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই আমি তাঁরই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন মহা আরশের মালিক।" (সূরা তাওবাঃ ১২৯)

৬। প্রত্যেক দিন রাতে ঘুমানোর সময় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়বে। (বুখারী ও মুসলিম)

৭। শোয়ার সময় রোগী এই দু'আ পড়বেঃ

(بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الأَعْلَى)

৮। নিম্নের সূরাসমূহ ক্যাসেটে রেকর্ড করে রোগীকে প্রত্যহ তিন বার শুনাবেঃ সুরা ফুসসিলাত, সূরা ফাতাহ, সূরা জ্বিন।

এভাবে এক মাস চালাবে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

সপ্তম প্রকার যাদু

কাউকে যাদুর মাধ্যমে শারীরিকভাবে রোগী বানিয়ে দেয়াঃ

এই যাদুর লক্ষণসমূহ

১। শরীরের কোন অঙ্গে সর্বদায় ব্যাথা থাকা।

২। শরীরে ঝাকুনি বা খিচুনী এসে বেহুশ হয়ে যাওয়া।

৩। শরীরের কোন অঙ্গ অচল হয়ে যাওয়া।

৪। সমস্ত শরীর নির্জীব হয়ে যাওয়া।

৫। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন একটি কাজ না করা।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করতে হয় যে, এই লক্ষণসমূহ সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তবে এর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যে রোগীর উপর কুরআন পড়ে ঝাড়লে রোগী যদি কোনরূপ খিচুনী অনুভব করে অবশ হয়ে যায়, অথবা সে বেহুশ হয়ে পড়ে অথবা শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয় অথবা মাথায় ব্যাথা অনুভব হয় তবে বুঝতে হবে যে, রোগীকে যাদু করা হয়েছে। আর এমনটি না হলে বুঝতে হবে যে এটা সাধারণ রোগ এর চিকিৎসা ডাক্তার দিয়ে করতে হবে।

এই যাদু কিভাবে হয়ে থাকেঃ

এটা সবার কাছেই জানা যে, মানুষের মস্তিষ্ক সব অংশের মূল শরীর যে কোন অংশকে মস্তিষ্ক পরিচালনা করে এবং বিপদ আসলে বিপদ সংকেত দিয়ে অঙ্গকে রক্ষা করে। আর তা সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যেই হয়ে থাকে।

﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ (سورة لقمان: ١١)

অর্থঃ "এটা আল্লাহর সৃষ্টি আর আল্লাহ ব্যতীত যে (সব মিথ্যা) মাবুদ রয়েছে তাদের সৃষ্ট কিছু আমাকে দেখাও।" (সূরা লোকমানঃ ১১)

যখন মানুষ এই ধরণের যাদুতে আক্রান্ত হয় তখন জ্বিন লোকটির মস্তিষ্ককে আয়ত্বে নিয়ে আসে। অতঃপর যাদুকর যে অঙ্গের সমস্যা করতে বলে সেই জ্বিন সেই অঙ্গের সমস্যাই করে। অতএব হয়ত জ্বিন মানুষের শ্রবণ শক্তি অথবা দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র বিন্দুতে প্রভাব বিস্তার করে অথবা মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্ক যে কোন অঙ্গে রগ যার সম্পর্ক অঙ্গে প্রভাবিত করে এমতাবস্থায় অঙ্গ তিনটি অবস্থায় পতিত হতে পারেঃ

এর তিন অবস্থাঃ

১। হয়ত জিন আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে কোন অঙ্গে চালিকা শক্তি একেকবার নিস্তেজ করে দেয় তখন সে অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে যায় ফলে সে রোগী সম্পূর্ণরূপে অন্ধ অথবা শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলা।

২। অথবা জিন আল্লাহর শক্তির দ্বারাই কোন অঙ্গেও চালিকা শক্তি অচল করে আবার কখনো ছেড়ে দেয় যার ফলে সে অঙ্গ কখনো ঠিক হয়ে যায় আবার পুনরায় সে আক্রান্ত হয়ে যায়।

৩। অথবা রোগীর মস্তিষ্কের চালিকা শক্তি বরাবর চলমান থাকা অবস্থায় তার কোন অঙ্গ ছিনিয়ে নেয় তখন আর নড়াচড়া থাকে না। যার জন্যে অঙ্গসমূহের কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হয় যদিও তা অবশ নয়। আর আল্লাহ তায়ালা যাদুকরদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ﴾

অর্থঃ "আর তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কাউকে ক্ষতি করতে পারবে না।"

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাদুকর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কাউকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাই সমস্ত রোগ ব্যধি আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় মুক্তি পায়। ঔষধ ব্যতীতও যে, ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগমুক্তি হয়, অনেক ডাক্তারই তো মানতে চায় না। তবে বাস্তব প্রমাণ দেখার পর তারা মানতে বাধ্য হয়।

এক ডাক্তার আমার কাছে এসে বলতে লাগল যে, আমি একটি ব্যাপারে এসেছি যা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে ফেলেছে। আমি বললাম কি সেই ব্যাপার? সে বললঃ এক ব্যক্তি আমার কাছে তার একটি ছেলে নিয়ে

আসল যে পোলিও রোগে আক্রান্ত অর্থাৎ তার বাচ্চাটির শরীরের অচল অবস্থা হয়েছিল। যখন আমি চেক-আপ করে জানতে পারলাম যে, সে মেরুদন্ডজনিত এমন রোগে আক্রান্ত যার কোন চিকিৎসা নেই। অপারেশনও বিফল; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর লোকটি আমার নিকট আসলে আমি তার সেই চার হাত পা অচল ছেলেটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলেঃ আলহামদুলিল্লাহ এখন সে বসে এমনকি দেয়ালের উপর দিয়ে চলে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তোমার সন্তানকে কার নিকট হতে চিকিৎসা করেছ?

উত্তরে সে বললঃ শায়খ ওহীদের কাছে।

ডাঃ বললঃ তাই আমি আপনার কাছে বিষয়টি জানতে এসেছি যে, আপনি তার চিকিৎসা কিভাবে করেছেন?

আমি সেই ডাক্তারকে বললাম, আমি কুরআনের আয়াত পড়েছি এবং কালো জিরার তেলের উপর ফু দিয়ে অবশ অঙ্গগুলিতে মালিশ করতে বললাম। আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। এসব আল্লাহর কৃপা আমার কাছে কিছুই নেই।

এই প্রকার যাদুর চিকিৎসাঃ

১। যেমন আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি অনুরূপ, রোগীর সামনে কোরআনের আয়াত তিনবার তেলাওয়াত করার পর রোগী বেহুশ হয়ে গেলে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে চিকিৎসা করতে হবে।

২। আর যদি রোগী বেহুশ না হয় আর সামান্য লক্ষণ কেবল দেখা দেয় তবে নিম্নের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবেঃ ক্যাসেটে সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা দুখান, সূরা জ্বিন এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ছোট সূরা সমূহ সূরা বাইয়্যিনা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত রেকর্ড করে রোগীকে দিবে। আর রোগী তা প্রত্যেকদিন তিনবার শুনবে।

এছাড়া রোগীকে কালো জিরার তেলের সাথে নিম্নের দু'আ, আয়াত ও সূরাসমূহ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিবে এবং গুরুত্বের সাথে রোগীর কপালে ও ব্যথিত স্থানে সকাল-সন্ধ্যা মালিশ করতে বলবে।

সেই সব আয়াত ও সূরা এইঃ (১) সূরা ফাতেহা, (২) সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

(৩) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَ هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ এই আয়াতটি সাতবার পড়বে।

(৪) بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك

(৫) اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لايغادر سقمًا

এই আমল ষাট দিন পর্যন্ত করবে। সুস্থ হলে তো ভাল আর না হয় দ্বিতীয়বার উক্ত ঝাড়-ফুঁক করবে অতঃপর একই পদ্ধতি প্রদান করবে। দ্বিতীয়বারের মত অনুরূপভাবে যা তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন সেভাবে পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

এ ধরণের চিকিৎসার কতিপয় উদাহরণঃ

এক মাস ব্যাপী এক মেয়ে কথা বলে না

এক মেয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে এক মাস থেকে। সে নিজের ভাই এবং বাবার সাথে আমার নিকট আসল। তারা বললেন, তার মুখ এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে, খাওয়া-দাওয়ার জন্যেই তার মুখ জোর করে খুলতে হয়। তারা বললেন, এমন অবস্থা তার ৩৫ দিন ব্যাপী। তারপর ওর উপর যখন কুরআন পড়লাম আর সে তা শ্রবণ করে কথা বলা শুরু করল আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর সে বাকশক্তি ফিরে পেলো।

জ্বিনে এক মহিলার পা ধরে রাখাঃ

এক মহিলা আমার কাছে এসে বলল, তার পায়ে অত্যান্ত ব্যাথা। আমি মনে করলাম যে, হয়তো তার পা কোন ব্যাধির কারণে এমন হয়েছে। কেননা সে একেবারেই পা উঠাতে পারছিল না।

তবুও আমি ঝাড়-ফুঁক শুরু করলাম। সেই মহিলা সূরা ফাতেহা শোনামাত্রই বেহুশ হয়ে গেল। আর জ্বিন কথা বলতে লাগল, সে বললঃ সে এই মহিলার পা ধরে রেখেছে। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে এই মহিলার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও। আলহামদু লিল্লাহ সেই মহিলা থেকে জ্বিন বের হয়ে গেল। আর সে হাঁটা শুরু করল।

এক ব্যক্তির চেহারা জ্বিন বাঁকা করে দিয়েছিলঃ

একদিন এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল যার চেহারা ডান দিক ঘুরানো ছিল। আমি যখন তাকে উক্ত ঝাড়ফুক করলাম তখন জ্বিন কথা বললঃ এই ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে যার জন্যে আমি তার চেহারা ঘুরিয়ে দিয়েছি। অতঃপর আমি জ্বিনকে ওয়াজ নসীহত করলাম যার ফলে আলহামদু লিল্লাহ জ্বিন সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিল। আর সেই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে দাঁড়াল ও তার মুখমন্ডল ও সোজা হয়ে গেল।

এমন এক মেয়ের ঘটনা যার চিকিৎসায় ডাক্তারও অপারগঃ

একদিন এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, তার মেয়ে হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে বেহুশ হয়ে যায় এরপর দু'মাস পর্যন্ত কথা বলতে পারে না। শুধু এখন শুনতে পায়। খাবার খেতে পারে না, আর না সে তার শরীরের কোন অঙ্গ নড়া-চড়া করে। বর্তমানে সে সৌদি আরবের আবহা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডাক্তারগণ বলেছেন তার জন্য সকল প্রকার টেষ্ট করা হয়েছে; এমন কি একজন ডাক্তার বলেন তার সব রিপোর্ট ভাল; কিন্তু বুঝে আসছে না এর মূল তথ্য ও রহস্য। এখন সে কঠিন মুহূর্তে সময় কাটছে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার জন্যে তার গলায় ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে। আর নাক দিয়ে পাইপের মাধ্যমে তার পেটে খাবার দেয়া হয় যাতে বাকী জীবন এভাবে চলতে পারে।

আমি চিকিৎসার জন্যে কারো কাছে যাই না; যদিও সে যে কেউ হোক; সে যেহেতু আমার এক প্রিয় বন্ধু এবং বড় আলেম শায়খ সাঈদ বিন মুসফির ক্বাহতানীর মাধ্যম নিয়ে আমার কাছে এসেছিল এজন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে সাথে যেতে হয়।

হাসপাতালে প্রবেশের বিশেষ অনুমতি পাওয়ার পর উপরোক্ত মেয়ের চিকিৎসার জন্যে তার কাছে পৌছলাম। সেখানে দেখতে পেলাম যে, মেয়েটি বোবা হয়ে তার বিছানায় শুয়ে আছে। সে শুনতে ও দেখতে পায় মাত্র; কিন্তু বলতে পারে না, এক মাথা ছাড়া কোন কিছু নড়াতেও পারছে না এবং দুর্বল হয়ে এমন অবস্থায় পৌছেছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমি তাকে কিছু লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে মাথায় না বোধক উত্তর দেয়। আমি বুঝতে পারলাম না তার কি হয়েছে এরপর আমি নামায পড়ার জন্যে মসজিদে গেলাম সেখানে নামায পড়ে তার সুস্থতার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করি এবং ফিরে এসে আমি তার মাথায় হাত রেখে সূরা ফালাক্ব তেলাওয়াত করি এবং নিম্নে দু'আটি পড়িঃ

((اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البأسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شفاءَ إلاَّ شِفَاءُكَ شفاءً لاَ يُغَادِرُ سقمًا.))

অতঃপর মেয়েটি আল্লাহ তায়ালার করুণায় কথা বলতে লাগল। তার বাবা ও ভাই খুশিতে কেঁদে ফেলল। তার পিতা আমার মাথায় চুম্বন করতে চাইলে আমি তাকে বললাম যে, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। এসব আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী। এরপর মেয়েটি বলল যে, আমি হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে যেতে চাই। অতঃপর তারা তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল।

জ্বিনের যাদুর স্থান দেখানোঃ

এক অসুস্থ যুবক আমার কাছে আসল। যখন আমি তার সামনে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলাম তখন তার ভীতরের জ্বিন কথা বলতে লাগলঃ সে যাদুর দায়িত্বপ্রাপ্ত তাকে অমুক ব্যক্তি যাদু করেছে। আর যাদুর জিনিসগুলো এক খুঁটির মধ্যে রাখা আছে। এরপর আমি জ্বিনকে বের হয়ে যেতে বললাম অতঃপর সে বের হয়ে গেল আলহামদু লিল্লাহ। আর রোগীর লোকজন খুঁটির নিচে কিছু ছিন্ন-ভিন্ন কাগজের টুকরা পেল যাতে কিছু কিছু অক্ষর লিখা আছে। তারা সেগুলো পানিতে নিক্ষেপ করে যাদুকে নিঃশেষ করলো। আলহামদু লিল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে গেল।

অষ্টম প্রকার যাদু

ইস্তেহাযা অর্থাৎ জরায়ু থেকে অনিয়মিত দীর্ঘ মেয়াদী স্রাবের যাদু

এই যাদুর বিবরণঃ

এ প্রকার যাদুর মাধ্যমে কেবল মহিলারাই আক্রান্ত হয়ে থাকে। যে মহিলাকে স্রাব প্রবাহিত করিয়ে যাদু করা হয় যাদুকর সে মহিলার শরীরে জ্বিন প্রেরণ করে সেই জ্বিন তখন তার রগে রক্তে চলতে থাকে, যেমনঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "শয়তান আদম সন্তানের ভেতরে রক্ত প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

জ্বিন যখন মহিলার জরায়ুর বিশেষ রগ পর্যন্ত পৌছে ওটাকে আঘাত করে; যার ফলে সেই রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামনা বিনতে জাহাশের ইস্তেহাযা বিষয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন এটাতো শয়তানের একটি আঘাত মারার ফল। (হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ) অন্য এক বর্ণনাতে আছে "এটা তো রগের রক্ত হায়েয নয়।" (নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ)

উভয় বর্ণনা একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, ইস্তেহাযা সেই সময়ই হয়ে থাকে যখন শয়তান মহিলার জরায়ুতে যে রগগুলো রয়েছে তার কোনটিতে যখন আঘাত হানে।

স্রাবের যাদু কি?

মুসলিম মনীষীগণ এই রক্তের নামকরণ করেছে ইস্তেহাযা আর ডাক্তারগণ তাদের পরিভাষায় বলেন জরায়ু স্রাব।

আল্লামা ইবনে আসীর বলেন ইস্তোহাযা বলা হয় ঋতু স্রাবের নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ে রক্ত প্রবাহিত হলে। (নিহায়াঃ ১/৪৭৯) এর সময়সীমা কয়েকমাস পর্যন্ত হতে পারে। রক্তের পরিমাণ কখনও কম হয় কখনও বেশি।

চিকিৎসা

উপরোক্ত ঝাড়-ফুঁক পানিতে পড়ে সে পানি পান করবে ও তা দ্বারা গোসল করবে তিনদিন তা ব্যবহার করলে আল্লাহর হুকুমে স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। দীর্ঘ সময় পার হলেও যদি রক্ত প্রবাহ বন্ধ না হয় তবে "লিকুল্লি নাবায়িন মুসতাক্বর" এই আয়াতকে পরিচ্ছন্ন কালির মাধ্যমে লিখে পানিতে গুলিয়ে রোগীকে দুই অথবা তিন সপ্তাহ পান করাবে। ইনশাআল্লাহ রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

এই যাদুর চিকিৎসার এক বাস্তব উদাহরণঃ

এই রোগে আক্রান্ত এক মহিলা আমার কাছে আসল। অতঃপর আমি তাকে কুরআনের আয়াত পড়ে ঝাড়লাম এবং কুরআনের ক্যাসেট শুনার জন্যও দিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ সে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে। আর কুরআনের আয়াত বৈধ কালি দ্বারা লিখিত আয়াতকে পানিতে মিশ্রিত করে সে পানি পান ও তা দ্বারা গোসলের বৈধতার শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মত দিয়েছেন। (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াঃ ১৯/৬৪)

নবম প্রকার যাদু

বিয়ে ভাঙ্গার যাদু

এই যাদু কিভাবে করা হয় তার বর্ণনাঃ বিয়ের বিরোধী ও হিংসুক ব্যক্তি খবীস যাদুকরের কাছে গিয়ে আবদার করে যে, অমুকের মেয়েকে এমন যাদু কর যেন সে বিয়ে করতে অস্বীকার করে।

যাদুকর তাকে বলে, এই কাজ সহজ তুমি শুধু সেই মেয়ের কোন বস্তু যেমনঃ চুল, কাপড় ইত্যাদি এনে দাও। আর তার ও তার মার নাম এনে দাও। এরপর কাজ সহজে হয়ে যাবে। যাদুকর এই কাজের জন্যে জ্বিন নির্ধারণ করে। অতঃপর জ্বিন সেই মেয়ে অথবা ছেলের পিছু করতে থাকে। আর নিম্নের যে কোন এক অবস্থায় পেলে তার মধ্যে প্রবেশ করেঃ

১। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থা।

২। অতি মাত্রায় রাগান্বিত অবস্থা।

৩। অতি উদাসীন বা গাফিলতির অবস্থা।

৪। অতিমাত্রায় যৌন স্পৃহার অবস্থায়।

এক্ষেত্রে জ্বিন দু'অবস্থার এক অবস্থা গ্রহণ করেঃ

১। হয়ত মেয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তার অন্তরে ঘৃণা জন্মায় ফলে যে ব্যক্তিই তাকে প্রস্তাব দেয় তা প্রত্যাখ্যান করে।

২। মহিলার ভেতর প্রবেশ না করতে পারলে, সে ছেলের ভেতরে প্রবেশ করে তার অন্তরে ঘৃণা জন্মায় যে, পাত্রী অসুন্দর ও কুৎসিত। পরিণামে যে ব্যক্তিই সেই মেয়েকে প্রস্তাব দেয় বিনা কারণেই সে পরক্ষণেই প্রত্যাখ্যান করে যদিও প্রথমে সে সম্মত ছিল। আর তা শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলেই, এরূপ অবস্থায় যাদুর প্রচন্ডতার কারণে পুরুষ প্রস্তাবের জন্য মহিলার বাড়িতে যাওয়ার পর হতেই অস্থিরতা বোধ করতঃ দ্রুত সেখান হতে বিদায় হয়ে যায় এর বিপরীতও হতে পারে।

এই যাদুর লক্ষণসমূহঃ

১। বিভিন্ন সময়ে মাথা ব্যাথা হওয়া যার চিকিৎসা কোন ঔষধে হয় না।

২। মানুষিক অশান্তি বিশেষ করে আসরের পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত।

৩। বিয়ের প্রস্তাবকারীকে খুব খারাপ মনে হওয়া।

৪। সর্বাদায় মস্তিষ্কে অশান্তি বিরাজ করা।

৫। ঘুমের মধ্যে স্বস্তি না পাওয়া।

৬। পেটে সর্বদায় ব্যাথা অনুভব করা।

৭। পিঠের নিম্নাংশের জোড়ে ব্যাথা অনুভব হওয়া।

এই ধরণের যাদুর চিকিৎসাঃ

১। আপনি উল্লেখিত আয়াতসমূহ ও দু'আ পড়ে ঝাড়বেন। তবে যদি রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে আর জ্বিন কথা বলতে থাকে তবুও সেই পূর্বের উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

২। আর যদি রোগী বেহুশ না হয় আর শরীরে অন্য ধরণের পরিবর্তন অনুভব করে তবে তাকে নিম্নের নির্দেশনা মেনে চলার জন্যে বলতে হবেঃ

১। সকল নামায সঠিক সময়ে পড়ার পাবন্দি থাকতে হবে।

২। গান-বাজনা থেকে বেঁচে চলতে হবে।

৩। শুয়ার পূর্বে অযূ করে আয়াতুল কুরসী পড়ে নিবে।

৪। দু'হাত তুলে শুয়ার পূর্বে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে হাতে ফু দিয়ে সমস্ত শরীর স্পর্শ করবে (এমনটি তিনবার করবে)

৫। আয়াতুল কুরসী এক ঘন্টার ক্যাসেটে বার বার রেকর্ড করে দৈনিক একবার শুনবে।

৬। অন্য একটি এক ঘণ্টার ক্যাসেটে বার বার সূরা ফালাক, নাস ও ইখলাস রেকর্ড করে দৈনিক কমপক্ষে একবার শুনবে।

৭। পূর্বে বর্ণিত কুরআনের আয়াতসমূহ ও দু'আ পড়ে পানিতে ফু দিয়ে রোগীকে পান করতে বলবে এবং সেই পানি দিয়ে গোসল করাবে এই কাজটি তিন দিন করবে। আর গোসল কোন পবিত্র স্থানে করবে।

৮। রোগী অবশ্যই ফজরের নামাযের পর দৈনিক

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

একশ'বার পড়বে।

৯। শরয়ী পর্দা মেনে চলবে।

এই আমল এক মাস পর্যন্ত করবে। এরপর দু'টি অবস্থার একটি হবেঃ

১। ইনশাআল্লাহ হয়ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে অথবা তার কষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআন পড়ে রোগীকে ঝাড়লে বেহুশ হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় পূর্বের বর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

বিয়ে ভাঙ্গার যাদুর চিকিৎসার এক উদাহরণঃ

এক এমন মেয়ের ঘটনা, যে রাতে বিয়েতে সম্মতি দেয়, সকালে অস্বীকার করে। একদিন আমার নিকট এক যুবক এসে বলল, আমাদের এক মেয়ের বিষয়টি খুবই আশ্চর্যের। সে রাতে বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দেয়, আর সকাল বেলা অস্বীকার করে। তাতে কোন যৌক্তিক কারণও থাকে না। আর বিষয়টি বার বার এমন হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

আমি তাকে বললাম তাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। সুতরাং সে মেয়েটিকে নিয়ে আসল। আমি যখন দু'আ ও কুরআনের আয়াত পড়ে ঝাড়লাম মুহূর্তেই সে বেহুশ হয়ে গেল। এরপর তার মধ্যে প্রবেশ করা জ্বিন কথা বলতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে?

উত্তরে বললঃ আমি অমুক জিন।

আমি বললামঃ তুমি এই মেয়েটিকে কেন কষ্ট দিচ্ছ?

উত্তরে বললঃ আমি তাকে ভালোবাসি।

আমি বললামঃ এটাতো তোমার ভালোবাসা নয়। তুমি আসলে কি চাও?

সে বললঃ আমি চাই, এই মেয়ে যেন বিয়ে না করে।

আমি বললামঃ তুমি তাকে কিভাবে প্রতারিত কর, যাতে সে বিয়েতে অস্বীকার করে?

উত্তরে বললঃ যখনই বিয়ের জন্যে তার কাছে কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসে সে সম্মতি দেয়; কিন্তু রাতে তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে আমি ভয় দেখাই যে তুমি যদি বিয়ে কর তবে তোমার জন্য তা অকল্যাণ হবে।

আমি বললামঃ তোমার ধর্ম কি?

সে বললঃ ইসলাম।

আমি বললামঃ তবে তোমার জন্য এটা জায়েয নয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তুমি নিজেও ক্ষতি করবে না এবং ক্ষতির কারণও হবে না।" (ইবনে মাজাহঃ ২৩৪০ আলবানী সহীহ বলেছেন।) অথচ তুমি যা করছ তা একজন মুসলমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছ। আর এটা শরীয়তে না জায়েয। শেষ পর্যন্ত সেই জিন আমার কথায় প্রভাবিত হল এবং বের হয়ে গেল। তার হুশ ফিরে সে ভাল হয়ে গেল। সমস্ত প্রশংসার অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর সবকিছুর ক্ষমতা আল্লাহর হাতে।

যাদুর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

১। যাদুর লক্ষণসমূহ আর জ্বিনে ধরা লক্ষণসমূহ এক হতে পারে।

২। পেটে সর্বদা ব্যাথা হলে বুঝতে হবে, যাদু করে খাওয়ানো হয়েছে অথবা পান করানো হয়েছে।

৩। কুরআনে কারীমের মাধ্যমে চিকিৎসা ফলপ্রসূ হওয়া দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ

প্রথমতঃ চিকিৎসককে আল্লাহ তায়ালার হুকুমের পাবন্দ হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ রোগীর কুরআনের চিকিৎসার কার্যকারীতা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

৪। অন্তরে অস্থিরতা বিশেষ করে রাতে। এই লক্ষণটি অধিকাংশ যাদুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৫। যাদুর স্থান দু'ভাবে সন্ধান পাওয়া যেতে পারেঃ প্রথমতঃ যাদুতে নির্ধারিত জ্বিনের সত্য সংবাদে যে অমুক স্থানে যাদুর বস্তু রয়েছে। তবে জ্বিনের কথা যাঁচাই না করে বিশ্বাস করা যাবে না কেননা তারা সাধারণত মিথ্যাই বলে।

দ্বিতীয়তঃ রোগী অথবা চিকিৎসক ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে ফযীলত পূর্ণ সময়ে যেমনঃ রাতের শেষভাগে দুই রাকআত নামায আদায় করবে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করবে যে, আল্লাহ যেন যাদুর স্থান জানিয়ে

দেয়। এর ফলে স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারবে অথবা ধারণা সৃষ্টি হবে। অতঃপর সে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করবে।

৬। কালো জিরার তেলে ঝাড়-ফুঁক করে রুগীকে সকাল-সন্ধ্যায় ব্যাথার স্থানে উক্ত তেল মালিশ করতে বলতে হবে। এটি সবধরণের যাদুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

((الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِن كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ))

অর্থাৎ "কালো জিরা প্রত্যেক রোগের ঔষধ মৃত্যু ব্যতীত।" (বুখারীঃ ৫৬৮৭ ও মুসলিমঃ ২২১৫)

এক এমন মেয়ের ঘটনা যাকে আল্লাহ্ তায়ালা স্বপ্নের মাধ্যমে যাদুর স্থান জানিয়ে দিয়েছেন

এই মেয়ে আমার কাছে আসলে, আমি কুরআনের আয়াত পড়ে ঝাড় ফুঁক করলে বুঝতে পারলাম যে, তাকে শক্তিশালী যাদু করা হয়েছে। আমি বাড়ির লোকজনকে এই চিকিৎসার ব্যাপারে বললাম এটি ব্যবহার কর ইনশাআল্লাহ যাদু তার স্থানেই নষ্ট হয়ে যাবে। (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) তারা বলল, এমন পদ্ধতি বলে দিন, যাতে যাদুর স্থান কোথায় জানতে পারি?

আমি বললামঃ বিশেষ করে রাতের শেষভাগে যখন দু'আ কবূল হয় কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। রুগী নামাযে দাঁড়িয়ে যায় আর আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করে (যা তারা বর্ণনা করে), তারপর রুগী স্বপ্নে দেখল যে, কেউ তার হাত ধরে ঘরের সেই স্থানে নিয়ে গেল যেখানে যাদু লুকানো হয়েছে। সকালে সে বাড়ির সকলকে স্বপ্নের কথা বলল। আর বাড়ির লোকজন তার বলা স্থানে খোঁজ করতে থাকল। অল্প মাটি খননের পর তারা যাদুর পুটলি খুজে পেল যা তারা জ্বালিয়ে দেয়। এরপর আলহামদুলিল্লাহ যাদু নিঃশেষ হয়ে যায়। আর রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সপ্তম অধ্যায়

স্ত্রী সহবাসে হঠাৎ অপারগ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা

হঠাৎ অপারগতা বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, পরিপূর্ণ ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্ম নেয়া ও সাধারণত রোগে আক্রান্ত হওয়া ব্যতীতই কোন পুরুষের তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে অসামর্থ হওয়া। আমরা যদি এই অপারগতা সম্পর্কে জানতে চাই তবে আমাদেরকে প্রথমে লিঙ্গ শক্ত হয় কিভাবে তা জানতে হবে। এটা সকলেরই জানা যে, পুরুষাঙ্গ রাবারের মত চিকনা গোশতের এক টুকরা। যখন রক্তের চাপ এর উপর বৃদ্ধিপায় তখন সেটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর যখন রক্তের চাপ হ্রাস পায় তখন ঢিলে হয় ও শক্তি শেষ হয়ে যায়।

যৌনাঙ্গের তিনটি স্তরঃ

১। যখন পুরুষের মধ্যে যৌন চাহিদা সৃষ্টি হয় তখন পুরুষের অন্ডকোষের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের হরমোনের সৃষ্টি হয়। আর এই হরমোন যখন রক্তের সাথে মিশে যায় তখন রক্ত অতিদ্রুত সঞ্চালিত হয়ে মাথার চামড়া পর্যন্ত পৌছে যায় এবং শরীর গরম হয়ে বিদ্যুত সঞ্চালনের মত হয়ে যায়।

২। যেহেতু যৌন চাহিদার নিয়ন্ত্রণ মস্তিষ্ক করে, তাই এটা পুরুষাঙ্গের গতি দ্রুত কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছে দেয়।

৩। মগজের যৌন উত্তেজনার কেন্দ্র বিন্দু প্রজনন কোষে দ্রুত স্প্রিট প্রেরণ করে যার ফলে পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে যায়।

যৌন ক্ষমতা বিনাশের যাদুর বিবরণঃ

যাদুর দায়িত্বে নিয়োজিত শয়তান পুরুষের মস্তিষ্কে যা যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণকারী ও কেন্দ্রবিন্দু তাতে প্রভাব বিস্তার করে। আর অন্য সব অঙ্গ সঠিক থাকে। আর যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তখন শয়তান সেই পুরুষের মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে যৌন শক্তিকে দুর্বল করে

ফেলে। যার ফলে রক্ত সঞ্চালক মেশিন চলে না আর যৌনাঙ্গের রক্ত ফিরে যায়। ফলে পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।

এজন্য দেখা যাবে এ ধরনের পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে চুম্বন ও আলিঙ্গনে থাকে তখন তার যৌন ক্ষমতা সাধারণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যৌনাঙ্গ প্রবেশকালীন সময়ে ঢিলে পড়ে যায় এবং সে বিফল হয়ে যায়।

আবার কখনও এমনও হয় যে, যখন একটি পুরুষের দু'টি স্ত্রী তখন সে। তার মধ্যে একটির সাথে সহবাস তো করতে পারে; কিন্তু অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ব্যর্থ হয়। এটা এজন্যে যে, যাদুর শয়তান একজনের থেকে দূরে রাখার জন্যে সে যখন দ্বিতীয় স্ত্রীর নিকট যায় যৌন উত্তেজনার কেন্দ্র নষ্ট করে দেয়।

মহিলার সহবাসে ব্যর্থ হওয়াঃ

পুরুষের যেমন স্ত্রী হতে অপারগতা সৃষ্টি হয় তেমনি নারীরও পুরুষ হতে অপারগতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর মেয়েদের অপারগতা পাঁচ ধরণেরঃ

১। স্ত্রী তার স্বামীকে তার নিকট আসতে বাধা দেয়ঃ এজন্যে সে তার উরুকে একটির সাথে অপরটি মিলিয়ে দেয়, যাতে তার স্বামী সহবাসে সক্ষম না হয়। তার এ কাজ তার অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। এমনকি এক যুবকের স্ত্রী এই যাদু দ্বারা আক্রান্ত ছিল। তার স্ত্রী সহবাসের সময় দুই উরুর রান একত্রিত করে ফেলত তাতে সে তার স্ত্রীকে গালি গালাজ করত। উত্তরে তার স্ত্রী বলত বিষয়টি আমার ইচ্ছাধীন নয়। তুমি বরং আমার উরুর মধ্যে লোহার বালা দিয়ে রেখো কাজ করার পূর্বে যাতে মিলিত না হয়ে যায়। বাস্তবে তার স্বামী এমনটিই করল; কিন্তু এরপরও সে ব্যর্থ হল। এরপর তার স্ত্রী তাকে পরামর্শ দিল যে, সে যেন তাকে নেশাযুক্ত ইঞ্জেকশন দেয়। এরপর স্বামী তাকে ইঞ্জেকশন দিল এবং সে তার কর্মে সফল হল; কিন্তু সহবাসের কর্ম কেবল স্বামীর পক্ষ হতে হল।

২। মস্তিষ্কের অনুভূতি হারিয়ে ফেলাঃ মহিলার মস্তিষ্কের অনুভূতি শক্তির কেন্দ্রবিন্দু যাদুকরের জ্বিন নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়। সুতরাং স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তখন জ্বিন তার অনুভূতি শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়, যার কারণে মহিলার প্রাকৃতিক অনুভূতি থাকে না। আর না নিজের স্বামীর সামনে কোন বিকর্ষন সৃষ্টি হয় বরং সে সময় এই হতভাগা নারীর অবস্থা জড়

পদার্থের মত হয়ে যায়। আর বাকী তার প্রাকৃতিক যেসব কিছু দেয়ার তা কিছুই দিতে পারে না, ফলে সহবাস একেবারে বিফল হয়ে যায়।

৩। জরায়ু থেকে রক্ত প্রবাহ সহবাসের সময় রক্ত প্রবাহিত হওয়া। পূর্বে বর্ণিত ইস্তিহাযা হতে এর পার্থক্য হলো এটি শুধু সহবাসের সময়েই প্রবাহিত হয়।

এর একটি ঘটনা হল এক সেনা সদস্য যখন ছুটি নিয়ে বাড়ী আসত তখন তার স্ত্রীর রক্তপ্রবাহ শুরু হত। আর যখন ছুটি শেষ হলে বাড়ী থেকে বের হত মুহূর্তেই তার স্ত্রী সুস্থ হয়ে যেত।

৪। কুমারী যুবতীকে বিয়ের পর প্রথম রাতে তার স্বামী তাকে অকুমারী অনুভব করে, যার ফলে তাকে সন্দেহ করে বসে; কিন্তু যদি এ ধরণের মেয়েকে চিকিৎসা করা হয় ও যাদু নষ্ট হয় তখন সে বুঝতে পারে যে, সে কুমারী।

৫। পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় তার সামনে মাংশের এক প্রতিবন্ধকতা পায়, যার ফলে তাদের সহবাস সফল হয় না।

অপরাগকারী যাদুর চিকিৎসাঃ

প্রথম পদ্ধতিঃ

ইতিপূর্বে উদ্ধৃত (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) পন্থায় চিকিৎসা করবেন। জ্বিনের সাথে কথা বলার পর যাদুস্থান সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কোথায়; অতঃপর সেখান হতে বের করতে পারলে যাদু শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তাকে বের হতে বলবে এবং সে বের হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে, যাদুর প্রভাব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর যদি জ্বিন রুগীর মাধ্যমে কথা না বলে তবে চিকিৎসার অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ

নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত কয়েকবার পড়ে পানিতে সাতবার ফু দিবে এরপর রোগীকে পান করাবে এবং কয়েক দিন সেই পানি দিয়ে গোসল করবে। আয়াতগুলো হলঃ

﴿فَلَمَّا أَلْقَوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ،وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

(سورة يونس: ٨١-٨٢)

অর্থঃ "মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তাঁর নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।" (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২ এটিও বেশি বেশি পড়বে, বিশেষ করেঃ "إن الله سيبطله" অংশটি বেশি বেশি পড়বে।)

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ،رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

(سورة الأعراف: ١١٧-١٢٢)

অর্থঃ "তখন আমি মূসা-এর নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালামঃ তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আলাইহিস সালাম) তা নিক্ষেপ করলে ওটা একটা বিরাট সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেলল। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল। যাদুকরগণ তখন সিজদায় পড়ে গেল। তারা পরিস্কার ভাষায় বললোঃ আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি অকপটে ঈমান আনলাম। (জিজ্ঞেস করা হলো— কোন বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? তারা উত্তরে বললো) মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।" (সূরা 'আরাফঃ ১১৭-১২২)

তৃতীয় পদ্ধতিঃ

কুলের সাতটি সবুজ পাতা পাথর দিয়ে পিষে পানিতে ঢেলে নাড়তে থাকবে এবং নিম্নের আয়াতসমূহ পড়তে থাকবে আর ফুঁ দিতে থাকবে।

আয়াতগুলো হল এইঃ আয়াতুল কুরসী সাতবার এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। আর সেই পানি রোগী পান করবে এবং গোসলও করবে কয়েক দিন পর্যন্ত।

ইনশাআল্লাহ্ রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। সে পানিতে অন্য পানি মিশাবে না ও উক্ত পানি গরমও করবে না। যদি শীত থাকে তবে পানি রোদে গরম করতে পারে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পানি যেন অপবিত্র স্থানে না পড়ে। তাতে ইনশাআল্লাহ যাদু প্রথমবার গোসলেই শেষ হয়ে যাবে।

চতুর্থ পদ্ধতিঃ

উল্লেখিত ঝাড়-ফুঁক রোগীর কানে পড়বে তার সাথে নিম্নের এই আয়াতটিও রোগীর কানে পড়বে।

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾

(سورة الفرقان:٢٣)

অর্থঃ "আমি তাদের কৃতকর্মগুলোর দিকে অগ্রসর হবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করবো।" (সূরা ফুরকানঃ ২৩)

এই আয়াত রোগীর কানে একশ'বার অথবা তার অধিক পড়বে। যে পর্যন্ত না রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে। এই আমল কয়েক দিন করতে থাকবে যে পর্যন্ত না রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাতে ইনশাআল্লাহ যাদু নিঃশেষ হয়ে যাবে।

পঞ্চম পদ্ধতিঃ

হাফেজ ইবনে হাজার (রাহঃ) এই প্রকার ঝাড়-ফুঁকের উপর ইমাম শাবী হতে প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। (বিস্তারিত দেখুনঃ ফতহুল বারী ২৩৩/১০)

তাহল বনের ভেতর থেকে কাঁটাযুক্ত গাছের পাতাসমূহ একত্রিত করে পাথর দিয়ে পিষে মিহি করবে এবং তার উপর কুরআনের আয়াত পড়ে ফুঁ দিবে এরপর তা পানিতে মিশাবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে। (আমি মনে করি পানিতে সূরা ফালাক নাস এবং আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁ দিবে তবে তা উত্তম হবে।)

৬ষ্ঠ পদ্ধতিঃ

হাফেজ ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন আমি জাফর মুস্তাগ-ফিরির কিতাবে (চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক) ঝাড়-ফুঁকের পদ্ধতি অধ্যায়ন করেছি যে, জাফর মুস্তাগফিরি বলেন আমি নাসুহ বিন ওয়াসেলের হাতে (কুতাইবা বিন আহমদ বুখারীর ব্যখ্যার এক অংশে) লেখা পেলাম যে, কাতাদাহ সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ব্যর্থ হওয়ার রোগে আক্রান্ত হয় তবে কি তার জন্যে ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসা জায়েয? তিনি বললেন ঝাড়-ফুঁকের উদ্দেশ্য তো সুস্থ করা তাই এতে কোন সমস্যা নেই। শরীয়তে মানব কল্যাণে কোন কার্যকর বিষয় নিষেধ নেই।

নাসুহ বলেন যে, হাম্মাদ শাকির আমাকে চিকিৎসার পদ্ধতির বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে বলেন কিন্তু আমি বলতে পারিনি। এরপর তিনি আমাকে বললেন যে, যখন এমন ব্যক্তি যে, স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য সব কাজই করতে পারে, তবে এমন রোগী কিছু জ্বালানী/লাকড়ী একত্রিত করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিবে। এবং সেই আগুনের মাঝখানে একটি কুড়াল রেখে দিবে। আর যখন কুড়াল গরম হয়ে যাবে তখন সেটাকে বের করে তাতে পেশাব করে দিবে ইনশাল্লাহ সে আরোগ্য লাভ করবে। (ফতহুল বারী খণ্ড ১০ পৃ ২২৩)

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, রোগী কুড়ালের উপর এমন কোন বিশ্বাস রাখবে না বরং তার বুঝতে হবে যে, এটা একটা মাধ্যম। কুড়ালের গরম তাপ যখন পুরুষাঙ্গে পড়ে তখন জ্বিন প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং সে বের হয়ে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হয়ে উঠে।

সপ্তম পদ্ধতিঃ

এক পাত্রে পানি নিয়ে তাতে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়বে এবং নিম্নের দু'আ পড়ে পানিতে ফু দিবে।

بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك

অতঃপর সেই পানিতে সাতবার ফুঁ দিবে এবং রোগী পর পর তিন দিন পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে। ইনশাআল্লাহ যাদু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আর গোসল কোন অপবিত্র স্থানে করবে না।

অষ্টম পদ্ধতিঃ

রোগীর কানে নিম্নের আয়াত ও সূরা পড়বেনঃ

১। সূরা ফাতেহা ৭০ বারের অধিক।

২। আয়াতুল কুরসী ৭০ বারের অধিক।

৩। সূরা ফালাক ও নাস ৭০ বারের অধিক।

এগুলি পরপর তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত পড়বেন। ইনশাআল্লাহ যাদু নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং রুগী সুস্থ হয়ে যাবে।

নবম পদ্ধতিঃ

পরিস্কার একটি পাত্রে পরিস্কার কালি দিয়ে নিম্নের আয়াতসমূহ লিখবেঃ

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

(سورة يونس: ٨١-٨٢)

অর্থঃ "মূসা বললেন তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।" (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২)

এই আয়াত লেখার পর সেই পাত্রে কালো জিরার তেল ঢেলে তা নাড়া-চাড়া করবে। এরপর রোগী সেই তেল পান করবে এবং কপালে ও বুকে মালিশ করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ যাদু বিনষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং রোগী আরোগ্য লাভ করবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এই বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যিকিরসমূহ লিখে পানিতে গুলিয়ে তা রোগীকে পান করানো জায়েয। (মাজমাউল ফাতোয়াঃ ১৯/৬৪)

যৌনক্ষমতা লোপ, যৌন দুর্বলতা এবং পুরুষত্বহীনতার পার্থক্য

প্রথমঃ যাদুর দ্বারা যৌন ক্ষমতা নষ্ট করা

এটি হল, তার যৌন ক্ষমতা ঠিকই আছে বরং স্ত্রীর থেকে দূরে থাকলে তার যৌনাঙ্গ ঠিক, গরম ও কার্যকর থাকে। আর যখন সে স্ত্রীর নিকটবর্তী হয় আর তার সাথে সঙ্গম করতে চায় সেই মুহূর্তে একেবারে অক্ষম হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ যৌন অক্ষমতা

স্ত্রীর নিকটে হোক আর দূরে সব সময়ের জন্যই সে পুরুষ যৌনাক্ষম; বরং তার পুরুষাঙ্গ কখনই শক্তিশালী হয় না।

তৃতীয়তঃ যৌন শক্তির দূর্বলতা

স্বামী স্ত্রীর সাথে দীর্ঘদিন পর ছাড়া সহবাসে সক্ষম হয় না। তাও অতি অল্প সময়ের জন্য সে সক্ষম হয়। তার পরেই অতিতাড়াতাড়ি পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।

চিকিৎসা

যাদুর দ্বারা নষ্ট করা যৌন শক্তির চিকিৎসার ইতিপূর্বেই নয়টি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। আর সাধারণ যৌন অক্ষমতার জন্য ডাক্তারদের আশ্রয় নিতে হবে। তবে যৌন শক্তির দূর্বলতার চিকিৎসার জন্য নিম্ন লিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করবেঃ

১। ১ কিলোগ্রাম মৌচাকের খাঁটি মধু এবং ২০০ গ্রাম দেশীয় রাণী মৌমাছির খাদ্য।

২। তার উপর সূরা ফাতেহা, সূরা আলাম নাশরাহ এবং তিন কুল পড়বে।

৩। তারপর রোগী সকালে খালিপেটে তিন চামচ, দুপুরে এক ও রাতে এক চামচ খাবার পর খাবে।

৪। এ পদ্ধতি ১ মাস বা দু'মাস দূর্বলতার উপর ভিত্তি করে চালিয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র হুকুমে আরোগ্য লাভ করবে।

নিঃসন্তান হওয়া বা বন্ধ্যাত্বের প্রকারভেদঃ

পুরুষের নিঃসন্তান হওয়া

এটা দু'প্রকার প্রথমঃ যার সম্পর্ক পুরুষাঙ্গের সাথে এর চিকিৎসা ডাক্তারের মাধ্যমে করতে হবে যদি তারা পারে।

দ্বিতীয় প্রকার হল মানুষের ভেতর জ্বিন ও শয়তানের দুষ্টক্রিয়া থেকে। এর চিকিৎসা কুরআনের আয়াতসমূহ ও যিকির এবং দু'আর মাধ্যমে করতে হবে। একটি বিষয় অনেকেরই জানা যে, সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা তখনই থাকে যখন পুরুষের বীর্যে এক বর্গ সেন্টিমিটারে বিশ মিলিয়নের বেশি শুক্রানু কীট বিরাজ করে।

কখনও শয়তান পুরুষের শুক্রাশয়ে প্রভাব বিস্তার করে যা শুক্রানুগুলিকে চাপ দিয়ে আলাদা করে। সুতরাং যখন চাপ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তা পৃথক করতে পারেনা এর জন্য কম হয় যার ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা কমে যায়। যখন কীটসমূহ শুক্রানুতে পরিণত হয় এই জীবানুসমূহে তরল পদার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই পদার্থ শুক্রানুতে মিশ্রিত হওয়ার পর কীটগুলোর খাদ্যে পরিণত হয়। শয়তান এখানেও বাধা সৃষ্টি করে। যার পরিণামে তরল পদার্থ আর শুক্রানুর খাদ্যে পরিণত হতে পারেনা। যার জন্যে সেগুলোর মৃত্যু হয়। এরপর আর সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থাকে না।

যাদুর বন্ধ্যাত্ব আর প্রকৃত বন্ধ্যাত্বের মধ্যে পার্থক্য

যাদুর দ্বারা হলে তার নিম্নের লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হবেঃ

১। রুগী আসরের পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত মানুষিক অস্বস্তি অনুভব করবে।

২। মতিভ্রম হওয়া।

৩। মেরুদন্ডের নীচে ব্যাথা।

৪। ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা।

৫। ভীতিজনক স্বপ্ন দেখা।

মহিলার বন্ধ্যাত্ব

এটাও দু'প্রকার। প্রথমঃ সৃষ্টিগত দ্বিতীয়ঃ যাদুর মাধ্যমে। যাদুর দ্বারা বশকৃত জ্বিন মহিলার জরায়ুর ভেতরে প্রবেশ করে মহিলার যেই ডিম্বানু রয়েছে তা নষ্ট করে দেয়, যার ফলে আর বাচ্চা ধরে না। অথবা কখনও সে জ্বিন ডিম্বানু ক্ষতি করে না। অতএব জরায়ুতে বাচ্চা ধরে; কিন্তু গর্ভধারণের কয়েক মাস পরে শয়তান জরায়ুর কোন রগে আঘাত করে, যার ফলে স্রাব নির্গত হওয়া শুরু হয়। পরে গর্ভপাত হয়ে যায়। বার বার গর্ভপাত বেশিরভাগ জিনের কারণে হয়ে থাকে। আর এ ধরণের অবস্থার বহু চিকিৎসাও করা হয়ে থাকে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে- "নিশ্চয়ই শয়তান আদম সন্তানের মধ্যে রক্তের মত চলাচল করে।" (বুখারীঃ ৪/২৮২ ও মুসলিমঃ ১৪/১১৫)

যাদুর বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসাঃ

১। পুস্তকের প্রারম্ভে যে সব ঝাড়-ফুঁকের আয়াতসমূহ ও দু'আ উদ্ধৃত হয়েছে তা এক ক্যাসেটে রেকর্ড করে শুনার জন্যে রোগীকে দিবে। রোগী দৈনিক তিনবার শুনবে।

২। সূরা সাফফাত সকালে পড়বে অথবা শুনবে।

৩। সূরা মাআরিজ রাতে পড়বে অথবা শুনবে।

৪। কালো জিরার তেলে নিম্নের সূরাগুলো পড়ে রোগীকে দিবেঃ

সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ রুকু, সূরা আলে ইমরানের শেষ রুক এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। এই সমস্ত আয়াত ও সূরা পড়ে তেলে ফু দিবে এবং রোগী সেই কালো জিরার তেল দিয়ে তার বুকে কপালে ও মেরুদন্ডে শুয়ার পূর্বে মালিশ করবে।

৫। উল্লেখিত আয়াতসমূহ পড়ার পর খাঁটি মধুতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে দিয়ে বলবে, সে যেন দৈনিক এক চা চামচ খালি পেটে খায়।

এই সব চিকিৎসা তিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী রাখবে। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশসমূহ পালন করবে। যাতে সে ঐ সমস্ত খাঁটি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যাদেরকে আল্লাহ কুরআনের দ্বারা আরোগ্য দান করেছেন।

কেননা কুরআনের আয়াতদ্বারা সুস্থ হওয়ার হকদার কেবল মুমিন বান্দাই। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কারীমে এরশাদ করেনঃ

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ﴾ (سورة الإسراء: ٨٢)

অর্থঃ "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে আরোগ্য লাভের উপায় এবং রহমত স্বরূপ মু'মিনদের জন্যে।" (সূরা ইসরাঃ ৮২)

দ্রুত বীর্যপাত হয়ে যাওয়া

অনেক সময় বিষয়টি স্বাভাবিক কারণে হয়ে থাকে যাদুর দ্বারা নয়। এমনটি হলে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করবে। সাধারণত ডাক্তারগণ নিম্নের নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে বলে।

১। এক ধরণের মলমের ব্যবহার যা পুরুষাঙ্গের অনুভূতিকে স্বাভাবিক করে দেয়।

২। সহবাসের সময় অন্য কোন বিষয়ে ভাবতে থাকা বা অন্য মনস্ক হয়ে যাওয়া।

৩। সহবাসের মুহূর্তে কঠিন হিসাব-নিকাশে মত্ত হয়ে যাওয়া।

আবার কখনও শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে যার চিকিৎসা নিম্নরূপঃ

১। ফজরের নামাযের পর এই কালেমা ১০০বার পড়বেঃ

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

২। শুয়ার পূর্বে সূরা মুলক শুনবে অথবা পড়বে।

৩। আয়াতুল কুরসী দৈনিক বেশি বেশি পড়বে।

৪। নিম্নের দু'আ সকাল-সন্ধ্যা পড়বে অথবা কারো থেকে শুনবেঃ

((بِسمِ اللهِ الذي لا يضرُّ معَ اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهوَ السميعُ العليمُ))

উদ্ধৃত দু'আসমূহ দৈনিক তিনবার করে পড়বে।

এই চিকিৎসা তিন মাস পর্যন্ত চালাবে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠবে।

যাদু প্রতিরোধের উপায়

যে সমাজে যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয় এবং যাদুর প্রাদুর্ভাব বেশি, বিশেষ করে নব দম্পতির জন্য সেখানে পূর্বেই এর বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার যে সব করণীয় বিষয় আছে তা এখানে বর্ণনা করা হবে। এক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রশ্নের গুরুত্ব রাখেঃ নব দম্পতির জন্য কি যাদু প্রতিরোধের কোন উপায় রয়েছে, যার ফলে যদিও তাদের জন্য যাদু করা হয়; কিন্তু তাতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না? উত্তরঃ হ্যাঁ অবশ্যই উপায় রয়েছে, যা অচিরেই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ! কিন্তু তার পূর্বে পাঠকদের জন্য এ ঘটনাটি বর্ণনা করা ভালো মনে করি।

এক পরহেযগার যুবকের ঘটনা। সে একজন খতীব ও দায়ী, তার গ্রামে ছিল এক যাদুকর। যে মানুষকে যাদুর ভয় দেখিয়ে অর্থ লুটে নিত। গ্রামের যারা বিয়ে করতো বা করাতো তারা সবাই তাকে বিয়ের পূর্বেই টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখত। সে যেন স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বাধা সৃষ্টিকারী যাদুর মাধ্যমে ক্ষতি না করে।

আর এই পরযহেগার যুবক এই যাদুকরের বিরুদ্ধে খুতবায় ও স্থানে স্থানে মানুষকে বলত এবং যাদুকরের কাছে যেতে নিষেধ করত। আর সে ছিল অবিবাহিত, এখন সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল; কিন্তু তার মনে ভয় যাদুকর হয়ত তাকে যাদু করবে। আর গ্রামের লোকজনও তার বিষয়ে আশঙ্কা করছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই যুবক আমার কাছে এসে তার ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণনা করল। বলল যে, যাদুকর তাকে ভয় দেখিয়েছে এখন কার জয় হবে গ্রামের মানুষ তার দেখার অপেক্ষায় আছে। আপনি আমাকে কি যাদুর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্যে কিছু বলতে পারেন?

যাদুকর আমাকে শক্তিশালী যাদু করবে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমার ক্ষতি করতে। কেননা আমি প্রকাশ্যে তাকে অপমান করেছি। আমি বললাম হ্যাঁ আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব, তবে শর্ত হল যে, আপনি যাদুকরকে জানিয়ে দিবেন যে, আমি অমুক তারিখে বিয়ে করতে যাচ্ছি। আর আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি, তুমি যা ইচ্ছা তাই কর এমনকি সকল যাদুকরকে একত্রিত করে যাদু কর। আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

যুবক আমার কথায় সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত হল এরপর বলল, আপনি কি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছেন? আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই বিজয় ও সফলতা কেবল মু'মিনদের জন্যে আর লাঞ্ছনা ও অবমাননা অপরাধীদের প্রাপ্য।

অতঃপর বাস্তবে তাই হল যুবক আমার কথা মত চ্যালেঞ্জ করে। আর সেই কঠিন দিনের অপেক্ষা লোকজন করতে থাকে। আমি যুবককে যাদু থেকে রক্ষার জন্যে কিছু আমল বলে দিলাম, যা নিম্নে বর্ণনা করব। এরপর যুবক বিয়ে করে বাসর রাত অতিক্রম করে। আর তা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। আর যাদুকর বিফল ও অপদস্থ হয়। এরপর সবার কাছে যুবক সম্মানের পাত্র এবং যাদুকর লোকজনের দৃষ্টিতে অসম্মানিত হয়। আল্লাহু আকবার, তারই সকল প্রশংসা, বিজয় তো এক আল্লাহর পক্ষ হতেই।

এখন এই নিন যাদু প্রতিরোধের উপায়ঃ

প্রতিরোধের প্রথম উপায়ঃ খালি পেটে সাতটি আজওয়া খেজুর খাওয়াঃ

সম্ভব হলে মদীনা থেকে আজওয়া খেজুরের ব্যবস্থা করবে আর না হয় যে কোন প্রকারের আজওয়া খেজুর চলবে। আল্লাহর রাসূলের হাদীসে রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সাতটি আজওয়া খেজুর সকাল বেলায় আহার করবে সেদিন তাকে কোন বিষ ও যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।" (বুখারীঃ ১০/২৮৭)

দ্বিতীয় উপায়ঃ ওযূ অবস্থায় থাকলে যাদুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাঃ

কেননা এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ফেরেশতা নির্ধারত হয়ে থাকে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের অঙ্গসমূহকে পবিত্র রাখ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন কেননা যে ব্যক্তিই পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করবে পোশাকের ন্যায় তার শরীরে এক হেফাযতকারী ফেরেশতা নির্ধারণ করে দিবেন। রাতের যে মুহূর্তে সে পার্শ্ব পরিবর্তন করবে তখনই ফেরেশতা তার জন্য প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ তোমার বান্দাকে ক্ষমা কর সে ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়েছে।

তৃতীয় উপায়ঃ জামাআতের সাথে নামাযের পাবন্দিঃ

জামাআতের সাথে নামায পড়লে শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ হওয়া যায়। আর নামায থেকে গাফেল হলে শয়তান তাকে বশীভূত করে ফেলে। আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যখন কোন গ্রামে অথবা মরুভূমিতে কমপক্ষে তিন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে অতঃপর তারা যদি জামাআতে নামায আদায় না করে তবে শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নেয়।

তাই তোমরা জামাআতের সাথে নামায পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিও। কেননা বাঘের শিকার সেই ছাগল হয়ে থাকে, যে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (বুখারীঃ ৩/৩৪ ও মুসলিমঃ ৬/৬৩)

চতুর্থ উপায়ঃ তাহাজ্জুদের নামায আদায়ঃ

যে ব্যক্তি নিজেকে যাদুর অনিষ্ট হতে রক্ষা করতে চায় সে যেন রাত্রির কিছু অংশ হলেও রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে। এ থেকে একেবারে বিমূখ না থাকে কেননা তা থেকে বিমূখ থাকা শয়তানের প্রভাব পড়ার কারণ হয়ে থাকে। আর শয়তান যদি পেয়ে বসে তবে যাদু ক্রিয়া সহজ হয়।

ইবনে মাউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এক ব্যক্তির বিষয়ে অভিযোগ করা হয় যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। এমনকি ফজরের নামাযও আদায় করতে পারেনি। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে। (বুখারীঃ ৬/৩৩৫, মুসলিমঃ ৬/৬৩)

ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি বেতের নামায আদায় না করেই সকাল করে সে যেন মাথায় এক ৪০ গজ বিশিষ্ট রশি নিয়ে সকাল করে।" (ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করে বলেন তার সূত্র সঠিকঃ ৩/২৫)

পঞ্চম উপায়ঃ বাথরুমে প্রবেশের সময় দু'আ পড়াঃ

বাথরুম ও অনুরূপ অপবিত্র স্থানে শয়তানের আস্তানা গড়ে ওঠে, আর শয়তান মুসলমানের বিরুদ্ধে এ ধরণের জায়গায় সুযোগ খুজে। লেখক বলেন, এক শয়তান জ্বিন আমাকে বলে, আমি এই ব্যক্তিকে আক্রমণ এজন্যে করেছিলাম যে, সে বাথরুমে যাওয়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়ত না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং আমি বললাম যে এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। আলহামদুলিল্লাহ সে ছেড়ে চলে যায়।

এক জ্বিন আমাকে বলল যে, হে মুসলমানগণ! তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী অস্ত্র দান করেছেন; তোমরা তা দিয়ে আমাদেরকে পরাস্থ করতে পার; কিন্তু তোমরা তা ব্যবহার কর না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তা কি? উত্তরে সে বললঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যিকিরসমূহ।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাথরুমে প্রবেশকালীন সময়ে এই দু'আ পড়তেনঃ

((اللهم إني أعوذبك من الخبث والخبائث))

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট জ্বিন ও দুষ্ট পরি থেকে।" (বুখারীঃ ১/২৯২, ফাতহ ও মুসলিমঃ ৪/৭০, নববী)

ষষ্ঠ উপায়ঃ নামাযের শুরুতে আউযুবিল্লাহ------ পড়াঃ

যুবায়ের বিন মুতয়িম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছেন যে, তিনি নামাযে এই যিকিরসমূহ পড়ছিলেনঃ

((الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا))

আর তিনবারঃ

((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه))

(আবু দাউদঃ ১/২০৩ আলবানী সহীহ বলেছেন।)

সপ্তম উপায়ঃ বিয়ের পর মহিলাকে শয়তান থেকে রক্ষা করাঃ

পুরুষ যখন তার স্ত্রীর কাছে বাসর রাতে যাবে তখন তার কপালে হাত রেখে এই দু'আ পড়বেঃ

((اللهم إني أسألك خيرها وخيرما جبلتها عليه. وأعوذبك من شرها وشرما جبلتها عليه.))

উভয় দু'আর অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই নারীর থেকে মঙ্গল ও কল্যাণকর বস্তু চাই। আর সে যে সন্তান ধারণ করবে তার থেকেও কল্যাণ কামনা করি।" (আলবানী হাসান বলেছেন)

অষ্টম উপায়ঃ নামায দ্বারা দাম্পত্য জীবন শুরু করাঃ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, যখন তোমার নিকট তোমার স্ত্রী বাসর রাতে আসবে তখন তুমি তাকে নিয়ে দু'রাকআত নামায পড় এবং নামাযের পর এই দু'আ পড়ঃ

((اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير.))

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমার জন্যে আমার স্ত্রী ও ভবিষ্যত প্রজন্ম বরকতময় কর এবং আমাকে আমার স্ত্রীর জন্যে বরকতময় করে দাও। হে আল্লাহ যতক্ষণ আমরা উভয়েই একত্রে থাকি ভালভাবেই যেন থাকি আর যদি আমাদের মাঝে কল্যাণ না থাকে তবে আমাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিও। (ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন আর আলবানী তা সহীহ বলেছেন।)

নবম উপায়ঃ সহবাসের সময় শয়তান থেকে রক্ষার ব্যবস্থাঃ

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসের জন্যে যাবে তখন এই দু'আ পড়বেঃ

((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد، لم يضره.))

অর্থঃ "আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উভয়কে শয়তান থেকে রক্ষা কর। আর আমাদের সন্তানদেরকেও শয়তান থেকে রক্ষা কর।" (বুখারী ১/২৯২)

এই সঙ্গমে যেই সন্তান জন্মলাভ করবে তাকে শয়তান কখনও ক্ষতি করতে পারবে না।

এক জ্বিন ইসলাম গ্রহণের পর আমাকে বলল যে, সে যেই ব্যক্তিকে ধরেছিল সে যখনই নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করত তখন আমিও তার সাথে অংশগ্রহণ করতাম। কেননা সে দু'আ পড়ত না। সুবহানাল্লাহ আমাদের কাছে কত মূল্যবান সম্পদ রয়েছে যার মূল্য আমরা দেই না।

দশম উপায়ঃ শোয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসী পড়াঃ

নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে ওযূ করবে, তারপর আয়াতুল কুরসী পড়ে আল্লাহর যিকির করতে করতে ঘুমিয়ে যাবে। বিশুদ্ধ সনদে বর্নিত হয়েছে যে, শয়তান আবূ হুরাইরাকে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলল যে ব্যক্তিই শুয়ার পূর্বে আয়াতুল

কুরসী পড়ে, সেই রাতে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এক ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। আর শয়তান সেই রাতে সেই ব্যক্তির কাছে সকাল পর্যন্ত যেতে পারে না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার এ বর্ণনা স্বীকার করে বললেনঃ "হে আবু হুরাইরা শয়তান তোমাকে সত্যই বলেছে অথচ সে মিথ্যাবাদী।" (বুখারীঃ ৪/৪৮৭)

একাদশ উপায়ঃ মাগরিবের নামাযের পর এই আমলগুলো করাঃ

(১) সূরা বাকারার ১-৫ আয়াত পড়া।

(২) আয়াতুল কুরসী এবং এর পরের আয়াত।

(৩) সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত।

এই আমলের দ্বারা আপনি ২৪ ঘন্টা শয়তান ও সর্বপ্রকার যাদু থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

দ্বাদশ উপায়ঃ ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত কালেমা পড়াঃ

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ))

এটাকে ফজরের নামাযের পর ১০০ বার পড়ুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তিই এমনটি করবে সে দশটি দাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে এবং একশত পুণ্য তার আমলনামায় লেখা হবে এবং একশত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। আর এর থেকে অধিক পূণ্যের কাজ আর হতে পারে না; কিন্তু সেই যে এর অধিক আমল করবে।" (বুখারীঃ ৬/৩৩৮ ও মুসলিমঃ ১৭/১৭)

ত্রয়োদশ উপায়ঃ মসজিদে প্রবেশকালীন সময়ে নিম্নের এই দু'আ পড়াঃ

((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.))

অর্থঃ আমি সুমহান আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তার মহান চেহারার এবং তার চিরস্থায়ী ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত তিনি বলেছেনঃ "যে ব্যক্তিই তা পড়ল শয়তান বলে, এই ব্যক্তি আজ সারাটি দিন আমার থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।" (আবু দাউদঃ ১/১২৭ নববী ও আলবানী সহীহ বলেছেন।

চতুর্দশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নের দু'আ তিনবার পড়াঃ

((بِسمِ اللهِ الذي لا يضرُّ معَ اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهوَ السميعُ العليمُ))

অর্থঃ "শুরু করছি আল্লাহর নামে যার নামের সাথে যমীন আসমানের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সব শুনেন ও জানেন। (তিরমিযীঃ ৫/১৩৩ সঠিক সূত্রে)

পঞ্চদশ উপায়ঃ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নের দু'আ পড়াঃ

((بِسمِ اللهِ، تَوَكَّلتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ.))

অর্থঃ আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ব্যতীত কারো শক্তি ও সামর্থ নেই।

যখন আপনি এই দু'আ পড়ে বাড়ি থেকে বের হবেন তখন আপনার জন্য এক সুসংবাদ দেয়া হয় যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্যে যথেষ্ট। আপনি সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেলেন, সঠিক পথ পেয়েছেন এবং শয়তান আপনার থেকে দূরে চলে গেল। আর এক শয়তান অন্য সাথী শয়তানকে বলে যে, তুমি এই ব্যক্তিকে কিছুতেই ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা সে আজ সঠিক পথপ্রাপ্ত, তার জন্য যথেষ্ট এবং সুরক্ষিত।" (আবূ দাউদঃ ৪/৩২৫ সনদ সহীহ)

ষষ্ঠদশ উপায়ঃ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নের দু'আ পড়বেঃ

((أَعُوذُ بِكلماتِ اللهِ التَّامَاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ.))

অর্থঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি।

সপ্তদশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়াঃ

((أَعُوذُ بِكلماتِ اللهِ التَّامَاتِ مِن غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِن شَرِّ عِبَادِهِ وَمِن هُمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُونَ.))

অর্থঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার আশ্রয় প্রার্থনা করি তার অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে এবং তার বান্দার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে ও শয়তানের সংস্পর্শ থেকে।

অষ্টাদশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়াঃ

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَةِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرِمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ يَهْزِمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخلِفُ وَعْدِكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.))

অর্থঃ হে আল্লাহ তোমার দয়ালু ও পবিত্র চেহারার মাধ্যমে এবং তোমার পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তোমার আয়ত্বাধীন রয়েছে। হে আল্লাহ তুমি পাপ ও দেনা মুক্ত কর। হে আল্লাহ্ তোমার সেনাদল পরাস্থ হয় না আর না তোমার ওয়াদা ভঙ্গ হয়। আমরা তোমারই গুণকীর্তন ও প্রশংসা বর্ণনা করি।

ঊনবিংশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়াঃ

((أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ العَظِيْمِ الَّذِي لاَ شَيْءَ أَعْظَمُ مِنهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلاَ فَاجِرُ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنى كُلُّهَا مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ أَعْلَم، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأَ بَرَأَ وَمِن شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ لاَ اَطِيْقُ شَرَّهُ وَمِن شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.))

অর্থঃ আমি মহান আল্লাহ তায়ালার সুমহান চেহারার আশ্রয় প্রার্থনা করি যার থেকে বড় আর কিছু নেই এবং আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালেমার মাধ্যমে আশ্রয় চাই যাকে ব্যতীত কোন কল্যাণ ও অনিষ্ট অতিক্রম করে না। আর আল্লাহ তায়ালা সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে যা আমি জানি ও যা জানি না আশ্রয় প্রার্থনা করি সৃষ্টি জগতের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে যা তোমার আয়ত্বাধীন। নিশ্চয় আমার প্রভু সরল সোজা পথে।

বিংশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়াঃ

((تَحَصَّنْتُ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَهِى وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّي وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَتَدْفَعتُ الشَّرَّ بِلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِىَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِىَ الْخَالِقُ مِن الْمَخْلُوقِ حَسبِىَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِ حَسبِىَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيهِ حَسبِىَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.))

অর্থঃ সেই আল্লাহকে রক্ষা কর্তা মেনেছি যাকে ব্যতীত আমার কোন উপাস্য নেই। তিনি আমার এবং সকল কিছুর উপাস্য। আমি আমার প্রভুকে আঁকড়ে ধরেছি এবং সেই চিরঞ্জীবির উপর ভরসা রাখি যার মৃত্যু নেই। এবং তারই কাছে অনিষ্টকে দমন করার সামর্থ চাই কেননা শক্তি-সামর্থ কেবল আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আমার প্রভু বান্দাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে যথেষ্ট। সৃষ্টি কর্তা আমার জন্য যথেষ্ট সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে রক্ষার জন্যে। রিযিকদাতা হিসেবে আমার জন্যে যথেষ্ট। রিযিক গ্রহণকারীদের থেকে রক্ষা করতে। তার কাছেই আশ্রয় নিতে হয় তার বিরুদ্ধে নয়। আমার আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তার উপরই আমার আস্থা এবং তিনিই মহৎ আরশের প্রভু।

যৌন ক্ষমতা নষ্টকারী যাদুর এক বাস্তব উদাহরণঃ

এ বিষয়ে অনেক ঘটনা রয়েছে; কিন্তু সংক্ষেপে একটি ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছি।

এক যুবক তার যে ভাই নতুন বিবাহ করেছে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসল। তার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে অনেক কবিরাজ যাদুকরের কাছে গমন করেছে কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

আমি যখন তা জানতে পারলাম তখন আমি তাকে প্রথম ইখলাসের সাথে তাওবা করালাম এবং সে যেন সেই সব দাজ্জালদেরকে মিথ্যুক বলে বিশ্বাস করে যাতে আমার চিকিৎসায় তার ফায়েদা হয়। সে আমাকে বলল যে, এখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, তারা মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। আমি তাকে সাতটি সবুজ ও তাজা বরই পাতা যোগাড় করতে বললাম; কিন্তু তা ব্যবস্থা হল না। এরপর কর্পুরের সাতটি পাতা ব্যবস্থা করা হয় যা পাথরের শিলপাটা দিয়ে পিষে পানিতে মিশ্রিত করলাম এবং তাতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফু দিলাম এবং তাকে বললাম, এই পানি সে পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে।

আলহামদুলিল্লাহ এই চিকিৎসার পর মুহূর্তেই তার উপর যাদুর প্রভাব ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই প্রকার যাদুর প্রভাবে পাগল হয়ে যায়ঃ

এক সচেতন যুবকের বিয়ের পর বাসর রাত থেকে পুরুষত্বহীন হয়ে ধীরে ধীরে কিছুদিন পর সে পাগল হয়ে গেল। তার ঘটনা ছিল যে, তার স্ত্রী যাদুকরের কাছে গিয়েছিল যে সে যেন তার স্বামীকে এমন যাদু করে তাতে, সে অন্য সব নারীকে ঘৃণার চোখে দেখে। যাদুকর এমনটিই করল; কিন্তু সে তার যাদুতে এমন কিছু ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করল যেন, পরবর্তীতে যখন মহিলা তার স্বামীকে যাদুর বস্তু খাবারের সাথে মিশিয়ে তার স্বামীকে খাওয়াল তখন থেকে তার স্বামী সকল নারীকে ঘৃণা করতে লাগল এমন কি তার স্ত্রীকেও। মহিলা যাদু নষ্ট করার জন্যে যখন পুনরায় যাদুকরের কাছে যায় তখন যাদুকরের মৃত্যু হয়ে গেছে। এরপর সেই ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়; কিন্তু যখন আমি কুলের পাতায় উপরোক্ত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলাম তখন সে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হয় ও তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে সক্ষম হয়।

অষ্টম অধ্যায়

বদ নজর লাগা

বদনজরের কুপ্রভাব ও তার কুরআন থেকে দলীলঃ

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (سورة يوسف: ٦٧-٦٨)

অর্থঃ এবং (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) বললেন হে আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা সবাই (শহরে) কোন এক প্রবেশ পথে প্রবেশ করো না বরং বিভিন্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করিও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব না। কেননা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কেবল আল্লাহ্। তার উপর আমার আস্থা রয়েছে। ভরসাকারীকে ভরসা করলে তার প্রতিই করতে হবে। আর যখন তারা সেইভাবেই প্রবেশ করল যেভাবে তাদের পিতা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথচ আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত কোন কিছু থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। তবুও ইয়াকুবের (আলাইহিস সালাম) অন্তরে একটি আশা ছিল যে, তিনি তা পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তিনি ইলমে (নবুওয়াতের) বাহক ছিলেন। অথচ অনেক লোক তা জানে না। (সূরা ইউসুফঃ ৬৭-৬৮)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত দু'টি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাই বিনইয়ামিনকে তার অন্য ভাইদের সাথে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। আয়াতে ইয়াকুবের (আলাইহিস সালাম) উক্ত নির্দেশনার ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মুহাম্মাদ বিন

কা'ব, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা এবং সুদ্দী (রাঃ) প্রমুখ বলেছেন যে, এমনটি তিনি বদ নজরের ভয়ে বলেছিলেন। কেননা তাঁর সন্তানরা খুবই সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের উপর লোকদের বদনজরের আশঙ্কা করে উক্ত নির্দেশ দেন। কেননা বদনজরের ক্রিয়া বাস্তব; কিন্তু পরে তিনি এও বলেনঃ তবে এ ব্যবস্থা আল্লাহর তাকদীরকে প্রতিহত করতে পারবে না। তিনি যা চাবেন তাই হবে----------- পরিশেষে তা তাদের জন্য বদনজর হতে প্রতিরোধক হিসেবেই আল্লাহর হুকুমে কাজ হয়েছিল------- সংক্ষিপ্ত। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ২/৪৮৫)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ (سورة القلم: ٥١)

অর্থঃ কাফিররা যখন উপদেশ বাণী (কুরআন) শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলতে চায় এবং বলেঃ সে তো এক পাগল। (সূরা কলামঃ ৫১)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ﴿ليزلقونك﴾ "তোমার প্রতি বদনজর দিবে।" অর্থাৎ তারা তোমাকে হিংসার প্রতিফলন ঘটিয়ে রুগী বানিয়ে দিবে যদি আল্লাহর তোমার প্রতি হেফাযত না থাকে। আয়াতটি প্রমাণ বহন করে যে, বদনজরের কুপ্রভাবের বাস্তবতা রয়েছে, আল্লাহর হুকুমে। যেমন এ ব্যাপারে হাদীসও রয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ৪/৪১০)

হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণঃ

১। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

((عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسو الله ﷺ، العَيْنُ حَقٌّ))

বদ নজর সত্য। (বুখারীঃ ১০/২১৩) অর্থাৎ এর বাস্তবতা রয়েছে, এর কুপ্রভাব লেগে থাকে।

২। আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

((اسْتَعِيْذُوا بِاللهِ مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ))

তোমরা বদ নজরের ক্রিয়া (খারাপ প্রভাব) থেকে রক্ষার জন্যে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা তা সত্য। (ইবনে মাযাহঃ ৩৫০৮)

৩। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَو كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لِسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا))

বদ নজর (এর খারাপ প্রভাব) সত্য এমনকি যদি কোন বস্তু ত্বাকদীরকে অতিক্রম করত তবে বদ নজর তা অতিক্রম করত। সুতরাং তোমাদেরকে যখন (এর প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্যে) গোসল করতে বলা হয় তখন তোমরা গোসল কর। (মুসলিমঃ ১৪/১৭১)

৪। আসমা বিনতে উসাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আবেদন করনে যে, জাফরের সন্তানদের নজর লাগে আমি কি তাদের জন্যে ঝাড়-ফুঁক করব? উত্তর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

((نَعَمْ فَلَو كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَضَاءَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ))

অর্থঃ হ্যাঁ! কোন বস্তু যদি তাক্বদীরকে অতিক্রম করত তবে বদ নজর তা অতিক্রম করত। (তিরমিযীঃ ২০৫৯, আহমদঃ ৬/৪৩৮)

৫। আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((إِنَّ الْعَيْنَ لَتُولَعُ بِالرَّجُلِ بِإِذْنِ اللهِ حَتَّى يَصْعَدَ حَالِقًا فَيَتَرَدَّى مِنْهُ.))

ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের সারমর্ম হল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তির যখন নজর লাগে তখন এত বেশি প্রভাবিত হয় যে, সে যেন কোন উঁচু স্থানে চড়ল অতঃপর কোন নজর দ্বারা হঠাৎ করে নীচে পড়ে গেল। (শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেনঃ ৮৮৯)

৬। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

(العَيْنُ حَقٌّ تَسْتَنْزِلُ الحَالِقَ.))

অর্থঃ বদ নজর সত্য তা যেন মানুষকে উপর থেকে নীচে ফেলে দেয়। (ইমাম আহমদ ও তাবরানী আলবানী হাসান বলেছেনঃ ১২৫০)

৭। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((الْعَيْنُ تَدْخُلُ الرَّجُلَ القَبْرَ، وَتَدْخُلُ الْجَمَلَ القِدْرِ.))

অর্থঃ বদ নজর মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌছে দেয় এবং উটকে পাতিলে। (সহীহ আল জামেঃ শাইখ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেনঃ ১২৪৯)

অর্থাৎ মানুষের নজর লাগায় সে মৃত্যুবরণ করে, যার ফলে তাকে কবরে দাফন করা হয়। আর উটকে যখন বদ নজর লাগে তখন তা মৃত্যু পর্যায়ে পৌছে যায় তখন সেটা যবাই করে পাতিলে পাকানো হয়।

৮। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

((أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ بِالْعَيْنِ.))

অর্থঃ আমার উম্মতের মধ্যে তাক্বদীরের মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃতু বদ নজর লাগার দ্বারা হবে। (বুখারী)

৯। আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বদ নজর থেকে বাঁচার জন্যে ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিতেন। (বুখারীঃ ১০/১৭০, মুসলিমঃ ২১৯৫)

১০। আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নজর থেকে হেফাযত ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ও ক্ষত বিশিষ্ট রোগ থেকে রক্ষার জন্যে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি প্রদান করেছেন। (মুসলিমঃ ২১৯৬)

১১। উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ঘরে এক মেয়ে শিশুর চেহারায় দাগ দেখে তিনি বলেছেন যে, তার চেহারায় বদ নজরের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাকে ঝাড়-ফুঁক করাও। (বুখারীঃ ১/১৭১, মুসলিমঃ ৯৭)

১২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলে হাযমকে সাপে দংশিত ব্যক্তির ঝাড়-ফুকের অনুমতি প্রদান করেছেন। আর আসমা বিনতে উমাইসকে বললেন, কি ব্যাপার আমার ভাইয়ের সান্তানদেরকে দুর্বল দেখছি, তাদের কি কিছু হয়েছে? আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন না, কিছু হয়নি তবে বদ নজর তাদেরকে দ্রুত লেগে যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক করাও অতঃপর তাকে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হলোঃ তিনি বলেন, তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক কর। (ইমাম মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেনঃ ২১৯৮)

বদ নজর সম্পর্কে মনীষীদের মতামতঃ

ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেনঃ বদ নজরের প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য যা আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ৪/৪১০)

* হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেনঃ বদনজরের মূল বিষয় হল কোন উত্তম বস্তুকে কোন নিকৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি হিংসার চোখে দেখে। যার ফলে সেই মানুষ অথবা যে কোন প্রাণী, যে কোন ধরণের বস্তুর ক্ষতিসাধিত হয়। (ফতহুল বারীঃ ১০/২০০)

* ইবনে আসীর (রহঃ) বলেনঃ বলা হয় (اصابت فلانا عين) অর্থাৎ অমুককে চোখ লেগেছে এটা তখন বলা হয়, যখন কারো প্রতি কোন শত্রু অথবা হিংসুক দৃষ্টিপাত করে, আর এর ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।" (আন-নিহায়াঃ ৩/৩২)

* হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ কতিপয় ব্যক্তিবর্গ নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বদ নজরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন এবং তারা বলেছেন যে, এর কোন সত্যতা নেই এটা কেবল কুসংস্কার ও ভুল ধারণা। যুগ যুগের জ্ঞানীজনেরা একে অস্বীকার করেনি, যদিও তারা তার কারণ ও দিক নিয়ে মতভেদ করেছেন।

তিনি আরও বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের শরীর ও আত্মায় বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক ক্রিয়াশীল দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এদের ভেতর অপরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর কোন জ্ঞানী ব্যক্তি শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আত্মার প্রতিক্রিয়ার অস্বীকার করতে পারবে না, কেননা এটা এমন একটি বিষয় যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে পরিলক্ষিত ও অনুভব করতে পারি। যেমন মানুষের চেহারা লাল রং ধারণ করে যখন তার দিকে কোন লজ্জাকারী ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ে। তেমনি ভাবে ভয়ের কিছু দেখলে হলদে রং ধারণ করে। আর লোকজন বাস্তবে দেখতে পেয়েছে যে, বদ নজরের জন্যে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর এসব আত্মার প্রভাবে হয়ে থাকে। আর যেহেতু আত্মার সম্পর্ক চোখের সাথে খুবই গভীর এজন্য এটাকে চোখ লাগা বলা হয় কিন্তু চোখের নিজস্ব এমন কোন প্রভাব নেই বরং প্রতিক্রিয়া কেবল আত্মার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর আত্মার ক্ষমতা, প্রকৃতি ও এর গুণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সুতরাং হিংসুক থেকে হিংসার মাধ্যমে হিংসাকৃতের উপর স্পষ্ট কষ্টের প্রভাব পড়ে।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন হিংসাকারীদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

বদনজর কখনও যোগাযোগে হয় আর কখনও সামনা সামনি হয় কখনও দৃষ্টিপাতে, আবার কখনও আত্মার দ্বারা ঘায়েল করে আর কখনও এর প্রভাব বদ দুআ ও তাবীজের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর কখনও ধ্যানের মাধ্যমে হয়।

পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদ নজর কেবল দৃষ্টির দ্বারা হয় না বরং কখনও অন্ধ ব্যক্তিরও বদ নজর লাগে আর তা এভাবে যে, তার সামনে কারো প্রশংসা বর্ণনা করা হয় আর তা শুনে অন্ধ ব্যক্তির আত্মা সেই প্রশংসিত ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এটা একটা বিষাক্ত তীরের

ন্যায় যা বদ নজরকারী ব্যক্তির আত্মা হতে বের হয়ে অন্য ব্যক্তির উপর আঘাত হানে। আর এই তীরের লক্ষ্য বস্তু কখনও সঠিক হয় আবার কখনও হয় না। এর একটি উদাহরণ এমন যেমন কোন আক্রমণকারী এমন বক্তির উপর যদি আক্রমণ করে, যার গায়ে সুরক্ষিত যুদ্ধ পোশাক থাকে তবে আঘাতে তার শরীর আহত হবে না। তেমনি যদি দু'আ পড়ে সে যদি সুরক্ষিত থাকে তবে ক্রীয়া হবে না। আর যদি খালি গায়ে থাকে তবে আঘাত তার শরীরে হবে। আর কখনও এমন হয় যে, তীর ব্যবহারকারীর তীর শত্রুর উপর আঘাত না হেনে বরং তীর ব্যবহারকারীর শরীরকেই উল্টো আঘাত করে বসে। তেমিনভাবে কখনও বদ নজর যে লাগায় উল্টো তার উপর আঘাত হানতে পারে। আর কখনও বা অনিচ্ছায় নদ নজর লেগে যায়।

অতএব এর প্রকৃতি হলো বদ নজরকারীর আশ্চার্য হয়ে চোখ লাগানো এরপর তার খবীস আত্মা তার অনুসরণ করে যা তার বিষাক্ত দৃষ্টিকে সহযোগিতা করে। কখনও মানুষ নিজেকেই বদনজরে মেরে থাকে, কখনও তার ইচ্ছার বাইরেও বদনজর লেগে থাকে। (যাদুল মা'আদ থেকে সংক্ষিপ্তাকারেঃ ১/১৬৫)

বদ নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্যঃ

১। প্রত্যেক বদ নজরওয়ালা হিংসুক; কিন্তু প্রত্যেক হিংসুক বদ নজর ওয়ালা নয়। এজন্য সূরা ফালাকে হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। যাতে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করার ফলে সে বদ নজর থেকেও রক্ষা পায়। আর এটিই হলো কুরআনের ব্যাপকতা এবং তার মোজেযা ও অলংকারিত্ব।

২। হিংসার মূল বিষয় হল বিদ্বেষ এবং অপরের নেয়ামত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বদ নজরের মূল বিষয় হল অন্যের কোন কিছুকে খুব ভাল মনে করা।

৩। হিংসা এবং বদ নজরের পরিণাম একই যার ফলে উভয়ই ক্ষতি-সাধনের কারণ হয়ে থাকে; কিন্তু উভয়ের উৎসের পার্থক্য রয়েছেঃ হিংসার উৎস অন্তরের জ্বলন সৃষ্টি হওয়া এবং সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। আর বদ নজরের উৎস চোখের দৃষ্টি শক্তির খারাপ প্রভাব এজন্য

নজর দ্বারা এমন সব জিনিসও প্রভাবিত হয় যার উপর হিংসার ক্ষেত্র নেই যেমন জড় পদার্থ, প্রাণীসমূহ, উদ্ভিদসমূহ এবং চাষাবাদ ও সম্পদ। আর কখনও নিজের নজর নিজেকেই লেগে যায়। কোন ব্যক্তি যখন কোন বস্তুকে আশ্চর্যের সাথে এবং গভীর দৃষ্টিতে দেখে এবং সাথে সাথে তার আত্মা ও অন্তর এক প্রকারের চাঞ্চল্যের অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন তা দ্বারা বদ নজর লেগে থাকে।

৪। হিংসার প্রভাব ভবিষ্যতের কোন ভাল জিনিসের উপরও হয়ে থাকে আর বদ নজরের প্রভাব বর্তমান উপস্থিত বিষয়ের উপর হয়ে থাকে।

৫। কোন ব্যক্তি নিজেকে এবং নিজের সম্পদকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখে না, তবে তার নিজের সম্পদসমূহে ও শরীরে নিজের বদনজর লেগে যেতে পারে।

৬। হিংসা নিকৃষ্ট হৃদয়ের মানুষ থেকেই হয়। প্রকারান্তরে বদ নজর নেক ব্যক্তির দ্বারাও হয়ে থাকে। যখন সে কোন বস্তুকে খুব বেশী পছন্দ করে ফেলে অথচ সে সেটার ধ্বংস চায় না। এর উদাহরণ আমের বিন রাবীয়ার ঘটনা যখন সাহাল বিন হুনাইফকে তার নজর লেগে যায় অথচ আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথম যুগের মুসলমান ও আহলে বদরের অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য যারা বর্ণনা করেছেন তারা হলেনঃ ইবনে জাওযী, ইবনে কাইয়্যিম, ইবনে হাজার, নববী (রহঃ) ও প্রমুখ। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের প্রতি দয়া ও রহমত করুন।

মুসলমানদের উচিত যখন কোন কিছু দেখে পছন্দ হয়ে যায়; তখন বরকতের দু'আ করা, সেই বস্তু নিজের হোক অথবা অন্যের কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমেরকে বলেছিলেন, তুমি তার জন্যে (সাহাল বিন হুনাইফের জন্যে) বরকতের দু'আ করনি? কেননা এই দু'আ বদ নজর থেকে সুরক্ষা হয়ে থাকে।

জ্বিনের বদ নজর মানুষকে লাগতে পারেঃ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জ্বিনের নজর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

করতেন এবং এরপর মানুষের বদ নজর থেকেও পানাহ চাইতেন; সুতরাং যখন সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হল তখন অন্য দু'আ ছেড়ে দিয়ে এই সূরাদ্বয় দিয়ে প্রার্থনা করতেন। (ইমাম তিরমিযী চিকিৎসা বিষয়ক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেনঃ ২০৫৯, ইবনে মাযাহঃ ৩৫১১, আর আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন।)

২। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ঘরে একটি বালিকা দেখলেন, যার মুখমন্ডলে জ্বিনের বদনজরের কাল দাগ। তা দেখে তিনি বলেনঃ তাকে ঝাড়-ফুঁক কর কেননা তাকে জ্বিনের বদনজর লেগেছে।" (বুখারীঃ ২০১০/১৭১ ও মুসলিমঃ ২১৯৭)

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় হতে বুঝা যায়, মানুষ হতে যেমন বদনজর লাগে অনুরূপ জ্বিন হতেও লাগে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সে যখন পোশাক খুলবে, আয়না দেখবে বা সে যে কর্ম করবে তখন যেন দু'আ-যিকির পড়ে যাতে সে নিজের, মানুষের ও জ্বিনের বদনজর বা অন্য কোন কষ্ট হতে নিরাপদ বা সংরক্ষিত থাকতে পারে।

বদ নজরের চিকিৎসা

এর চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছেঃ

প্রথম পদ্ধতিঃ যে ব্যক্তি নজর লাগিয়েছে যদি তার সম্পর্কে জানা যায় তবে তার গোসল করা পানি নিয়ে রোগীর পিঠে ঢেলে দিবে। তাতে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সে আরোগ্য লাভ করবে।

আবূ উমামা বিন সাহাল বিন হুনাইফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার পিতা সাহাল বিন হুনাইফ মদীনার খাররার নামক উপত্যকায় গোসল করার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। যখন তিনি গোসলের জন্যে জামা খুললেন তখন তার শরীরে আমের বিন রাবীয়ার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দৃষ্টি পড়ে। যেহেতু সাহাল বিন হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন, তাই আমের দেখামাত্র বলে উঠল। আজকের মত এমন (সুন্দর) আমি চামড়া কখনও দেখিনি; এমন কি অন্দর মহলের কুমারীদেরও না। তার একথা বলার সাথে সাথে সাহাল তৎক্ষণাৎ বেহুশ হয়ে পড়ে যায় এবং প্রচন্ড আকারে রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) কে বিষয়টি জানানো হয় এবং বলা হল যে, সে তার মাথা উঠাতে পারছে না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি কারো প্রতি বদ নজরের সন্দেহ কর? উত্তরে লোকজন বলল, হ্যাঁ আমের বিন রাবীয়ার উপর সন্দেহ হয়। এটা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, কেন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের ভাইকে হত্যা করে। তুমি তার জন্যে বরকতের দু'আ কেন করনি? এখন তার জন্যে গোসল কর। অতঃপর আমের নিজের হাত, চেহারা, দু'পা, দু'হাঁটু, দু'কনুই ও লুঙ্গীর আভ্যন্তরীণ অংশ একটি পাত্রে ধৌত করলেন। অতঃপর সেই পানি সাহাল বিন হুনাইফের পিঠে ঢেলে দেয়া হল। এরপর সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেল। (এই হাদীসটি ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন আর আলবানী (রাহেমাহুল্লাহ) সহীহ বলেছেন।)

লুঙ্গীর আভ্যন্তরীন অংশ নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, তা দ্বারা শরীরের অংশ বুঝানো হয়েছে। আর কেউ এটাও বলেছেন যে, এর অর্থ লজ্জাস্থান। এটাও বলা হয়েছে যে, কোমর কাজী ইবনুল আরবী বলেন এর দ্বারা লুঙ্গীর নিম্নের সংশ্লিষ্ট অংশ বুঝানো হয়েছে।

বদ নজরের গোসলের পদ্ধতিঃ

ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, গোসলের পদ্ধতি যা আমরা আমাদের উলামাদের নিকট থেকে শিখেছি তা হলঃ যে ব্যক্তির পক্ষ হতে নজর লেগেছে তার সামনে এক পাত্র পানি দেয়া হবে। এরপর সেই ব্যক্তি পানি নিয়ে পাত্রে কুলি করবে। এরপর পাত্রে নিজের মুখ ধুবে। বাম হাতে ঢেলে ডান হাতের কব্জি ও ডান হাতে ঢেলে বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার করে ধৌত করবে, তারপর বাম হাত দিয়ে ডান কুনুই এবং ডান হাত দিয়ে বাম কনুইয়ে ঢালবে। এরপর বাম হাতে ডান পায়ে আর ডান হাতে বাম পায়ে ঢালবে। এরপর বাম হাতে ডান পায়ের হাঁটু আর ডান হাতে বাম পায়ের হাঁটুতে ঢালবে। আর সব যেন পাত্রে হয়। এরপর লুঙ্গী বা পায়জামার ভেতরের অংশ পাত্রে ধৌত করবে নিচে রাখবে না। অতঃপর সকল পানি রোগীর মাথায় একবারে ঢালবে। (ইমাম বায়হাকীর সুনানে কুবরাঃ ৯/২৫২)

এই গোসলের বিধিবদ্ধতার প্রমাণঃ

১। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ নজর লাগা সত্য, আর কোন কিছু যদি তাক্বদীরকে অতিক্রম করত তবে তা বদ নজর হত। আর তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন (এর জন্য) গোসল করতে বলা হয় তখন সে যেন গোসল করে। (ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ ৫/৩২)

২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন যে, [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে] নজর যে ব্যক্তি লাগিয়েছে তাকে ওযূ করতে বলা হত। আর সেই ওযূ করা পানি দিয়ে নজর লাগা ব্যক্তিকে গোসল দেয়া হত।" (আবূ দাউদঃ ৩৮৮০ সহীহ সূত্র)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা নজরকৃত ব্যক্তির জন্য বদ নজরকারীর ওযূ ও গোসল সাব্যস্ত হয়।

চিকিৎসার দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ

রোগীর মাথায় হাত রেখে নিম্নের দু'আ পড়ুনঃ

((بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك.))

অর্থঃ আল্লাহর নামে তোমায় ঝাড়-ফুঁক করছি। আর আল্লাহই তোমাকে কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি দিবেন। আর সকলের অনিষ্ট ও হিংসুক বদ নজরকারীর অনিষ্ট থেকে তোমাকে আরোগ্য দিবেন। আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ছি। (মুসলিমঃ ২১৮৬)

তৃতীয় পদ্ধতিঃ

রোগীর মাথায় হাত রেখে এই দু'আ পড়ুনঃ

((بسم الله يبريك، من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين.))

অর্থঃ আল্লাহর নামে ঝাড়ছি, তিনি তোমাকে মুক্ত করবেন এবং তিনিই প্রত্যেক রোগ থেকে তোমাকে আরোগ্য দিবেন এবং হিংসাকারীর হিংসার

অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে এবং সকল বদ নজরের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তোমায় রক্ষা করুক। (মুসলিমঃ ২১৮৬)

রোগীর মাথায় হাত রেখে এই দু'আ পড়ুনঃ

((اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا.))

অর্থঃ হে আল্লাহ! মানবজাতির প্রভু তার কষ্ট দূর করে দাও এবং সুস্থ করে দাও। কেবল তুমিই রোগমুক্তির মালিক তোমার চিকিৎসা ব্যতীত আর কোন চিকিৎসা নেই তুমি এমন সুস্থ করে দাও যেন কোন রোগ না থাকে। (বুখারী কিতাবুত তিব)

পঞ্চম পদ্ধতিঃ

বদনজরের রোগীর ব্যথার স্থানে হাত রেখে নিম্নের সূরা গুলো পড়ে ঝাড়বেঃ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাসঃ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ،مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (سورة الفلق)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ،مَلِكِ النَّاسِ،إِلَـهِ النَّاسِ،مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ،مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ﴾

(سورة الناس)

বদ নজরের চিকিৎসার কতিপয় বাস্তব উদাহরণঃ

প্রথম উদাহরণঃ বাচ্চা মায়ের স্তন মুখে দেয় না

আমি এক স্থানে আমার আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাতে গেলাম। তারা আমাকে এক শিশুর বিষয়ে জানাল যে, কয়েক দিন হল সে মার দুধ পান করা ছেড়ে দিয়েছে, অথচ কিছুদিন পূর্বেই সে তার মার দুধ স্বাভাবিকভাবে পান করত। আমি তাদেরকে বললাম শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে আস। তারা শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে আসলে আমি কিছু মাসনূন দু'আ এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলাম এবং আমি বললাম এবার শিশুটিকে তার মার কাছে নিয়ে যান। শিশুটিকে মার কাছে নিয়ে গেল এবং ফিরে এসে আমাকে সুসংবাদ দিল যে, শিশুটি এখন মার স্ত ন মুখে গিলে দুধ পান করছে। আলহামদুলিল্লাহ এটা সম্পূর্ণই আল্লাহর মেহেরবানী। এতে তাঁর শক্তি ও সামর্থ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নেই।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ বালকের বাক শক্তি রুদ্ধ

একটি বালক কথা বলা বন্ধ করে দেয়ঃ সে মাধ্যমিক মডেল স্কুলের অত্যান্ত মেধাবী ও মিষ্টভাষী শিশু যার খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছিল। সে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখত। একদিন তার গ্রামে কারো মৃত্যুতে শোকাহত ব্যক্তিদের সান্তনার জন্যে গেল। সেখানে হামদ ও সানার পর সে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য দেয়। এরপর যখন সে বাড়ি ফিরে সে রাতেই বোবা হয়ে গেল। তার বাবা তাকে হাসপাতাল নিয়ে গেল। ডাক্তারগণ চেকআপ করে কিছুই পেল না। এরপর তার বাবা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসল আমি তাকে দেখে হতবাক হলাম, আমার চোখে পানি এসে গেল কেননা আমি তার বিষয়ে জানতাম। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তার বাবার কাছে ঘটনা জানতে চাইলে তিনি আমাকে সব বললেন আর বালকটি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, ছেলেটির উপর বদ নজর পড়েছে। আমি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তার উপর ঝাড়-ফুঁক করলাম এবং বদ নজরের দু'আগুলো ও আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তার বাবাকে দিয়ে বললাম এই পানি সাতদিন পর্যন্ত ছেলেটিকে পান করাবেন এবং তা দিয়ে গোসল করাবেন। এরপর আমার কাছে আসবেন।

যখন সাত দিন পর ছেলেটি আমার কাছে আসল তখন সে আলহামদুলিল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থ এবং পূর্বের ন্যায় কথা বলতে থাকে। এরপর আমি তাকে বদ নজর থেকে হেফাজতের জন্যে সকাল-সন্ধ্যার দু'আগুলো শিখিয়ে দিলাম। (রুগী সম্মানিত লিখকের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সরাসরি ছাত্র। সৌদি আরবের আবহাতে শিক্ষকতা অবস্থায় তিনি তাকে পড়ান)

তৃতীয় উদাহরণঃ

এই ঘটনাটি আমার নিজের বাড়ির

সংক্ষেপে ঘটনাটি হল, এক ব্যক্তি এবং এক বৃদ্ধ মহিলা আমাদের কাছে আগমন করলেন। মহিলা আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসলেন আর পুরুষটি আমার কাছে এসে বসল এবং তার মার ঘটনা বলতে লাগল। এরপর আমি তার মাকে আমার কাছে ডাকলাম এবং কিছু দু'আ পড়ে তাকে ঝাড়লাম। এরপর তারা চলে গেল।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পর দেখি যে, ছোট ছোট সাদা সাদা পোকা ঘরের সব স্থানে ছেয়ে গেছে। আমি ভাবলাম এসব পোকা কোথা হতে আসল। আমি হতাশায় পড়ে গেলাম। আমার স্ত্রী অনেকবার ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করতে থাকল কিন্তু মুহূর্তেই আবার ঘর ভরে যায়। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম ভেবে দেখ এমনটি কেন হচ্ছে? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই বৃদ্ধ মহিলা তোমাকে কি বলছিল? উত্তরে সে বলল যে, বৃদ্ধা আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে শুধু লম্বা লম্বা দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছিল; কিন্তু কোন কিছু বলছিল না। আমি বুঝে গেলাম যে, এসব বদ নজরের জন্যেই হয়েছে। যদিও আমাদের বাড়ি খুবই সাধারণ ও সাদা সিধে। হয়ত বৃদ্ধ মহিলা কোন গ্রামের বাসিন্দা ছিল, যে শহর কখনও দেখেনি।

মূলকথা হল যে, আমি এক পাত্র পানি নিয়ে বদ নজর নষ্টের জন্যে দু'আ পড়ে পানিতে ফুঁ দিলাম। আর সমস্ত পানি ঘরে ছিটিয়ে দিলাম। এরপর মুহূর্তেই সমস্ত পোকা গায়েব হয়ে গেল। আর বাড়ির সকল স্থান পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসল। আলহামদুলিল্লাহ

সমাপ্ত